সেনসেক্স : ৮১,৪৪৪.৬৬ (-১৩৮.৬৪)
নিফটি : ২৪,৮১২.০৫ (-৪১.৩৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

চার হাজার কোটি ঋণ
১৫ জুনের মধ্যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্ধারিত সীমা পেরোলেও ডিএ নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি। এমন আবহে চার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিল রাজ্য। » ৫

ফাস্টট্যাগে বাৎসরিক রিচার্জ
একবার রিচার্জ করলেই সারা বছর ব্যবহার করা যাবে ফাস্টট্যাগ। তার জন্য গুনতে হবে বাৎসরিক ৩০০০ টাকা। এই টাকায় টোল গেট দিয়ে যাতায়াত করা যাবে ২০০ বার। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৯° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন

মার্কিন মধ্যস্থতার দাবি খারিজ নমোর » ৭

শিলিগুড়ি ৪ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 19 June 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 32

১ অগাস্ট থেকে প্রকল্প চালুর নির্দেশ

১০০ দিনে 'জয়' রাজ্যের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ জুন : ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রাখার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও প্রকল্পটি বন্ধ করা যাবে না। শর্ত আরোপ করা যেতে পারে, কিছু ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে কেন্দ্র। নজরদারি করার দায়িত্ব তো আছেই। কিন্তু গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বঞ্চিত করা যাবে না বাংলাকে।

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ১ অগাস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে আবার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প অবশ্যই চালু করতে হবে। তিন বছর ধরে প্রকল্পটি বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। বকেয়াও দেয়নি। তৃণমূল ও রাজ্য সরকার এই নিয়ে আন্দোলন করেছে। দিল্লিতে তৃণমূল ধর্না দিয়েছে। নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ারও করেছে। তারপর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বুধবারের নির্দেশ রাজ্যকে স্বস্তি দিয়েছে।

নির্দেশটি অস্ত্র করে বকেয়া দেওয়ারও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'আমরা এই পিটিশনের রিভিউ করব। আপনারা বাংলায় দল পাঠাচ্ছেন, আগে তো টাকা দিন। চার বছর হয়ে গেল। একটাও পয়সা দিচ্ছেন না, এটা জনগণের টাকা।' পালটা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল আগে নিজের মুখ আয়নায় দেখুক। ১০০ দিনের টাকায় ওরা রাজা, উজিরের মতো বাস করছে। গরিব মানুষের জায়গায় ১০০ দিনের কাজে টাকা সংক্রান্ত আদালতের রায় নিয়ে তৃণমূল মোচ্ছব করছে।'

আদালতের শর্ত

- হাইকোর্ট জানিয়েছে, অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও প্রকল্পটি বন্ধ করা যাবে না
- কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে কেন্দ্র
- নির্দেশটিকে অস্ত্র করে বকেয়া দেওয়ারও দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রয়োজনে যে জেলাগুলিতে ওই প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, সেই জেলাগুলি বাদ দিয়ে অন্যত্র ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ওই বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ছাড়াও আছেন বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায়। বেঞ্চের নির্দেশ, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে আগে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তা রুখতে বিশেষ শর্ত ও নিয়মবিধি তৈরি করতে পারবে কেন্দ্র।

১০০ দিনের কাজ বন্ধ থাকায় হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলায় বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি। অন্যদিকে, প্রকল্পে দুর্নীতির সিবিআই তদন্তের দাবিতে আলাদা মামলা করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোককুমার চক্রবর্তী জানান, কেন্দ্রীয় দল জেলায় জেলায় গিয়ে এই প্রকল্পের বরাদ্দ নিয়ে কারচুপির তথ্য পেয়েছে। এরপর দশের পাতায়

গর্বের বাংলা ভাষাই আতঙ্কের

পেটের টানে দিল্লি, মুম্বই, গুজরাট সহ একাধিক রাজ্যে পাড়ি দেন বাংলার শ্রমিকরা। কিন্তু সেখানে স্বস্তি কোথায়! এখন বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা সেঁটে দেওয়া হচ্ছে বঙ্গের শ্রমিকদের। এমনকি হেনস্তাও করা হচ্ছে নানাভাবে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : ১৯৯৯ সালে ইউনেসকোর প্যারিস অধিবেশনে মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। বহু আলোচনার পর ১৭ নভেম্বর ১৮৮টি দেশের সমর্থনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া শহিদদের সম্মান জানিয়েই ২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসাবে বেছে নিয়েছিল গোটা বিশ্ব। গর্বের সেই বাংলা-ই বর্তমানে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে। পেটের টানে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কেরল, গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজের খোঁজে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের অভিযোগ, বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা সেঁটে দিয়ে তাঁদের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশি তকমা দিয়ে কাঁটাতারের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া রাজ্যের পাঁচ শ্রমিক ঘরে ফিরতেই ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের নতুন আখ্যান সামনে এসেছে। আর এই আবহেই ভিনরাজ্যে যেতে ভয় পাচ্ছেন বাংলার শ্রমিকরা।

রাজ্যের প্রায় সব জেলা থেকেই লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করেন। তুলনায় উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সংখ্যা অনেক বেশি। বাংলাদেশ থেকে ফিরে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার বাসিন্দা নাজিমুদ্দিন মণ্ডল। বুধবার টেলিফোনে নাজিমুদ্দিন জানান, মে মাসে কয়েকবার তাঁদের নথিপত্র যাচাই করেছিল মহারাষ্ট্র পুলিশ। ৯ জুন হঠাৎ করেই তাঁদের আটক করা হয়। এরপর তাঁদের একশোজনেরও বেশি লোককে বিমানে করে আগরতলা নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ছোট ছোট গাড়িতে রাতের অন্ধকারে সীমান্তে নিয়ে যায় বিএসএফ। তারপর জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নাজিমুদ্দিনের কথা, 'আটকের পর থেকেই বারবার আমি বলছিলাম আমি বাংলাদেশি নই। এরপর দশের পাতায়

ইস্টার্ন বাইপাস, সেবক রোডে দীর্ঘদিন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একাধিক গ্যাং। আশ্চর্যের বিষয় এই গ্যাংগুলি রুখতে কোনও দলই কোনওদিন উচ্চবাচ্য করে না। বাড়িভাসার ঘটনা অবশ্য বিপাকে ফেলে দিয়েছে সবাইকে। গৌতম দেব ঘটনাস্থলে গিয়ে বলেছেন, 'সব গুঁড়িয়ে দেব'। কিন্তু প্রশ্ন, কবে?

গ্যাং রাজত্ব

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে অবরোধ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : বাড়িভাসার ঠাকুরনগর এলাকায় মুখিয়া গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ বুধবার সকাল থেকে রাস্তায় নামলেন। ঘণ্টাখানেক ইস্টার্ন বাইপাসের ভিআইপি মোড় অবরোধ করে রাখেন হাজারেরও বেশি মানুষ। শুধু তাই নয়, জনতার রোষ গিয়ে পড়ল মুখিয়া গ্যাংয়ের অন্যতম মাথা হিসেবে অভিযুক্ত শম্ভু দাসের (শুভ) দোকানে। সেই দোকান ভাঙচুরের পাশাপাশি সেখানে থাকা একটি ফাস্ট ফুডের ভ্যান টেনে নিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে ফেলে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের সঙ্গে রাজনীতির রং ভুলে প্রতিবাদে সরব হন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য তৃণমূলের মনীষা রায়, তৃণমূল নেতা ভবেশ রায়, এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির অবিনাশ রায়রা। প্রত্যেকেরই দাবি, এলাকায় চলা এই গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য আর মেনে নেওয়া হবে না। পুলিশের বিরুদ্ধেও সরব হন অবরোধকারীরা।

অবরোধকারীদের একাংশ এদিন অভিযোগ করেন, মঙ্গলবারের ঘটনায় মারধরের শিকার হওয়া পরিবার ডায়েরি দিতে গেলে পুলিশ নাকি পালটা তাঁদেরই ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল। এদিকে, এদিন ঘণ্টাখানেক ধরে পথ অবরোধ, ভাঙচুর চললেও সেটা তোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নজরে না পড়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরে অবশ্য এনজেপি থানার আইসি সোনম লামা সহ পুলিশকর্তারা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মঙ্গলবার দুপুরে ওই ঘটনা ঘটিয়ে মুখিয়া গ্যাংয়ের সদস্যরা এরপর দশের পাতায়

ঠাকুরনগরে উত্তেজনা সামাল দিতে হাজির পুলিশ। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

মদত তৃণমূল নেতাদের, চুপ পদ্ম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : সেবক রোড থেকে শুরু করে ইস্টার্ন বাইপাস। জমি সংক্রান্ত ঝামেলা থেকে শুরু করে তোলাবাজি। একের পর এক তৈরি হওয়া গ্যাংগুলিই যেন এই এলাকার শেষ কথা। অথচ এই গ্যাংয়ের ব্যাপারে কোনওদিনই সেভাবে সরব হতে দেখা যায়নি কোনও রাজনৈতিক দলকে। বুধবার প্রথম এই গ্যাং নিয়ে মুখ খুললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। কেজিএফ গ্যাংয়ের সূত্র ধরে গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যের ব্যাপারটিও তিনি স্বীকার করেন। গৌতম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সমস্ত গ্যাং গুঁড়িয়ে দেব।' প্রশ্ন হচ্ছে, এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানো এই গ্যাংগুলোর অধিকাংশ সদস্যই এলাকায় তৃণমূলের দাদা হিসেবে পরিচিত। এমনকি কেজিএফ গ্যাংয়ের অধিকাংশ সদস্যের তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে ছবিও নজরে পড়েছিল।

এলাকায় খোঁজ নিলেই জানা যায়, এই গ্যাংগুলিকে মূলত এলাকার প্রোমোটাররাই নিজেদের কাজের জন্য প্রথমে ব্যবহার করা শুরু করেছিল। তবে শুধু জমির কাজ নয়, এলাকার যাবতীয় সমস্যা সামলাতে ধীরে ধীরে এরা 'পারদর্শী' হয়ে ওঠায় স্থানীয় নেতাদের কাছেও এই গ্যাং সদস্যরা প্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই কেউই এদের ঘাঁটাতে চান না। আবার এদের মধ্যেই কেউ কেউ পুলিশের খবরি হিসেবেও কাজ শুরু করেছে। আর এক সূত্র আবার বলছে, সেবক রোডের এক তৃণমূল নেতাই নাকি এই গ্যাংগুলির কোনও সমস্যা হলে সমাধানের জন্য সবার আগে এগিয়ে আসেন। কার্যত তিনিই নাকি এদের পরিচালনা করেন।

সব গুঁড়িয়ে দেব, হুমকি গৌতমের

তবে, রং-দল নির্বিশেষে টাকার বিনিময়ে কোনও নেতার হয়েই তারা নাকি কাজ করতে প্রস্তুত। সেকারণেই কি বিরোধী দলগুলিও এদের ব্যাপারে চুপ? ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায় অবশ্য বলছেন, 'এই ধরনের গ্যাংগুলি আগে থেকেই রয়েছে। তৃণমূলের হয়েই এরা দালালি করে। ভোটের সময় তৃণমূলের নেতারা এদের ব্যবহার করে।'

ওই এলাকায় দাপিয়ে বেড়ানো গ্যাংগুলির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওই এলাকায় বিভিন্ন জমির সামনেই দোকানপাট রয়েছে। এরপর দশের পাতায়

আত্মসমর্পণ নয়, হুংকার খামেনেইয়ের

তেহরান, ১৮ জুন : সরাসরি চ্যালেঞ্জ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের পরামর্শকে হুমকি হিসেবেই দেখছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই। ট্রুথ স্পেশালে ট্রাম্পের বিবৃতির পর ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই পালটা যেন 'নো সারেন্ডার' হুমকি দিলেন তিনি।

খামেনেই বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'ইরান, ইরানের জনগণ এবং ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞরা জানেন, এই জাতিকে হুমকি দিয়ে লাভ হয় না। ইরানিরা কখনও আত্মসমর্পণ করে না।' উলটে ইজরায়েলকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে। ইহুদি আর সন্ত্রাসবাদীকে সমার্থক বুঝিয়ে বলা হয়েছে, 'আমরা সন্ত্রাসবাদী ইহুদিদের কঠিন জবাব দেব। ওদের প্রতি কোনও দয়া নয়।'

মঙ্গলবার রাতে ইরানকে 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ'-এর পরামর্শ দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ইরানের পরমাণু পরিকাঠামোয় ধ্বংসযজ্ঞ

খামেনেই কোথায় লুকিয়ে রয়েছেন, তা আমেরিকা জানে বলে দাবি করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে খামেনেইয়ের হুঁশিয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে।

আলি খামেনেই কার্যত যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা করেছেন বুধবার। এর পর সরাসরি আমেরিকার সঙ্গে ইরানের যুদ্ধ জল্পনা শুরু হওয়ায় ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর কথায়, 'যুদ্ধ করতে পারি, নাও করতে পারি। কেউ জানে না আমি কী করব।'

পালটা ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, 'আমেরিকানদের জানা উচিত, মার্কিন সেনাবাহিনীর যে কোনও হস্তক্ষেপ অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে।'

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিন্দুমাত্র ঢিলে দেয়নি তেহরান। বরং ইজরায়েলে ফত্তাহ-১ ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানি রেভলিউশনারি গার্ড। এরপর দশের পাতায়

প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ১৬ সদস্যের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা নিয়ে এলেন দলেরই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। তাও আবার একজন বা দুজন নন, ১৮ সদস্যের গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৬ জনই দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থার চিঠিতে সই করেছেন। ঘটনায় দলের অন্দরে হইচই পড়েছে। যা নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে নেতৃত্বের।

ফাঁসিদেওয়া ব্লক (১) সভাপতি মহম্মদ আখতার আলি অবশ্য এই ঘটনা তাঁর জানা নেই বলে দাবি করেছেন। তবে, আখতার অস্বীকার করলেও বিষয়টি তৃণমূলের প্রত্যেক নেতা-নেত্রীই জানেন বলে অনাস্থায় সই করা একাধিক সদস্য দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, নেতৃত্বকে বলে কাজ না হওয়ায়, অনাস্থা নিয়ে আসতে হয়েছে। কাজেই ব্লক সভাপতির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল মন্তব্য করতে চাননি। শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক অওধ সিংহল বলেছেন, 'বিষয়টি জানা নেই। বিডিওর কাছে খোঁজ নেব।'

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের সঙ্গে একাধিকবার টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও, তিনি ফোন ধরেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছায়া এবার

অস্বস্তিতে তৃণমূল

- ফাঁসিদেওয়ার চটহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব
- ১৮ সদস্যের গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থায় সই উপপ্রধান সহ ১৬ সদস্যর
- বিস্তর অভিযোগ উঠলেও মানতে নারাজ প্রধান রাজেশ মণ্ডল
- বিন্নাবাড়ির পর চটেরহাটের ঘটনায় চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব

ফাঁসিদেওয়ার চটেরহাটে। বিন্নাবাড়িতে তৃণমূলের অন্তঃকলহ কারও অজানা নয়। বিজেপির দল ভাঙিয়ে দুই গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে দলে নিয়ে আসার পর প্রধান এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

কালো ...তা সে যতই কালো হোক

উঁচু ক্লাসের দিদির লাগাতার খোঁচা, অপমানে চরম সিদ্ধান্ত কিশোরীর

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৮ জুন : সপ্তম শ্রেণির রিমিকার কয়েকদিন ধরেই মন খারাপ ছিল। ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে বলেছিল, উঁচু ক্লাসের এক দিদি নাকি ওকে 'কালো' বলে বারবার উত্ত্যক্ত করছে। দিনকয়েক আগে বাড়িতেও নাকি সে জানিয়েছিল, স্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না। স্কুলে এক দিদি খুব বিরক্ত করছে।

বাড়ির লোক খুব একটা গা করেননি। ভেবেছিলেন, কয়েকদিন পরে সময় পেলে স্কুল যাবেন প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলতে। সেই সুযোগ আর হল না। বুধবার সকালে বাবা-মা কাজে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরে রিমিকাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলেন তার ঠাকুমা। পরিবারের ধারণা, 'কালো' বলে বারবার কটাক্ষ করাতেই মেয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছে।

ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গার আনন্দপুর চা বাগানের রিমিকা মুন্ডা রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। পরিবার ও প্রতিবেশীরা সকলেই জানান, খুব শান্ত স্বভাবের রিমিকা নিয়মিত স্কুলে যেত। কারও সঙ্গে কখনও বিরোধে জড়ানো ওর স্বভাবে ছিল না।

রিমিকার বাবা সুজিত দেবীপুর চা বাগানের কর্মী। মেয়ের মৃত্যুতে তিনি কিছুটা দিশেহারা। বললেন, 'এক সপ্তাহ ধরে স্কুলের উঁচু ক্লাসের একটি মেয়ে নাকি ওর গায়ের রং নিয়ে কটূক্তি করত। বাড়িতে কয়েকবার এ নিয়ে বলেওছিল মেয়ে। স্কুলেও যেতে চাইছিল না। কাজের চাপে বিষয়টি নিয়ে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি। ভেবেছিলাম, দু'-একদিনের মধ্যে স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু মেয়ে সেই সময়টুকুও দিল না।'

রিমিকার দাদা নাগরাকাটার একলব্য স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। ছোট বোনের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে সে হস্টেল থেকে বাড়ি চলে এসেছে। মা সোমারি মুন্ডা কথা হারিয়ে ফেলেছেন ছোট মেয়েকে হারিয়ে। এদিন সকালে পরিবারের লোকজন রিমিকাকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ছবি : এআই

প্রতিবেশী প্রেমলাল ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের মেয়ের এই ঘটনা কিছুতেই মানতে পারছি না। আগামীতে এই ধরনের ঘটনায় কোনও মায়ের কোল যাতে খালি না হয় সে ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ নজর দিক।' সুজিত জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ক্রান্তি পুলিশ ফাঁড়ির পাশাপাশি স্কুলেও মেয়ের মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে লিখিত অভিযোগ করা হবে।

রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সফিউল আলম বলেন, 'অভিভাবকরা যদি আমাদের কাছে একবার বিষয়টি জানাতেন তাহলে হয়তো রিমিকাকে এভাবে চলে যেতে হত না।' রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ক্লাস টিচার বলেন, 'ক্লাসে কেউ তো আমাকে এই বিষয়ে জানায়নি। এত পড়ুয়ার ভিড়ে কিছু বুঝতেও পারিনি।'

আনন্দপুর চা বাগানজুড়ে এখন শুধু রিমিকার কথা। বাগান থেকে আরও কয়েকজন সহপাঠী রিমিকার সঙ্গেই স্কুলে যেত। তাদেরই একজন বলে, 'গতকালও একসঙ্গে স্কুলে গিয়েছিলাম। কয়েকদিন ধরে একটু মনমরা ছিল। আমাদের সঙ্গে কথা কম বলছিল। উঁচু ক্লাসের এক দিদি ওকে ব্যঙ্গ করছে, সেটা আমাকে বলেছিল।' আরেক সহপাঠীর কথায়, 'ওর মনের মধ্যে কী যে চলছিল সেটা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি। ইশ যদি বুঝতে পারতাম!'

সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার মালদার সুদেষ্ণার

কল্লোল মজুমদার ও অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৮ জুন : সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার পাচ্ছেন মালদা কলেজের অধ্যাপক সুদেষ্ণা মৈত্র। বুধবার সাহিত্য আকাদেমির বোর্ড মিটিংয়ে ২৩ জন লেখককে সম্মাননা প্রদানের তালিকা প্রকাশিত হয়। এই খবর চাউর হতেই জেলাজুড়ে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে। উল্লেখ্য, তিনি একসময় উত্তরবঙ্গ সংবাদের মালদা অফিসে সাব-এডিটর পদে কাজ করতেন।

সুদেষ্ণা বলেন, 'আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ ফোন করে জানানো হয়, আমি সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কারের (বাংলা) জন্য নির্বাচিত হয়েছি। আমাকে আমার সমস্ত তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। কবে আমাকে পুরস্কৃত করা হবে তা আমাকে নির্দিষ্ট সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কার প্রতিযোগিতায় আমার লেখা 'একরোখা চিরুণি তল্লাশি' বইটি পাঠিয়েছিলাম। প্রায় ১৬-১৭ বছর ধরে লেখালেখি করছি। ২০২১ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। খুব ভালো লাগছে। ইতিমধ্যে অনেকেই ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

সুদেষ্ণার বাড়ি মালদা শহরের বিবেকানন্দপল্লিতে। ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মায়ের সাহচর্যে বেড়ে উঠেছেন। বাবা সুজিতকুমার মৈত্র নেই, তবে এখনও লেখালেখিতে মা কৃষ্ণা মৈত্র রীতিমতো উৎসাহিত করেন মেয়েকে।

তাই পড়াশোনা চলতে চলতেই বাংলায় লেখালেখিতে ক্রমে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এই সময় মা তো বটেই, মালদা জেলার বেশ কিছু কবি-সাহিত্যিক এমনকি সাংবাদিকরাও তাঁকে কবিতা লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। এরই মধ্যে সুযোগ এসে যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদে কাজ করার। লেখার হাত পাকতে থাকে আরও বেশি। যদিও প্রথম

দিকে নিজের লেখা কবিতা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতেন। এরপরই নানা জনের উৎসাহে বের হয় প্রথম বই 'চোখ রেখেছি চোখে'। এই নিয়ে পরপর চার-চারটি বই লেখার কাজও শেষ হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে।

এদিন রাতে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুদেষ্ণা জানান, নিজের পেশাগত দিক সামলে সময় পেলেই জয় গোস্বামী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখা পড়তে ছাড়েন না। আর তাঁর খুব প্রিয় দেবারতি মিত্রের লেখা।

বর্ষায় অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধের সিদ্ধান্ত জিটিএ'র

বিকল্প রোজগারের সন্ধানে সুখবীররা

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : তিস্তায় জল বাড়লেই আশঙ্কার মেঘ জমা হয় ওঁদের কপালে। দু'বছর আগে ঘটে যাওয়া সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের টাটকা স্মৃতিতে ঘর ছাড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় তিস্তাপাড়ে। কিন্তু শান্ত তিস্তাতেও প্রশাসনিক এক সিদ্ধান্তে নতুন করে বেকার মেল্লি থেকে তিস্তাবাজার। এমন বেকারত্বের জ্বালা কতদিন থাকবে, এমন পরিস্থিতিতে বিকল্প রুটিরুজির পথ কী হবে, প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে তিস্তাপাড়ের মতোই রেইনবো ফলস থেকে রংবুলে। হতাশা নেমে এসেছে কালিম্পংয়ের ডেলো, দার্জিলিংয়ের রোহিণীতেও। সবমিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের অন্নসংস্থানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) বর্ষার সময় সমস্ত ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। এমন সিদ্ধান্তে হতাশার ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে পাহাড়ে।

র‍্যাফটিং থেকে প্যারাগ্লাইডিং, হাইকিং থেকে ট্রেকিং, বর্ষার সময় এমন সমস্ত ধরনের অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা ১৬ জুন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছে জিটিএ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে যাতে বড় ধরনের অঘটন না ঘটে, তার জন্য এমন সিদ্ধান্ত, বক্তব্য জিটিএ'র পর্যটন দপ্তরের কর্তাদের। কিন্তু প্রতিবছরই তো বর্ষা আসে, প্রবল বৃষ্টি হয়, কোথাও কোথাও ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়, তিস্তাও উত্তাল হয়ে ওঠে, কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত তাহলে এবছরই কেন নেওয়া হল? উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন সুখবীর তামাং, গোবিন্দ ছেত্রীরা। তাঁদের মতো অনেকেই এমন সিদ্ধান্তকে 'পেটে লাথি মারা' হিসেবে দেখছেন।

কালিম্পংয়ের মেল্লি থেকে ২৭ মাইল পর্যন্ত র‍্যাফটিংয়ে যুক্ত প্রায় দুশোজন। সিকিমের সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে কয়েক মাস বেকার হয়ে থাকতে হয়েছিল তাঁদের। জিটিএ'র এমন সিদ্ধান্তে আবার তাঁরা বেকার হলেন, বললেন প্রেম তামাং। তাঁর বক্তব্য, 'তিস্তায় যখনই জল বাড়ে, তখন র‍্যাফটিং বন্ধ রাখা হয়। বর্ষায় প্রত্যেকদিন তো আর তিস্তায় জল বাড়ে না। ফলে কিছুটা হলেও রোজগার হয়। কিন্তু এবার নোটিশ জারি হওয়ায় অন্তত তিন মাস রোজগার বন্ধ।' বন্যপ্রাণীদের প্রজননের জন্য ১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকে বনাঞ্চলে। যেহেতু সান্দাকফু ট্রেকিং রুটটি সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ফলে এই সময় মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু ট্রেকিং বন্ধ থাকে। তাই ট্রেকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বেছে নেন নেওড়ভ্যালি-মুলখারখা সহ একাধিক ট্রেক রুট। কিন্তু জিটিএ'র সিদ্ধান্তে সমস্ত রুটই বন্ধ। শ্রীখোলার সুখবীর তামাং বলছিলেন, 'বর্ষার সময় ট্রেকিংয়ের জন্য কম মানুষ এলেও কিছুটা তো রোজগার হত।'

কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না ডেলোয় প্যারাগ্লাইডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত গোবিন্দ ছেত্রীরা। গোবিন্দের কথায়, 'এসময় হাওয়া বেশি থাকে। হাওয়া বেশি হলে বন্ধ রাখা হয় প্যারাগ্লাইডিং। আবহাওয়া বুঝেই আমরা সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু বর্ষার পুরো সময়ের জন্য কেন এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বুঝতে পারছি না।' উত্তর সিকিমের বিপর্যয়ে সতর্ক থাকতেই জিটিএ'র এমন সিদ্ধান্ত, মনে করছেন অনেকেই।

দার্জিলিং পাহাড়ে প্যারাগ্লাইডিং। -ফাইল চিত্র

মাধ্যমিকে সম্ভাব্য দশে অনন্যা

রাজেশ দাশ

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জুন : এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮৫ নম্বর পেয়ে কোচবিহার জেলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিল মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী অনন্যা মজুমদার। স্ক্রুটিনির ফল প্রকাশের পর তার আরও এক নম্বর বেড়েছে। ৬৮৬ নম্বর পেয়ে এবারের মেধাতালিকায় সম্ভাব্য দশম স্থানে রয়েছে অনন্যা। মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছে সে।

অনন্যার কথায়, 'ভালো লাগছে, তবে আগে এই ফল হলে আরও খুশি হতাম। বাংলা এবং অঙ্ক স্ক্রুটিনি করতে দেওয়া হয়, অঙ্কে এক নম্বর বেড়েছে।' বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইলেও, ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কিছু ঠিক করেনি এই পড়ুয়া।

মাথাভাঙ্গা গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চিৎকনা সাহা পড়ুয়ার এই ফলাফলে খুশি। বললেন, 'আমরা আগেই আশা করেছিলাম ও সম্ভাব্য দশের মধ্যে থাকবে। সেটা সে সময় হয়নি। এদিন ফল দেখে আমরা খুবই আনন্দিত।' অনন্যার মা সুস্মিতা পালও একই কথা বললেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৯৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৯৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Advertisement of requirement Notice
Publication Date & Time
Date of application submission from 19.06.2025 to 30.06.2025 Time -5.00 p.m.
Project under-Micro Enterprise Development (MED), for the post of CRP-EP. Total CRP-EP 05.
1) Chamta Sangha-01
2) Sitai-I Sangha -01
3) Sitai-II Sangha-01
4) Br. Chatra-01
5) Adabari-01
Interested candidates are requested to contact with the undersigned during office hours for details or visit https://coochbehar.gov.in/
Sd/-
Block Development Officer
Sitai Dve.Block

কিডনি চাই

একজন মহিলার B+ কিডনি চাই। আগ্রহী দাতারা দ্রুত যোগাযোগ করুন-89186-84082/89448-29081. (C/115599)

কর্মখালি

Urgent Vacancy : Senior Accountant. 9832966661, Hakimpara. (C/116951)

•

কোচবিহার খাগড়াবাড়ি কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে English Teacher চাই। @10K-12K. (M) 7797996714. (C/115977)

•

Wanted GT MSc (M) Pef B.Ed appear on 24/06/2025 will all testimonials Hon. Rupees 3000 P/M. Haldibari High School, Haldibari Coochbehar.

হারানো /প্রাপ্তি

আমার Chain দলিল No. 215, Regd. Date : 7-2-2007 হারিয়েছি। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকলে যোগাযোগ করুন। (M) 9851131194. (C/115976)

•

আমি সোমা গোস্বামী Chain Sale deed No 5646 Date-8-08.2013 এই নম্বর দলিলটি 04/06/2025 তারিখে হারিয়ে যায়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে 7602345354 No. যোগাযোগ করবেন। (C/116943)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

আজ টিভিতে

ডন-টু রাত ১০.৫৬ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ ঘরের লক্ষ্মী, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, সন্ধে ৭.০০ চন্দ্রমল্লিকা, রাত ১০.০০ বিদ্রোহ, ১.০০ ঈগলের চোখ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ ঘাতক, বিকেল ৩.৪৫ হিরো, সন্ধে ৬.৩০ কুলি, রাত ৯.৫০ শাপমোচন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ সংঘর্ষ, দুপুর ২.০০ মেমসাহেব, বিকেল ৪.৩০ আশ্রয়, রাত ১০.৩০ শত্রু মিত্র

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ বৌঠান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সূর্য

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম প্রতিজ্ঞা

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.০৩ দঙ্গল, রাত ৮.০০ তারে জমিন পর, ১১.১৬ ঘোস্ট

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫১ কুলি নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৬.২৩ ওম ভীম বুশ, রাত ৮.০০ হলিডে, ১০.৫৩ কমান্ডো

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৫ বধাই হো, ২.৪১ ফোন ভূত, বিকেল ৪.৫৮ ডক্টরজি, সন্ধে ৬.৫৬ বেয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ ক্রু, ১০.৫৬ ডন-টু

রমেডি নাউ : বেলা ১১.১০ দ্য ইন্টার্নশিপ, দুপুর ২.২৫ দ্য প্রোপোজাল, বিকেল ৫.৫০ দ্য স্মার্ফস-টু, সন্ধে ৭.৩০ কারপুল, রাত ১০.৩০ গেস হু

মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.০০ টুমরো নেভার ডাইজ, বিকেল ৩.৩৫ ট্রান্সপোর্টার-টু, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ১১.০০ শাটার

স্পাইডারম্যান-থ্রি রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

প্ল্যানেট আর্থ টু সন্ধে ৭.১৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

কঙ্গো প্যান : অ্যান আফ্রিকান হরর স্টোরি রাত ১০.৪৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

এডুকেশন এক্সপো

নিউজ ব্যুরো

১৮ জুন : বহু প্রতীক্ষিত জেআইএস এডুকেশন এক্সপো-২০২৫ ধন ধান্য অডিটোরিয়ামে উদ্বোধন করা হয়েছে। সেখানে দু'দিনব্যাপী অ্যাকাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের উদযাপন চলবে। এটি শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে সাহায্য করবে। ওই এক্সপোতে বিনামূল্যে কাউন্সেলিং করা হয়, যেখানে বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতারা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কেরিয়ার সম্পর্কে পথ দেখাবেন। কোর্স বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে ভর্তি প্রক্রিয়া পর্যন্ত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এছাড়া, অনুষ্ঠানে কলকাতার ৪০টি প্রতিষ্ঠান থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নজরে পূর্ব ভারত

কলকাতা, ১৮ জুন : ভারতের একটি অন্যতম স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানি মণিপালসিগনা হেলথ ইনসুরেন্স। সংস্থাটি পূর্ব ভারতে ফোকাস বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। বর্তমানে ৪২টি শহরে এই বিমা কোম্পানির শাখা রয়েছে। পূর্বাঞ্চলে দশ হাজারেরও বেশি পরামর্শদাতা রয়েছেন। সংস্থাটি পূর্ব ভারতে শাখা নেটওয়ার্ক ও পরামর্শদাতার সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোম্পানিটি ২০২৫ অর্থবর্ষে ১৩০ কোটির উপরে গ্রস ডিরেক্ট প্রিমিয়াম রিটন তুলেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অবদান ৫৫ কোটির বেশি। সংস্থার চিফ মার্কেটিং অফিসার স্বপ্না দেশাই বলেন, 'পূর্ব ভারতের আধা শহর ও নতুন তৈরি হওয়া বাজারগুলিতে স্বাস্থ্যবিমার সম্প্রসারণের জোরালো সুযোগ রয়েছে।'

Block Development Officer
Sadar Block Jalpaiguri
NIQ No : **01/2025-2026, Dated : 17/06/2025** invited by the undersigned for 01 No's of work under Sadar Block, Last Date of Submission of Quotation is 09/07/2025 upto 2.00 P.M. Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
SITAI PANCHAYAT SAMITY
E-tender are invited for scheme in different places of Sitai Panchayat Samity (Fund-Others) against the Tender Number is 02/EO/SITAI PS/2025-26. For details please visit **http://wbtenders.gov.in** and **http://etender.wb.nic.in** the last date for submission of tender is 19/06/2025 (upto 11:00 A.M.)
Sd/- Executive Officer
Sitai Panchayat Samity

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৮-২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ নাহরলগুণে রানিং কক্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৭,৬৫,৩২০.০২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৫,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১১-০৭-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিভিন্ন সিগন্যালিং ইনস্টলেশনের প্রতিস্থাপন
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৩, তারিখঃ ১৬-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং. ১।ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-১৩-২০২৫-২৬, কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বয়স ও অবস্থার ভিত্তিতে এবং সাংশ্লিষ্ট কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিগন্যালিং ইনস্টলেশন প্রতিস্থাপন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২২,০১,৪২৯.৭৮; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১১,০০০.০০। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১০-০৭-২০২৫ তারিখে বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কুইক ওয়াটারিং সিস্টেম সুবিধার সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-৩১; তারিখ ঃ ১৩-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-৩১; কাজের নাম ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনে নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং-১ ও ২ -এর মধ্যবর্তী এবং প্ল্যাটফর্ম নং-৩ -এ কুইক ওয়াটারিং সিস্টেম সুবিধার সরবরাহ, স্থাপন ও সম্পাদন। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৪২,৪৬,৯৬৯.৬১/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,২৪,৭০০/- টাকা; টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় ১৩:০০ টা এবং খোলা ০৮-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

১০০ কাম ক্ষমতার আরসিসি ইনোকুলাম জেনারেশন ফ্যাসিলিটি প্ল্যান্ট নির্মাণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এম-টিএসকে-২০২৫-৩০, তারিখ ঃ ১৬-০৬-২০২৫। টেন্ডার নং.ঃ এম-টিএসকে-২০২৫-৩০। কাজের নামঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের কোচিং ডিপোতে, ডিব্রুগড়ে দুই বছরের জন্য ১০০ কাম ক্ষমতার আরসিসি ইনোকুলাম জেনারেশন ফ্যাসিলিটি প্ল্যান্ট নির্মাণ এবং ১০০ কাম ক্ষমতার ইনোকুলাম জেনারেশন প্ল্যান্ট পরিচালনা। কাজের স্থানঃ ডিব্রুগড়। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৫১,০৩,১৫৭.৩১ টাকা। বায়নার মূল্যঃ ২,২৫,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টার পরে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখার ও ডাউনলোড করার ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in।
সিনি. ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ২১-ইএনজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬, তারিখ: ১৩-০৬-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. : ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আতারা-গুডস শেডের জন্য পিইবি (প্রি-ইঞ্জিনিয়ারড বিল্ডিং) কাঠামোর নকশা, তৈরি এবং নির্মাণ এবং আতারা পণ্য শেডের সার্কুলেটিং এরিয়া এবং অ্যাপ্রোচ রোডের পেভার ব্লক সহ পুনর্নির্মাণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৪৭,৭০,২৮,৯৭৯.৯১/- টাকা; বায়না মূল্য: ২৫,৩৫,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ০৭-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

তিনসুকিয়া মণ্ডলে নির্মাণ কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/৩১ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১৭-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেম নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলেঃ বর্গীনদী, বরদলনি, শ্রীপনী, সিলাপথার, সিমেনচাপরি, লাইমেকুরি এবং মুর্কংসেলেক স্টেশনে মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সমীপবর্তী পথ, চতুর্দিকের এলাকা, প্ল্যাটফর্ম, বিশ্রামকক্ষ, শেডের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ১৭,৫৪,০১,৬৭৩.৬৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১০,২৭,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৯-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending June & September 2025.
2. Please visit the School Website www.apsbinnaguri.org regularly for details & submission of quotations.
Principal, APS Binnaguri

Block Development Officer
Sadar Block Jalpaiguri
NIQ No. WB/JAL/SADAR/B.D.O/03/25-26, Dated : 17-06-2025 invited by the undersigned for 04 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents : From 17-07-2025 Time: 18.00 Hour To : 24-06-2025 Time : 14.00 Hours. Please visit on website: **www.wbtenders.gov.in** Detailed will be available from the office on all working days.
Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block Jalpaiguri

e-Tender Notice
Office of the BDO &EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. e-NIT No BANARHAT/EO/NIT-002/2025-26. Last date of online bid submission 04/07/2025 Hrs 06:00 PM. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে আসানসোল ডিভিসন, আসানসোল স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন: অকশনের শ্রেণী: পার্সেল ভ্যানে জায়গা লিজিং - প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয় অভিমুখে)। ই-অকশন ক্যাটালগ নং : এএসএন-পিএআরসি-০২০৭২৫। অকশন শুরুর তারিখ : ০২.০৭.২০২৫ দুপুর ১টা। ট্রেন নং : ১৫৬২৫/১৫৬২৬ দেওঘর-আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ও ০২.০৭.২০২৫ দুপুর ১টায় উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে সকল সম্ভাব্য দরদাতাকে ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
(ASN-88/2025-26) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আসানসোল
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

University of North Bengal
P.O. NBU, Dist. Darjeeling-734013
B.A. LL.B. (HONOURS)
Admission Notification
Online applications are invited for admission to the first Semester of 5 year integrated **B.A. LL.B. (Honours)** Course for the Session **2025-2026** from **23.06.2025 to 29.06.2025** on Online Payment of Rs. 500/- (Rs. 200/- for SC/ST/PwD Candidates).
Candidates please visit Admission Section at : https://nbu.ac.in for details of Online Admission procedure and prospectus.
Advt. No. 06/R-2025, Dated : 19.06.2025 Joint Registrar

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। ব্যবসায় জট কাটবে। বৃষ : সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়বে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হবেন। মিথুন : বিশ্বাস করে কাউকে টাকা ধার দিয়ে ঠকতে পারেন। পরিবারে বয়স্ক কোনও ব্যক্তির চিকিৎসার খরচ বাড়বে। কর্কট : সংসারে আপনার কোনও কাজের সমালোচনা হবে। কোমর কিংবা ঘাড়ের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। সিংহ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। বাইরের মশালাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। কন্যা : বোনের সহযোগিতায় কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম। তুলা : ব্যবসায় পুরোনো শত্রুতার জেরে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : বাড়ি কেনাবেচার পরিকল্পনা থাকলে বাতিল করে দিন। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় মুনাফা বাড়বে। ধনু : বিদেশে কোনও বহুজাতিক কোম্পানিতে সন্তানের চাকরির যোগ। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। মকর : বাড়ি, গাড়ি কেনার জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। কোনও কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কুম্ভ : খুচরো ব্যবসায় আয় বাড়বে। প্রিয় বন্ধুর স্বরূপ দেখে আশ্চর্য হবেন। বিনা কারণে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। মীন : গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাড়ির বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করুন। পুরোনো জিনিস কিনে লাভবান হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ আষাঢ় ১৪৩২, ভাঃ ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৯ জুন, ২০২৫, ৪ আহার, সংবৎ ৮ আষাঢ় বদি, ২২ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২২। বৃহস্পতিবার, অষ্টমী দিবা ৮।৩৫। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ৮।৩৭। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ১২।৪৭। কৌলবকরণ দিবা ৮।৩৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৭।২৯ গতে গরকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৮।৩৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৮।৩৫ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৩।০ গতে ৬। ২২ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৩৯ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ৮।৩৫ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুভোগ দেবতাগঠন বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪।৫৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বায়োমেট্রিকে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে আসামিরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : শিলিগুড়ি থানায় তখন প্রস্তুতি চলছে অভিযুক্তকে বের করার। বাইরে আদালতে নিয়ে যাওয়ার গাড়িও প্রস্তুত। কিছুক্ষণ পরই বের হল এক দাগি আসামি। চুরির অভিযোগে সে নাকি একাধিকবার জেলও খেটেছে। গাড়ির দিকে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে, এমনই ভেবেছিল সে। কিন্তু হঠাৎ করেই তাকে দাঁড় করিয়ে আর এক পুলিশকর্মী বায়োমেট্রিক মেশিন নিয়ে এল। তা দেখে থতোমতো ওই আসামি। বলা যায় না, স্যারেরা মনে হয়, কোনও বিশেষ শাস্তি দেবেন! মনে তখন এই আশঙ্কা। পুলিশকর্মী তার আঙুল বাড়াতে বলতেই আরও অবাক। বায়োমেট্রিক মেশিনে আঙুলের ছাপ স্থান হতেই স্ক্রিনে ফুটে উঠল আসামির ছবি। 'স্যর এই ছবি দিয়ে কী হবে?' প্রশ্ন শুনে পুলিশকর্মী খানিকটা কড়া সুরে বললেন, 'এবার তোমার নাম সার্চ করলেই কাজকর্মের ইতিহাস বেরিয়ে আসবে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রতিটি থানাতেই ধৃতদের হাতের ছাপ ও আধার কার্ডের নম্বর নেওয়ার নির্দেশ এসেছে। সেই নির্দেশ মতো চলতি সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু হয়েছে। সেজন্য প্রতিটি থানায় বায়োমেট্রিক মেশিন দেওয়া হচ্ছে। বুধবার শিলিগুড়ি থানায় এব্যাপারে বিশেষ আলোচনাও হয়। বায়োমেট্রিক মেশিনে ধৃতদের হাতের ছাপ নেওয়ার মূল উদ্দেশ্য কী, তা বোঝানোর জন্য এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের এক কর্তাকে এব্যাপারে বিশেষ দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। বুধবার তিনি শিলিগুড়ি থানার পাশাপাশি সাইবার ক্রাইম ও মহিলা থানার পুলিশকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ছাপ সংগ্রহের পদ্ধতি সহ যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি।

কী ব্যবস্থা

- সুপ্রিম কোর্ট থেকে প্রতিটি থানাতেই ধৃতদের হাতের ছাপ ও আধার কার্ডের নম্বর নেওয়ার নির্দেশ এসেছে
- সেই নির্দেশ মতো চলতি সপ্তাহ থেকে কাজ শুরু হয়েছে
- প্রতিটি থানায় বায়োমেট্রিক মেশিন দেওয়া হচ্ছে
- শিলিগুড়ি থানায় আলোচনা

পুলিশের এক কর্তা বলছিলেন, 'অনেক সময় কোনও ব্যক্তিকে পাকড়াও করার পর তার বিরুদ্ধে অন্য কোথাও কোনও অভিযোগ নথিভুক্ত রয়েছে কি না, সেই তথ্য জোগাড়ে বেগ পেতে হয়। আসামির বাড়ি খুঁজে পেতেও অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয় পুলিশকে। বায়োমেট্রিক মেশিনে সেই সমস্যা মিটবে।' এছাড়া আধার কার্ডের নম্বরও নেওয়া হচ্ছে। আসামির অন্য তথ্যের সঙ্গে আধার নম্বরও যুক্ত করা হচ্ছে। এরপর যাবতীয় তথ্য আপলোড করা হচ্ছে পুলিশের নিজস্ব পোর্টালে।

পুলিশ সূত্রে খবর, পরবর্তীতে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ফের গ্রেপ্তার হয়, তখন পোর্টালে নাম দিয়ে সার্চ করলেই তার যাবতীয় তথ্য বেরিয়ে আসবে। পাশাপাশি নতুন অপরাধের তথ্যও যুক্ত হবে। পোর্টাল থেকে দেশের যে কোনও থানা অভিযুক্তের সম্পর্কে তথ্য পেয়ে যাবে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'বায়োমেট্রিক মেশিনে আসামিদের হাতের ছাপ নেওয়া শুরু হয়েছে। এটা আইনি প্রক্রিয়ার অংশ।'

বর্ষামঙ্গল

বৃষ্টিভেজা দুপুর।। রায়গঞ্জ শহরে বুধবার দিবাকর সাহার ক্যামেরায়।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বাড়ল

চোপড়া, ১৮ জুন : চোপড়া ব্লকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বাড়ল ৭৪টি। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বুধবার বৈঠকে বসেছিল ব্লক প্রশাসন। বৈঠকটি হয় বিডিও সমীর মণ্ডলের কার্যালয়ে। ওই বৈঠকেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বৃদ্ধির কথা জানানো হয়। জানা গিয়েছে, যেসব কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ১,২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে, এমন কেন্দ্রগুলিকে ভাগ করে দুটি করা হয়েছে। এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে নতুন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির তালিকা তুলে দেওয়া হয়।

বেতন অস্থায়ী কর্মীদের

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকের অস্থায়ী কর্মীদের বেতন সমস্যা মিটল। প্রতিশ্রুতি মতো বুধবার বিকাল থেকে কর্মীদের প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মে মাসের বেতন ঢুকতে শুরু করেছে। ফলে বৃহস্পতিবার থেকে তাঁরা স্বাভাবিক কাজকর্ম করবেন বলে আন্দোলনকারী কন্ট্র্যাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফোরাম জানিয়েছে। সংগঠনের সহ সভাপতি লিটন প্রামাণিক বলেছেন, 'আপাতত সমস্যা মিটল। কিন্তু প্রতি মাসেই এভাবে আন্দোলন করার পর কর্মীরা তৃতীয় সপ্তাহে গিয়ে মাইনে পাবেন এটা হতে পারে না।' মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'আশা করছি আগামী মাস থেকে কর্মীদের মাইনে নিয়ে আর সমস্যা হবে না।'

স্কুল পরিদর্শন

বাগডোগরা, ১৮ জুন : বুধবার হঠাৎ মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলে মিড-ডে মিলের হালহকিকত খতিয়ে দেখতে হাজির হন নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমার এবং ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ। এদিন স্কুলে এসে এখানকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে রান্নাবান্না এবং খাবার খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করার রীতি দেখে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন তাঁরা। মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বলেন, 'এদিন তাঁরা সারপ্রাইজ ভিজিটে আসেন। মিড-ডে মিল সহ শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে খুশি হয়েছেন।'

থানায় বিক্ষোভ

খড়িবাড়ি, ১৮ জুন : চিকেন নেককে অশান্ত করতে ষড়যন্ত্র করছে মৌলবাদীরা। এই অভিযোগ তুলে, সেইসঙ্গে খড়িবাড়ি ব্লকের কয়েকটি ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করে বুধবার বিকেলে খড়িবাড়ি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল খড়িবাড়ি ব্লক বৃহত্তর সনাতনী ঐক্য মঞ্চ।

ডিএ দাবি

বাগডোগরা, ১৮ জুন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে মহার্ঘ্য ভাতার ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন একটি স্মারকলিপি দেয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্ম নিবন্ধক স্বপন রক্ষিতকে। ওই স্মারকলিপির কপি পাঠানো হয়েছে রাজ্যের অর্থ দপ্তর ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবের কাছে। স্মারকলিপি দেওয়ার সময় ছিলেন উত্তরবঙ্গ পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শংকরলাল দত্ত, সম্পাদক নীরদ সিংহ, পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি ফজলুর রহমান প্রমুখ।

দেওয়াল লিখন

ইসলামপুর, ১৮ জুন : ২১ জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার থেকে দেওয়াল লিখন শুরু করল তৃণমূল। এদিন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ইসলামপুর শহরের নিউটাউন এলাকায় দেওয়াল লিখন শুরু করেন। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি তথা পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ অন্যরা।

সমতলে ছুটছে খেলনা গাড়ি। শিলিগুড়িতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি। বুধবার।

যাত্রীবোঝাই বাস উলটে জখম ১৫

চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

রাহুল মজুমদার

বিধাননগর, ১৮ জুন : যাত্রীবোঝাই বাস উলটে জখম হলেন যাত্রীরা। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ঘোষপুকুর এবং বিধাননগরের মাঝে। রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি ফেরার পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উলটে যায়। বাসের সামনের চাকা খুলে বেরিয়ে আসে। বাসে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ বাসটি আটক করে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে। নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমারের বক্তব্য, 'আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কোনও মৃত্যুর খবর নেই।' ঘটনার জেরে এলাকায় শোরগোল পড়ে এদিন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার বিকেলে রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিল বাসটি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, সেটি দ্রুতগতিতেই চলছিল। ঘোষপুকুর এবং বিধাননগরের মাঝে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, বাসের চাকা খুলে বেরিয়ে আসে। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। ঘটনার সময় পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন সোদপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা। তাঁরাও তখন গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। তদন্তকেন্দ্রের পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে। আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়। প্রত্যেকেরই কমবেশি মাথায় চোট লেগেছে। কারও আবার চোখের কোণ, পায়ে চোট লেগেছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছে বলে খবর। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য মৌসুমি দাসের বক্তব্য, 'আমরা ঘোষপুকুরের দিকে যাওয়ার সময় দেখি দুর্ঘটনা হয়েছে। তড়িঘড়ি আমরাও নেমে উদ্ধারকাজে হাত লাগাই। প্রত্যেকেই জখম হয়েছেন। কারও কারও তো নাক-মুখ ফেটে রক্ত বের হচ্ছিল। বেশিরভাগ যাত্রী মাথায় চোট পেয়েছেন।' পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গতিই ভিলেন

- বুধবার বিকেলে রায়গঞ্জ থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিল বাসটি
- প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, সেটি দ্রুতগতিতেই চলছিল
- ঘোষপুকুর এবং বিধাননগরের মাঝে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উলটে যায়
- ধাক্কার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, বাসের চাকা খুলে বেরিয়ে আসে
- স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান

ঘোষপুকুর-বিধাননগরের মাঝে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস। বুধবার।

স্ত্রীর পেটে লাথি, গর্ভে মৃত্যু কন্যার

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৮ জুন : পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীর পেটে লাথি মেরে কন্যা ভ্রূণহত্যার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারথোর গ্রামে। ঘটনার পর থেকে পলাতক মূল অভিযুক্ত আলতাব হোসেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ছয়েক আগে রায়গঞ্জের বাহিন গ্রামের বাসিন্দা সাইনা খাতুনের বিয়ে হয় ভারথোর গ্রামে পেশায় রাজমিস্ত্রি আলতাব হোসেনের সঙ্গে। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে আলতাব মদ ও জুয়া খেলায় আসক্ত হয়েছিল। তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি লেগেই ছিল। স্ত্রী প্রতিবাদ করলেই জুটত মার ও অকথ্য নির্যাতন। সাইনার বাপের বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, স্ত্রীর জমানো টাকা চুরি করে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় আলতাব। তার প্রতিবাদ করতেই নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তলপেটে লাথি মারে আলতাব। স্ত্রীকে বাঁশ দিয়েও পেটানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে ওই বধূকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিকেলে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক বুঝতে পারেন, গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। এরপরেই তড়িঘড়ি অপারেশন করার নির্দেশ দেন ওই কর্তব্যরত চিকিৎসক। মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ অপারেশন করে মৃত কন্যাশিশুটি বের করা হয়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সাইনা বর্তমানে রায়গঞ্জ মেডিকেলের গাইনি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। গতকাল রাতেই সাইনার বাপের বাড়ির তরফে তাঁর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির চারজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

ছবি : এআই

শাস্তি দাবি

- বেশ কিছুদিন ধরে আলতাব মদ ও জুয়া খেলায় আসক্ত হয়েছিল
- তা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি লেগেই ছিল
- স্ত্রী প্রতিবাদ করলেই জুটত মার ও অকথ্য নির্যাতন
- অভিযোগ, স্ত্রীর জমানো টাকা চুরি করে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে যায় আলতাব
- তার প্রতিবাদ করতেই নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তলপেটে লাথি মারে আলতাব

নির্যাতিতা বধূর দাদা সাইরুল শেখ বলেন, 'আমার বোনের ওপর দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত মদ ও জুয়ায় আসক্ত বোনজামাই। বোন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দিনমজুরি করে কিছু টাকা জমিয়েছিল। বোনজামাই সেই টাকা চুরি করে জুয়ায় হেরে যাওয়ায় প্রতিবাদ করেছিল বোন। তাতেই বোনকে বাঁশপেটা করার পাশাপাশি তলপেটে লাথি মেরে গর্ভস্থ শিশুটাকে মেরে ফেলল। আমরা অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

সাইরুল জানান, বোনের স্বামী আলতাব হোসেন সহ তার শ্বশুর পাতালু শেখ, শাশুড়ি সালিয়া খাতুন ও দেওর সাহিল শেখের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ৮৫/৯০ ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিন সাইনার শ্বশুর সত্তরোর্ধ্ব পাতালু শেখকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলে পুলিশ। রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন ও ভ্রূণহত্যার অভিযোগ রয়েছে। যেহেতু ধৃত ব্যক্তি বয়স্ক হওয়ায় বিচারক শর্ত সাপেক্ষে তার জামিন মঞ্জুর করেছেন।'

পুলিশ জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত আলতাব হোসেন সহ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। মৃত শিশুকন্যাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার পর এদিন তাকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কবরস্থ করা হয়।

বাংলো চত্বরে হাতির হানা

বাগডোগরা, ১৮ জুন : ব্যাংডুবি চা বাগানের বাংলো চত্বরে হাতি হানা দেয়। বুধবার ভোরে ৮টি হাতির দল বাগডোগরা লাগোয়া বাগানটির বাংলো চত্বরে ঢুকে তছনছ করে দেয়। চত্বরে থাকা সবজি, ফুল বাগান নষ্ট করে গজরাজ। ভেঙে দিয়েছে বাংলোর জানলা। পরে শ্রমিকরা পটকা ফাটিয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করলে হাতির দল বনে ফিরে যায়। খবর পেয়ে বুধবার সকালে বাগডোগরা রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'বর্তমানে বাগডোগরা বনে প্রায় ৩০টি হাতি রয়েছে। হাতির একটি দল ব্যাংডুবি চা বাগানের মালিকের বাংলোয় ঢুকেছিল। বিট অফিসার এলাকা পরিদর্শন করেছেন।'

এদিন ভোরে যখন হাতির দলটি তাণ্ডব চালাচ্ছিল, সেই সময় বাংলোর দোতলায় ছিলেন বাগান মালিক অমিতাভ সরকার ও তাঁর পরিবারের লোকেরা। অমিতাভ বলেন, 'পুকুরের মাছের জন্য বাংলোর একতলার ঘরে খাবার মজুত করা ছিল। হাতিরা সেই খাবারের গন্ধে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা

ব্যাংডুবি বাগান

করে। কিন্তু দরজা দিয়ে ঢুকতে পারেনি। তবে দরজা, জানলার ক্ষতি করেছে।' বাগানের ম্যানেজার বিজয় লাকড়ার কথায়, 'চা বাগানে প্রায় প্রতি রাতেই হাতি আসে। দুটি হাতি কয়েকদিন ধরে রোজ রাতে বাগানের বাংলো চত্বরে আসছে। বুধবার ভোরে তো একসঙ্গে ৮টি হাতি ঢুকে পড়ে।'

ডাল পড়ে মৃত্যু

ইসলামপুর, ১৮ জুন : নার্সিংহোমে আত্মীয়কে দেখে ফেরার পথে মৃত্যু হল এক বধূর। মৃতের নাম যশোদা পাল (৩৫)। জখম হয়েছেন মৃতার স্বামী ও ছয় বছরের ছেলে। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে ইসলামপুরের অমলঝাড়ি এলাকার রাজ্য সড়কে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন গোয়ালপোখরের মহিষাসুর গ্রামের বাসিন্দা অশোক পাল স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে বাইকে চেপে ইসলামপুরের একটি নার্সিংহোমে তাঁদের নিকট আত্মীয়কে দেখতে এসেছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে অমলঝাড়ি এলাকায় ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের ডাল ভেঙে বাইকের উপর পড়ে। এতে গুরুতর জখম হন অশোক পাল, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে। ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা হতভম্ব হয়ে পড়েন। সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল বিএসএফের অ্যাম্বুল্যান্স। বিএসএফ জওয়ানরা তড়িঘড়ি জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। চিকিৎসক যশোদাকে মৃত ঘোষণা করেন। ইসলামপুর থানা ঘটনার তদন্ত করছে।

তরুণীকে অপহরণের অভিযোগ

গোয়ালপোখর, ১৮ জুন : তরুণীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর এলাকায়। ৫ জুন মেয়েটির পরিবারের তরফে এক তরুণের বিরুদ্ধে গোয়ালপোখর থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারপর ১৩ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও তরুণীকে উদ্ধার বা অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে পরিবারের লোকেদের পাশাপাশি বাসিন্দারাও ক্ষুব্ধ। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। খুব শীঘ্রই তরুণীকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

গোয়ালপোখর

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২ জুন সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হন ওই তরুণী। তার পর থেকে তিনি নিখোঁজ। পরে জানা যায়, প্রতিবেশী এক তরুণ ওই তরুণীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও এখনও মেয়েটির খোঁজ মেলেনি। ৫ জুন গোয়ালপোখর থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয় পরিবারের তরফে। তারপর ১৩ দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু তরুণীকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে অভিযুক্ত এখনও অধরা। পুলিশ সময়মতো পদক্ষেপ করলে এমনটা হত না। এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'একটা মেয়ে ১৬ দিন ধরে নিখোঁজ। সে মৃত না জীবিত জানা নেই। কোনও খোঁজ মিলছে না। পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে আছে।' ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন তরুণীর পরিবারের লোকেরা।

গাঁজা সহ ধৃত তিন

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : কোচবিহার থেকে উত্তরপ্রদেশ পাচারের আগে ৪৫০ কেজি গাঁজা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি এসটিএফ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ট্রাকটি। ধৃতরা হল মালদার পবন মণ্ডল ও বিষ্ণু মাল এবং উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা হরবিত মিশ্র। গোপন সূত্রে ভিত্তিতে এসটিএফের আধিকারিকরা বুধবার জটিয়াকালী থেকে সন্দেহভাজন ট্রাকটি আটক করেন। তল্লাশি করতেই ট্রাক থেকে ৬৩টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হয়। যথারীতি গাঁজার প্যাকেটগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

অভিযানের ডাক

নকশালবাড়ি, ১৮ জুন : শিলিগুড়ি মহকুমাজুড়ে বালি ও পাথর চুরি বন্ধ, গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামতি, জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করা সহ একাধিক দাবি জানিয়ে ২০ জুন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ভবন অভিযানের ডাক দিল সারা ভারত কৃষকসভার দার্জিলিং জেলা কমিটি। সারা ভারত কৃষকসভার দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক ঝরেন রায় বুধবার নকশালবাড়িতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি জানান।

তিনি বলেন, 'সরকারি জমি লুট বন্ধ, গ্রামগুলিতে মাইক্রো ফাইনান্সের নাম করে গরিব মানুষের টাকা লুট বন্ধ করা সহ একাধিক দাবি নিয়ে আমরা মহকুমা পরিষদ ভবনে যাব।' তাঁদের দাবি না মানা হলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কার্যালয় অচল করার হুমকি দিয়েছেন সিপিএমের কর্মী সমর্থকরা।

বিপদ ডাকছে জাবরাভিটা আন্ডারপাসের গর্ত

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : জাবরাভিটা আন্ডারপাসের বেহাল দশা। একাধিক তৈরি হয়েছে বড় গর্ত। বৃষ্টির জল জমে থাকছে গর্তগুলিতে। যার ফলে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে সকলের। আন্ডারপাসের এই দশায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বছরের পর বছর আন্ডারপাস এমন অবস্থায় পড়ে থাকলেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তরফে একাধিকবার সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলেও পরিস্থিতি বদলায়নি। এ বিষয়ে এসজেডিএ-র সিইও অর্চনা ওয়াংখেড়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

গর্তে ভরা জাবরাভিটা আন্ডারপাসের রাস্তা। বুধবার।

ভিআইপি রোডের সঙ্গে সংযোগকারী এই আন্ডারপাসটি গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিন হাজারেরও বেশি মানুষ যাতায়াত করেন। বুধবার এলাকায় যেতেই নজরে পড়ল, আন্ডারপাসের একাংশে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সেই গর্ত বৃষ্টির জলে ভরে রয়েছে। বাসিন্দারা জানালেন, মাঝেমধ্যে জোড়াতালি দেওয়া হলেও বর্ষার মরশুম আসতেই কঙ্কালসার ছবিটা বেরিয়ে আসে। এদিন কোনওরকমে গর্ত এড়িয়ে যাচ্ছিলেন ভুবন দাস। তিনি ওই পথে নিত্য যাতায়াত করেন। ভুবন বললেন, 'এর আগে এই আন্ডারপাসের বেহাল পরিস্থিতির কারণে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। আন্ডারপাসের ভেতরের রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস বিভিন্ন সময় দেওয়া হয়েছে। যদিও বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয় না।' বছর দুয়েক আগে সৌরভ চক্রবর্তী এসজেডিএ চেয়ারম্যান থাকাকালীন আন্ডারপাসের রাস্তার কিছুটা অংশ সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ফের তা বেহাল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা সুজয় দাসের কথায়, 'আমরা একাধিকবার সমস্যার কথা বিভিন্ন মহলে তুলে ধরেছি। অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।'

> এর আগে এই আন্ডারপাসের বেহাল পরিস্থিতির কারণে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। আন্ডারপাসের ভেতরের রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস বিভিন্ন সময় দেওয়া হয়েছে। যদিও বাস্তবে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয় না।
>
> ভুবন দাস
> নিত্যযাত্রী

শিলিগুড়ি যেন দিন-দিন অপরাধনগরী হয়ে উঠছে। চুরি, ছিনতাই যেমন বেড়েছে তেমনিই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হামলার ঘটনাও। অরবিন্দপল্লিতে দম্পতিকে মারধরের ঘটনায় এখনও হুমকি দিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। যৌনকর্মীদের পল্লিতে মারধরের ঘটনায় অবশ্য একজন পুলিশের জালে।

জামিন পেয়ে দম্পতিকে হুমকি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধরের ঘটনার তদন্ত চলছে শ্লথগতিতে। এর জেরে আদালত থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়ে গেল অভিযুক্তরা। আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত তাদের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। এই সময়কালে অভিযুক্তদের থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে, জামিন পেয়েই দম্পতিকে ফের দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে অভিযুক্তরা। অভিযোগ, নিজেদের কেজিএফ গ্যাংয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে তারা দম্পতিকে হুমকি দিচ্ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আতঙ্কে দিনেরবেলায় বাড়িতে থাকছেন না ওই দম্পতি। রাতে ছেলে বাড়ি ফেরার পর তাঁরা বাড়িতে ঢুকছেন। ওই বাড়ি ছেড়ে ভাড়াবাড়িতে যাওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছেন দম্পতি।

আক্রান্ত অরুণ ভট্টাচার্য হতাশার সুরে বললেন, 'পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করল না। অভিযুক্তরা অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে গেল। এখন আমরা আতঙ্কে রয়েছি। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে কীভাবে আমাকে আর স্ত্রীকে ফেলে পেটানো হয়েছিল। এরপরও পদক্ষেপ করা হল না।' শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার জোন (১) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'আইন অনুযায়ী সমস্ত পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

অরুণ অরবিন্দপল্লিতে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। অভিযোগ, ফ্ল্যাট কেনার পর থেকেই স্থানীয় কয়েকজন তাঁর কাছে ১০ লক্ষ টাকা তোলা দাবি করে। অরুণের দাবি, তাঁরা ইতিমধ্যে দুই লক্ষ টাকা দিয়েছেন অভিযুক্তদের। কিন্তু এরপরও বাকি টাকার জন্য প্রায়ই ঝামেলা করত ওরা। কিন্তু ৫ জুন সব সীমা অতিক্রম করে যায় অভিযুক্তরা। সেদিন তারা অরুণের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। ওই তালিকায় বেশ কয়েকজন মহিলাও রয়েছে। একটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, (যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) প্রথমে কয়েকজন মিলে দরজা ভেঙে অরুণের ঘরে ঢোকে। এরপর অরুণের স্ত্রী'কে দুই মহিলা টেনে হিঁচড়ে করিডর দিয়ে বাইরে নিয়ে যায়। এতে তাঁর হাত ও কোমড়ে চোট লাগে। স্ত্রীকে বাঁচাতে গেলে কয়েকজন মিলে অরুণকেও মারধর করে।

এরপর ওই বৃদ্ধ শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পালটা অভিযুক্তরাও থানায় মারধরের অভিযোগ দায়ের করে। মামলা রুজু হয়। দুই পক্ষকেই পুলিশ নোটিশ পাঠায়। এরপর দম্পতিকে মারধরে অভিযুক্তরা আদালতে গিয়ে জামিন নেয়। সোমবার আদালত তাদের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে। অভিযোগ, তার পর থেকে তারা ফের হুমকি দিচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র ভাড়াবাড়িতে চলে যাচ্ছেন ওই দম্পতি।

আতঙ্ক

- আদালত থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছে অভিযুক্তরা
- এদিকে, জামিন পেয়েই দম্পতিকে ফের দেখে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে অভিযুক্তরা
- অভিযোগ, নিজেদের কেজিএফ গ্যাংয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে তারা দম্পতিকে হুমকি দিচ্ছে
- পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আতঙ্কে দিনেরবেলায় বাড়িতে থাকছেন না ওই দম্পতি

> পুলিশ ওদের গ্রেপ্তার করল না। অভিযুক্তরা অন্তর্বর্তী জামিন পেয়ে গেল। এখন আমরা আতঙ্কে রয়েছি। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে কীভাবে আমাকে আর স্ত্রীকে ফেলে পেটানো হয়েছিল। এরপরও পদক্ষেপ করা হল না।
>
> **–অরুণ ভট্টাচার্য,** *আক্রান্ত*

মোবাইল খুলতেই ধরা পড়ল সাহিল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : ডুয়ার্স থেকে গাড়ি করে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে এসে বিহারের এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ফোন করার জন্য মোবাইল খুলেছিল মহম্মদ সাহিল। আর তাতেই ফাঁদে পড়ে গেল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যৌনপল্লির বাসিন্দা তরুণীর ওপর আক্রমণের ঘটনায় ওই অভিযুক্তকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। পালানোরও আর কোনও রাস্তা না থাকায় শেষমেশ পুলিশের হাতে পাকড়াও হল ওই অভিযুক্ত। ধৃতকে মঙ্গলবারই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছে খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে যৌনপল্লির ওই তরুণীর ওপর আক্রমণের ঘটনার পর থেকেই উধাও হয়ে যায় সাহিল। মোবাইলও বন্ধ থাকায় তাকে ট্র্যাক করতে সমস্যা হচ্ছিল পুলিশের। এর মধ্যেই যৌনপল্লি থেকে অভিযুক্তকে পাকড়াওয়ের জন্য রবিবার ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের তরফেও সাহিলের পরিচিতদের বাড়িতে তল্লাশিতে জোর দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে পুলিশের নজরে আসে, সাহিলের মোবাইল অন হয়েছে। ট্র্যাকিং করে পুলিশ জানতে পারে, ওই মোবাইল তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে রয়েছে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, খালপাড়া ফাঁড়ির একটি টিম তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে চলে যায়। সেখান থেকেই সাহিলকে পাকড়াও করা হয়।

সাহিলের বিরুদ্ধে যৌনপল্লি এলাকায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এর আগেও সে এলাকার বাসিন্দাদের ওপর চড়াও হয়েছে। স্থানীয় ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব যাতে ওর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ডাঙায় নৌকা।। হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন শুভজিৎ ভট্টাচার্য।

টুকরো খবর

জমি বিবাদ

চোপড়া, ১৮ জুন : দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টেপাগাঁও এলাকায় জমি বিবাদের ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত সোমবার দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উভয়পক্ষের ৩ জন জখম হন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংঘর্ষের ঘটনায় মাহাতাবউদ্দিন ও মইনুল নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার ধৃতদের ইসলামপুর আদালতে পাঠানো হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রস্তুতি বৈঠক

চোপড়া, ১৮ জুন : চোপড়ার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বুধবার তৃণমূলের মহিলা অঞ্চল কমিটির প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের অঞ্চল সভাপতি আলমারা বেগম বলেন, 'তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা এবং দিদি মহিলাদের সাথে, মহিলাদের পাশে, এমন কর্মসূচিকে সামনে রেখে বৈঠক হয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কর্মসূচি শুরু হবে। দলের মহিলা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করবেন।

রক্তদান শিবির

বাগডোগরা, ১৮ জুন : ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট মেটাতে রক্তদান শিবির হল। বুধবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের মাটিগাড়া থানার তরফে মাটিগাড়া থানায় শিবিরটি হয়। এদিন এসপি (ওয়েস্ট) দেবাশিস বসু, মাটিগাড়া থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য শিবিরের উদ্বোধন করেন। ৬৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : মালদা থেকে উত্তরপ্রদেশে জাল নোট পাচারের আগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি এসটিএফ। ধৃতরা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা মুস্তাক হোসেন ও আজম কুরেশি। মঙ্গলবার রাতে এসটিএফের আধিকারিকরা দুজনকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসেন। অভিযুক্তদের বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। তাদের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বিক্ষোভ

নকশালবাড়ি, ১৮ জুন : নকশালবাড়ি বিডিও অফিস এবং বাগডোগরা রেঞ্জ অফিস ঘেরাও করল নন্দলালের কৃষকরা। বুধবার প্রথমেই সিপিএমের নেতৃত্বে বিডিও অফিস ঘেরাও করেন হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নন্দলাল জোতের কৃষকরা। বিডিওকে পাঁচ দফা লিখিত দাবি জানান তাঁরা। তারপর বাগডোগরা বনাঞ্চল অফিসে যান।

স্কুলে আসতে চায় না পড়ুয়ারা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : একটু বৃষ্টি হলেই স্কুলের সামনের রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে। জলকাদা জমে রাস্তা পেরোনো দায় হয়ে যায়। এর জেরে অনেক পড়ুয়া বিদ্যালয়ে আসতে চায় না। শুধু তাই নয়, স্কুলের ভেতরেও জল ঢুকে পড়ে। বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভেতর হাঁটুজল জমে। এমনই দশা ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একতিয়াশাল তিলেশ্বরী হাইস্কুলের। ছাত্রছাত্রী সহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তিলোত্তমা রায় বলেন, 'জেলা পরিষদে সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। সেখান থেকে শীঘ্রই রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই রাস্তার পাশে একটি হাইস্কুল, দুটি প্রাইমারি স্কুল রয়েছে। প্রতিদিন প্রচুর ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করে। রাস্তার এমন বেহাল দশা যে, বৃষ্টি না হলেও ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। একতিয়াশাল তিলেশ্বরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্তর কথায়, 'এই রাস্তা স্কুলের পড়ুয়া সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যবহার করে। তাঁদেরকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আমরা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে বিষয়টি জানিয়েছি। তিনি বিষয়টি দেখছেন বলে জানিয়েছেন।'

স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত রায় জানান, ছেলেমেয়েরা জলকাদা পেরিয়ে স্কুলে ঢোকে। জামাকাপড়ে নোংরা লেগে যায়। সাইকেল নিয়ে যখন-তখন রাস্তায় পড়ে যায়। নোংরা জল প্রতিদিন পেরিয়ে এলে পায়ে ইনফেকশন হয়। তবে তাতে কারও কিছু এসে যায় না। অনেকবছর ধরে রাস্তার এই অবস্থা। আগেও ঠিক হয়নি, এখনও একই রকম আছে। রাস্তা সংস্কার নিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই।

এক অভিভাবক সুধা দাসের বক্তব্য, 'মাঝেমধ্যে বর্ষায় বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতে ভয় পাই। অনেকবার এই রাস্তায় পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে। শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, স্থানীয় বাসিন্দারাও এখান দিয়ে যাতায়াত করে। তাঁরা যে কোনও সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে খুব সমস্যা হয়। খুব শীঘ্রই স্কুলের সামনের রাস্তা সংস্কারে প্রশাসনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'

একতিয়াশাল তিলেশ্বরী হাইস্কুলের সামনে বেহাল রাস্তা।

সমস্যা যেখানে

- একটু বৃষ্টি হলেই স্কুলের সামনের রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে
- জলকাদা জমে রাস্তা পেরোনো দায় হয়ে যায়
- এর জেরে অনেক পড়ুয়া বিদ্যালয়ে আসতে চায় না
- বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভেতর হাঁটুজল জমে

ছয় মাস জলবন্দি দুই গ্রাম

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৮ জুন : জলনিকাশি ব্যবস্থার দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা একাধিকবার সরব হয়েছেন। সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সকলে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাতভাইয়া এবং রায়পাড়া সংসদ এলাকার কয়েকশো পরিবারের। নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের ঠিক পেছনে এই দুটি গ্রাম অবস্থিত। এলাকায় জলনিকাশি ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই। এর জেরে প্রতিবছর অন্তত ছয় মাস এই দুটি গ্রাম জলবন্দি থাকে। প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও লাভ হয়নি। ফলে সাপ, ব্যাং ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের সঙ্গে স্থানীয়রা বাস করছেন। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'জলনিকাশির জন্য জমি প্রয়োজন। কেউ এক হাত জমি ছাড়তে রাজি নয়। অধিকাংশ জমি মাফিয়ারা সেখানে বড় বড় প্রাচীর নির্মাণ করে জল বের করার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই আমরা কিছু করতে পারছি না।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, সাতভাইয়া ও রায়পাড়া সংসদের প্রায় ৭০০-৮০০ পরিবার বছরের ছয় মাস জলবন্দি অবস্থায় থাকে। ঘরের ভিতরেও জল জমে থাকে। ফলে কেউ অন্যত্র আশ্রয় পেলে সেখানে চলে যান। বাকিদের জীবন জলেই কাটে। হাঁটুজল পেরিয়ে তাঁদের স্কুল, কলেজ, বাজার ও অফিস যেতে হয়। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। নোংরা জলে ডুবে থাকা কল থেকে পানীয় জল নিতে হয়। এদিকে, জমা জলে মশার উপদ্রব বাড়ছে। বাড়ি বাড়ি জ্বরের প্রকোপ, চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সাতভাইয়া সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারিদিকে জল থইথই করছে। মা থেকে শিশু কেউ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারছে না। স্থানীয় বাসিন্দা বিমলা দেবী সিংয়ের কথায়, '১০ বছরের বেশি সময় ধরে জনপ্রতিনিধিরা এই এলাকায় নিকাশিনালা তৈরি আশ্বাস দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। ঘরের বাইরে ভেতরে শুধু জল আর জল! এভাবে আমাদের জীবন চলছে।'

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রাধাগোবিন্দ ঘোষের বক্তব্য, 'যাঁরা জমি দখল করে রেখেছে তাঁরা সকলে বিজেপি এবং শাসকদলের প্রভাবশালী লোক। দু'চারজন লোকের কথা ভাবতে গিয়ে ১ হাজার মানুষকে তারা সমস্যায় ফেলেছে। এছাড়া এখানকার সাংসদ ও বিধায়ক বিজেপির। পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূলের। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে পদ্ম শিবির ও শাসকদল মানুষকে ভুল বার্তা দিচ্ছে।' বিষয়টি নিয়ে বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্টকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

রহস্যময়ীর নামে দীপঙ্করের নালিশ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : রহস্যময়ী স্বর্ণালি মজুমদারের নামে এবার বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি দীপঙ্কর অরোরা পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। সেইসঙ্গে তিনি বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযুক্ত মহিলার গ্রেপ্তারির দাবি জানান। রাজনৈতিকভাবে বদনাম করতে কেউ বা কারা টাকা দিয়ে পরিকল্পনা করে এই কাজ করাচ্ছে বলে দীপঙ্করের অভিযোগ। দীপঙ্কর বলেন, 'আমার একটা সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। রাজনীতিতে আমার ভালো কিছু হতে চলেছে দেখে কেউ বা কারা পরিকল্পনামাফিক এই সমস্ত কাজ করাচ্ছে। অভিযুক্ত মহিলার স্বামী ও মেয়ে আছে।'

তবে এদিন দীপঙ্করের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে শংকর ঘোষ সহ জেলা বিজেপির কোনও পদাধিকারী ছিলেন না। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি কি তাহলে পুরো বিষয়টি থেকে দূরে থাকতে চাইছে? তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও দীপঙ্করের বক্তব্য, 'জেলা সভাপতি সহ পদস্থ নেতাদের জানিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এসেছি। সুতরাং দল আমার পাশে আছে।'

সম্প্রতি স্বর্ণালি মজুমদার নামে এক মহিলা সমাজমাধ্যমে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সহ সভাপতি দীপঙ্কর অরোরাকে নিয়ে একাধিক পোস্ট করেন। পোস্টে শংকর মধুচক্রের কারবারির ঘনিষ্ঠ বলে সে দাবি করে। সেইসঙ্গে দীপঙ্করের সঙ্গে ওই মহিলার বিয়ে হয়েছে বলে দাবি করে একটি ভিডিও পোস্ট করে। বিষয়টি নিয়ে জেলা বিজেপির অন্দরে হইচই শুরু হয়। দীপঙ্কর জানান, শংকর তাঁকে ওই মহিলার সঙ্গে একটি রেস্তোরাঁতে পরিচয় করান। সেখানে ওই মহিলা নিজেকে নীতি আয়োগ এবং বিজেপির আইটি সেলের সদস্য হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ায়। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবে দুই পদ্ম নেতা বিড়ম্বনায় পড়েন। এর আগেও একবার দীপঙ্কর ওই মহিলার নামে শিলিগুড়ির সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু সেসময় পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। তাই নতুন করে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তিনি পুলিশকে পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেছেন।

সাংবাদিক বৈঠকে দীপঙ্কর অরোরা। বুধবার শিলিগুড়িতে।

> আমার একটা সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। রাজনীতিতে আমার ভালো কিছু হতে চলেছে দেখে কেউ বা কারা পরিকল্পনামাফিক এই সমস্ত কাজ করাচ্ছে। অভিযুক্ত মহিলার স্বামী ও মেয়ে আছে।
>
> **–দীপঙ্কর অরোরা**
> *সহ সভাপতি, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি, বিজেপি*

২৫টি স্কুলে ওয়াটার পিউরিফায়ার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : বাড়ি থেকে স্কুলে পানীয় জল না নিয়ে এলে কোনও চিন্তা নেই। গরমে পড়ুয়াদের পরিস্রুত ঠান্ডা পানীয় জল দিতে বিভিন্ন সরকারি স্কুলে ওয়াটার পিউরিফায়ার বসছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে পুরনিগম এলাকার মোট ২৫টি বিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে এগুলি বসানো হবে। ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই কাজ করা হচ্ছে। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে শিলিগুড়ি দেশবন্ধু হিন্দি হাইস্কুল, হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়, কবি সুকান্ত হাইস্কুল, গান্ধি শ্রমিক হিন্দি বিদ্যালয় ও ঘোগোমালি জুনিয়ার বেসিক স্কুল সহ বাকি বিদ্যালয়গুলিতে এই ওয়াটার পিউরিফায়ারগুলি উদ্বোধন করা হবে।

গরমে শরীর সুস্থ রাখার জন্য চিকিৎসকরা পড়ুয়াদের পর্যাপ্ত জলপান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বেশিরভাগ স্কুলে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে বাড়ি থেকে আনা জল শেষ হয়ে গেলে আর জলপান করত না। অনেকে আবার জল শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অল্প জলপান করত। এখন সেই সমস্যা আর থাকছে না। কয়েকদিন আগে নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুল ওয়াটার বেল চালু করেছে। ওয়াটার পিউরিফায়ার পেয়ে ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাঞ্চন দাস বলেন, 'পড়ুয়াদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলে এসেও তারা পরিস্রুত জল খেতে পারবে।'

সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের শরীরের দিকে নজর দিয়ে পুরনিগমের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিড-ডে মিল বিভাগের মেয়র পারিষদ শ্রাবণী দত্তর কথায়, 'আপাতত প্রাইমারি ও হাইস্কুল মিলিয়ে মোট ২৫টি স্কুলে ওয়াটার পিউরিফায়ার দেওয়া হবে। ধীরে ধীরে বাকি বিদ্যালয়গুলিতেও দেওয়া হবে।'

প্রচার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : কেউ তৈরি করছেন হলুদ, চা, লংকার গুঁড়ো কেউ আবার সাবান, শ্যাম্পু। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করছেন পাহাড়ের মহিলারা। তবে তাঁদের হাতে গড়া সামগ্রী নিয়ে সেভাবে প্রচার না হওয়ায় জনপ্রিয়তা কম। চাহিদাও কম। সেই সমস্যা মেটাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি জিনিস যাতে পাহাড়ের হোমস্টেগুলোতে পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়, সেজন্য নির্দেশ দিল দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তর ও জিটিএ।

জিটিএ এলাকায় প্রায় ১০ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। জৈব উপায়ে তাঁরা বিভিন্ন মশলা, সাবান, মুখে মাখার ক্রিম, শ্যাম্পু ইত্যাদি তৈরি করেন। হোমস্টে'র মালিকরা পাহাড়ে আসা পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি জিনিস দিলে জনপ্রিয়তা বাড়বে। এমনটা মনে করছে জিটিএ। জিটিএ-র তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠী দায়িত্বে থাকা ছিরিং ভুটিয়া জানান, পাহাড়ের প্রচুর মহিলা এখন এই কাজ করেন। তাঁদের জিনিস যাতে বিক্রি হয় সেজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তাঁতের আওয়াজ ফিকে ধূপগুড়ির রাভা বস্তিতে

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১৮ জুন : একটা সময় ছিল যখন ধূপগুড়ি মহকুমার রাভা বস্তি, মেলা বস্তি, খুকলুং বনবস্তিতে ঢুকলেই তাঁত বোনার খটখট আওয়াজ শোনা যেত। দিনভর রাভা জনজাতীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক কালাই পাকাড়, মেখলা চাদর বানাতে ব্যস্ত থাকতেন রুবিলা রাভা, বনতি রাভারা।

তবে হাল ফ্যাশনে হারিয়ে যেতে বসেছে সেসব পোশাক। চাহিদা না থাকায় সেভাবে বরাতও পান না শিল্পীরা। ফলে সংসার চালাতে বিকল্প কাজ খুঁজে নিয়েছেন তাঁরা। এই যেমন খুকলুং বস্তির তাঁত শিল্পী বনতি রাভা বর্তমানে এলাকার একটি বিউটি পার্লারে কাজ করছেন। তাঁর কথায়, 'পুজোপার্বণ আর বিয়ে ছাড়া বাকি সময়ে রাভাদের ঐতিহ্যবাহী এই পোশাকের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছেন অনেকে। তার ওপর বাইরে থেকে পোশাক এনে ব্যবসা করছেন এক শ্রেণির মানুষ। বছরে যে কয়েকটা পোশাক তৈরির বরাত পাই সেটা তৈরি করে দিই। তবে এতে সংসার চলে না। তাই অন্য কাজ করতে হচ্ছে।' এক্ষেত্রে সরকারি সহযোগিতার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে রাজ্য রাভা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের রাজ্য সম্পাদক রবি রাভা বলেন, 'এটা স্বীকার করতে কোনও আপত্তি নেই যে আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঐতিহ্যবাহী পোশাক ব্যবহারের আগ্রহ হারাচ্ছে যুব সমাজ। কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন রাভা অধ্যুষিত এলাকায় প্রশিক্ষক দিয়ে ওই ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি পোশাক ব্যবহারের জন্য সকলকে সচেতন করা হচ্ছে।'

আধুনিকতার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই সব পোশাকের ব্যবহার অনেকাংশে কমতে বসেছে। তার ওপর এতদিন বাইরে থেকে সুতো কিনে এনে এলাকার শিল্পীরাই ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরি করতেন। কিন্তু বর্তমানে ওই পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়ায় এবং সুতোর দাম বৃদ্ধিতে ক্ষতির মুখ পড়ছেন শিল্পীরা।

তাঁরা জানিয়েছেন, পুজোপার্বণের সময় এলাকায় ঢুকে পড়ছে অসমের তৈরি ঐতিহ্যবাহী এই পোশাক।

তুলনামূলকভাবে কম দামে মেলায় সেই পোশাক কিনছে অনেকে। যার ফলে আগেকার মতো আর চাহিদা নেই গ্রামীণ তাঁতে তৈরি ওই পোশাকের। বাধ্য হয়ে পুরোনো পেশাকে ছেড়েছেন অনেকে।

বছরের যে কয়েকটা পোশাক তৈরির বরাত পাই তাতে পোশাক তৈরির যন্ত্রাংশের রক্ষণাবেক্ষণের খরচটাই ওঠে না। তাই কাজে আর আগ্রহ পাই না বলে জানিয়েছেন রুবিলা। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা মেখলা, কালাই পাকাড় পোশাক বিক্রির স্থায়ী বাজার তৈরির দাবি তুলেছেন।

রাভা বস্তির ভূমিপুত্র তথা রবি ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলী' র রাভা ভাষার অনুবাদক ভবেন্দ্র রাভা বলেন, 'ঐতিহ্যকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পোশাককে ধরে রাখতে গেলে প্রয়োজন নতুন প্রজন্মের আগ্রহ। এক্ষেত্রে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। রাভা তাঁত শিল্পীদের ভাতার ব্যবস্থা সহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে হয়তো ঐতিহ্য বাঁচবে।'

ঐতিহ্যবাহী পোশাক তৈরিতে আগ্রহ নেই নতুন প্রজন্মের।

গুজরাট কেন

বাংলার সংস্থাগুলিকে বঞ্চিত করে কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে সামগ্রীর বরাত গুজরাটের সংস্থাকে কেন দেওয়া হল, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কমিশনে চিঠি দিচ্ছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

সংকটেই অভিজিৎ

বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এখনও সংকটজনক। তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। শনিবার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

থিমে আপত্তি

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর থিম 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে আপত্তি তুলল পুলিশ। পুজোর উদ্যোক্তা বিজেপি নেতা সজল ঘোষকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ শুভেন্দু অধিকারীর।

সুকান্তর অভিযোগ

ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি সোমা ঘোষ সহ জেলা নেতৃত্বের ওপর তৃণমূলি হামলার ঘটনায় কমিশনে অভিযোগ জানালেন সুকান্ত মজুমদার।

কালীগঞ্জে ভোট আজ

কলকাতা, ১৮ জুন : কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে ১০০ শতাংশ বুথে ওয়েবকাস্টিং করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। ভোট চলাকালীন ওয়েবকাস্টিংয়ের মাধ্যমে সব বুথে নজরদারি চালাবে কমিশন। বৃহস্পতিবার কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন। সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই একজন পুলিশ পর্যবেক্ষক ও একজন সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। মোট ভোটার ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৯৪ জন। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬০৮ জন পুরুষ ভোটার। আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২৮২। মোট বুথের সংখ্যা ৩০৯। ভোটগণনা ২৩ জুন। সম্প্রতি ওই কেন্দ্রের বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ (লাল)-এর মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়।

মেধাতালিকায় আরও ৯ কৃতী

কলকাতা, ১৮ জুন : রিভিউ ও স্ক্রুটিনির ফলাফল প্রকাশের পর এক ধাক্কায় মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় জুড়ল ৯ জন কৃতীর নাম। উত্তরবঙ্গের পড়ুয়ারা নজর কেড়েছে তালিকায়। টেক্কা দিয়ে নম্বর বেড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের পরীক্ষার্থীদেরও। সেখানের কাঁথি মডেল ইনস্টিটিউশনের ছাত্র সুপ্রতীক মান্না আগের মেধাতালিকায় ছিল চতুর্থ স্থানে। পুনর্মূল্যায়নের ফলে ৬৯৪ নম্বর নিয়ে সে উঠে এসেছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। বুধবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, মোট ১২৪৬৮ জন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর বদলেছে। প্রথম দশের শীর্ষ স্থানাধিকারীর সংখ্যা ৬৬ থেকে পরিবর্তিত হয়ে ৭৫ হয়েছে।

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে ...

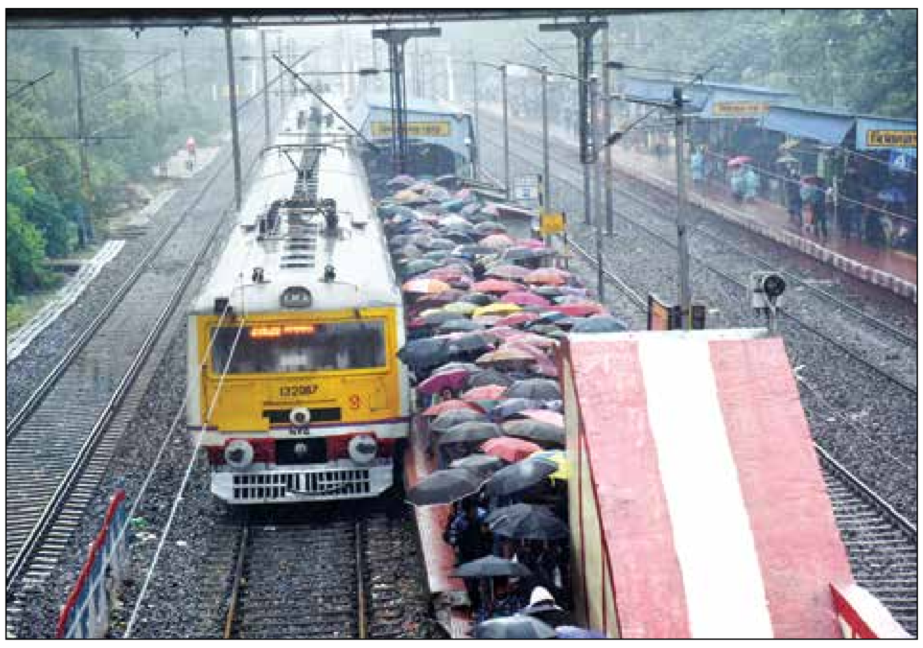

বুধবার কলকাতায় বৃষ্টির দুই মুহূর্ত আবির চৌধুরী এবং রাজীব মণ্ডলের ক্যামেরায়।

৪ হাজার কোটি ঋণ

ডিএ মেটাতে রাজ্যের পদক্ষেপ বলে জল্পনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জুন : ১৫ জুনের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বকেয়া ডিএ নিয়ে রাজ্য এখনও কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা জানায়নি।

এরই মধ্যে স্টেট গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজের (এসজিএস) মাধ্যমে ৪ হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ নিল রাজ্য। মঙ্গলবারই ২২ বছরের জন্য ৭.১০৯৬ শতাংশ সুদের হারে ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য। এর আগে ৩ জুন দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের মাধ্যমে আরও ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ তুলেছে রাজ্য সরকার। ফলে এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে নিয়েছে।

নবান্নের কিছু অফিসারের ধারণা, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ-র সংস্থান করতেই এই টাকা তোলা হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার যে বকেয়া ডিএ মেটাতে টাকার জোগাড়ে ব্যস্ত, তা অর্থ দপ্তরের কর্তাদের ব্যস্ততা দেখলেই স্পষ্ট।

বুধবার নবান্নে অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, বাকি টাকাও দ্রুত জোগাড় করে তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিকিউরিটিজের মাধ্যমে মঙ্গলবার যে ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ রাজ্য তুলেছে, তা ঠিক কী কারণে তা স্পষ্ট করা হয়নি। তবে আদালতের নির্দেশে বকেয়া ডিএ দিতে গেলে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে আরও ৬ হাজার কোটি টাকা জোগাড় করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পুরো বকেয়া ডিএ মেটাতে গেলে রাজ্য সরকারকে ৪০ হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট জুন মাসের মধ্যে ২৫ শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই হিসেবে চলতি মাসের মধ্যেই রাজ্য সরকারকে ১০ হাজার কোটি টাকা এই বাবদ খরচ করতে হবে। কিন্তু সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো নয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া অর্থও আটকে রয়েছে। একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনার টাকা ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে পাওনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে ঋণ ও ঋণপত্র নিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকা আপাতত জোগাড় করতে পেরেছে রাজ্য সরকার। বাকি টাকা এই সময়সীমার মধ্যে কীভাবে জোগাড় হবে, তা নিয়ে এখনও সংশয়ে রয়েছেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা।

রাজ্য সরকার সাধারণত এই ধরনের ঋণ তোলে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের খরচ মেটাতে। কিন্তু এই ঋণ তোলার ফলে রাজ্যকে ভবিষ্যতে বিরাট বোঝা বইতে হয়। প্রতি বছর সুদও মেটাতে হয় রাজ্য সরকারকে। কিন্তু সরকারের আর্থিক অবস্থা বর্তমানে এতটাই খারাপ হয়ে আছে যে ঋণ ছাড়া বকেয়া ডিএ মেটানো সম্ভব নয়। সেই কারণেই রাজ্য ঋণের পথে হাঁটল বলে মনে করা হচ্ছে।

হিসেবনিকেশ

- ২২ বছরের জন্য ৭.১০৯৬ শতাংশ সুদের হারে ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য।
- এর আগে ৩ জুন দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের মাধ্যমে আরও ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ তুলেছে রাজ্য সরকার
- এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার ঋণ ও ঋণপত্র মিলিয়ে ৪ হাজার কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে নিয়েছে

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পোড়ালেন চাকরিহারারা

কলকাতা, ১৮ জুন : দফায় দফায় বিধানসভার দ্বারস্থ হওয়ার পরেও সমাধান সূত্র মেলেনি চাকরিহারাদের। বুধবার সুমন বিশ্বাস সহ 'যোগ্য' চাকরিহারাদের দুইজনের প্রতিনিধি দল বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যসচেতক নির্মল ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানিয়ে চিঠি দেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে পুড়িয়ে 'নোটিফিকেশন দহন' কর্মসূচিও পালন করেছে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'।

এদিন সেন্ট্রাল পার্কের অবস্থান মঞ্চে প্রায় ৩০০ জন যোগ্য চাকরিহারা একসঙ্গে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পুড়িয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'আমরা এই অসাংবিধানিক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি মানি না। তাই এই বিজ্ঞপ্তি পুড়িয়েছি। আজ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে আবারও চিঠি পাঠিয়েছি।'

পদ্মের বয়কট

কলকাতা, ১৮ জুন : দেরিতে বিল পাঠানোর প্রতিবাদে বিধানসভায় সেলস ট্যাক্স সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনা বয়কট করল বিজেপি। বুধবার বিধানসভায় দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস ট্যাক্স (সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট) সংশোধিত বিল ২০২৫ পেশ হয়। তবে এদিন আলোচনা বয়কট করলেও বৃহস্পতিবার এই বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নেবে তারা। যদিও বিলের ওপর মন্ত্রীর জবাবি ভাষণ বয়কট করবে বিজেপি।

সংবিধান হত্যার কথায় আপত্তি মমতার

কলকাতা, ১৮ জুন : দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি অমিত শা, সেই প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। ওই দিনটি 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করতে বুধবারই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ওই চিঠি হাতে পাওয়ার পরই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে কোনওভাবেই মেনে নেবে না রাজ্য সরকার। বরং বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার এই দেশে প্রতিদিন গণতন্ত্র ও সংবিধান হত্যা করছে বলে পালটা অভিযোগ তোলেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কীসের সংবিধান হত্যা দিবস? সারা দেশে বিজেপি যা করছে তাতে তো প্রতিদিনই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করতে হয়। তাছাড়া এই তারিখটা কে ঠিক করল? কীসের ভিত্তিতেই বা তৈরি করা হয়েছে? জরুরি অবস্থার ৫০ বছর তো গত বছরই চলে গিয়েছে। তাহলে এবছর সেই দিবস কেন পালন করা হচ্ছে?'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র নিশানায় ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। মমতা বলেন, 'আমি জানি না দেশটা কে চালাচ্ছেন? প্রধানমন্ত্রী তো বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো দেখছি অঘোষিত প্রধানমন্ত্রী। ওরা বলছে সংবিধান হত্যা দিবস পালন করা হবে। কিন্তু এই সংবিধান হত্যা শব্দটিতে আমার তীব্র আপত্তি আছে। কারণ, গণতন্ত্রের স্তম্ভগুলিকে ওরা প্রতিদিন হত্যা করছে। ওরা গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করুক। আমরা পালন করব না। এই দিন পালন করতে হলে প্রতিদিনই করতে হয়।'

> কীসের সংবিধান হত্যা দিবস? সারা দেশে বিজেপি যা করছে তাতে তো প্রতিদিনই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করতে হয়। তাছাড়া এই তারিখটা কে ঠিক করল? কীসের ভিত্তিতেই বা তৈরি করা হয়েছে?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মমতা বলেন, '২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর নোটবন্দি হয়েছিল। সেইদিন তো ব্ল্যাক মানি ডে পালন করা উচিত। কত মানুষকে নোট বদলানোর জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল। ১৪০ জন মারা গিয়েছেন। পহলগাম থেকে পুলওয়ামা, কী হয়েছিল? সংসদে হামলা আপনাদের সময় হয়েছিল। পহলগামের পর এখনও সর্বদল বৈঠক ডাকা হল না। সংসদের বিশেষ অধিবেশন করা হল না। বিজেপি যা বলছে, তাই হবে? আমাদের ৫টা প্রশ্নের উত্তরও ওরা দিতে পারে না।'

গণতন্ত্র হত্যা দিবসে নেতাজির ছবি দেখানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রসঙ্গ তুলেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি বলেছিল, তারা নাকি নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে। আজ অবধি করেছে? আসলে এই সরকারটা জুমলা সরকার। নেতাজির তৈরি করা প্ল্যানিং কমিশন ওরা বাতিল করে নীতি আয়োগ করেছে। যাদের না আছে নীতি, না আছে আয়োগ।'

২০ জুন দেশের রাজভবনগুলিতে বাংলা দিবস পালন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে মমতা বলেন, 'বাংলা দিবস পালনের দিন ঠিক করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? পয়লা বৈশাখ বাংলা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত রাজ্য বিধানসভায় হয়েছে। আপনারা দিন ঠিক করার কে? আমরা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করি। বাংলার মানুষকে অপমান করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? বাংলার মানুষ পয়লা বৈশাখ বাংলা দিবস পালন করে। দু'বছর ধরে হচ্ছে। আপনাদের এই মনোভাব আমরা মেনে নেব না।'

ওবিসি নির্দেশ নিয়ে চাপানউতোর

ওবিসি মামলার রায় উদযাপনে লাড্ডু বিলি শুভেন্দু অধিকারীর। বুধবার।

সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবে রাজ্য

কলকাতা, ১৮ জুন : ওবিসির নতুন তালিকা নিয়ে হাইকোর্টে ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। বুধবার এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বিষয়টি বিচারাধীন। এটা অন্তর্বর্তী নির্দেশ। চূড়ান্ত রায় নয়। তবে এর নেপথ্যে বিরোধীদের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চক্রান্তকে দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে রাজ্য।

এদিনই হাইকোর্টের নির্দেশের কপি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ওবিসির নতুন বিজ্ঞপ্তি সহ রাজ্যের জারি করা সমস্ত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেওয়ার কারণ জানিয়েছে আদালত। তবে এদিনই ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল রায়ের পরও কীভাবে কলকাতা পুরসভা ১৭ শতাংশ সংরক্ষণে নিয়োগ করছে তা নিয়ে একটি মামলায় প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। পুরসভায় সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন। এই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের হয়েছিল।

আদালতের এই নির্দেশের পরেই চাকরি ও ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে বলে সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আদালতের প্রকাশিত রায়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০১০ সালের আগে মোট ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি বলে ঘোষণা করা হয়। আদালতের রায়ে এই ৬৬টি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি। এতে নিয়োগ প্রক্রিয়া ও ভর্তিতে কোনওরকম বাধা নেই। ২০১২-এর আইন অনুযায়ী তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য ১৯৯৩ সালের আইন অনুযায়ী তালিকা তৈরি করেছে। নতুন জনগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করা হলে বিধানসভায় তা সংশোধনী বিল হিসেবে আনতে হবে ২০১২ সালের আইন অনুযায়ী। এক্ষেত্রে রাজ্যের এই প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তিকে আদালতের রায়ের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বমূলক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে রায়ে। তবে এদিন আদালতের এই রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা চূড়ান্ত নির্দেশ নয়। অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা বিচারপতির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু রায়ের সমালোচনা করতে পারি। আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে কাজ করেছি।' বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'সিপিএম ও বিজেপি কখনই চায় না ওবিসি সংরক্ষণ হোক। এটা তো গরিব মানুষের জন্য যাঁরা সামাজিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে তাদের জন্য। কথায় কথায় পিল করে। সাধারণ মানুষের অধিকার আমরা কী করে কাড়ব। সংখ্যালঘু বলে কি তাদের থাকা, খাওয়া, পরার অধিকার কেড়ে নেব?'

তবে আদালতের নির্দেশ সামনে আসার পরই ডিভিশন বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কুণাল ঘোষ।

> এটা চূড়ান্ত নির্দেশ নয়। অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা বিচারপতির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু রায়ের সমালোচনা করতে পারি। আমরা আদালতের নির্দেশ মেনে কাজ করেছি।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

জেলায় যাত্রার ভাবনা পদ্মের

কলকাতা, ১৮ জুন : ওবিসি মামলার অন্তর্বর্তী রায়ে উজ্জীবিত বিজেপি এবার ওবিসি যাত্রার পরিকল্পনা করছে। ওবিসি মোর্চার এক রাজ্য নেতা বলেন, 'এটাই উপযুক্ত সময়। রাজ্যের ওবিসি অধ্যুষিত হিন্দু এলাকায় এই যাত্রার রূপরেখা তৈরিতে খুব শীঘ্রই আমরা বিরোধী দলনেতার সঙ্গে আলোচনায় বসব।'

মঙ্গলবার ওবিসি সংক্রান্ত আদালতের রায় পাওয়ার পরই তাকে 'ঐতিহাসিক রায়' বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন শুভেন্দু। রায়ের উদযাপনে এদিন বিধানসভায় লাড্ডু বিলি করেন শুভেন্দু সহ বিজেপি বিধায়করা। রীতিমতো খোল-করতাল বাজিয়ে লাড্ডুর প্যাকেট হাতে নিয়ে বিধানসভা চত্বর থেকে মিছিল করে বিধানসভার গেটে রীতিমতো হইচই ফেলে দেয় বিজেপি। পরে সল্টলেকে ওবিসি কমিশনের দপ্তরের সামনে বিজেপি মোর্চার ধর্না মঞ্চে যান শুভেন্দু।

সেখানে আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, '৭৬টি মুসলিম সম্প্রদায়কে সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়ে দিতে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আদালত মমতার কান মুলে দিয়েছে।'

তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণের অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, জাতীয় ওবিসি কমিশনের অনুমতি ছাড়াই রাজ্যের ওবিসি তালিকায় ৯৮ শতাংশ মুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতেই এই তালিকা তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। যদিও ওবিসি ইস্যুতে বিজেপির ভূমিকার সমালোচনা করে এদিন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'হাইকোর্টের রায়ে ন্যায়বিচার পায়নি ওবিসিরা। আইনি জটিলতা তৈরি করে ওবিসিদের ক্ষতি করা ও রাজ্যজুড়ে অস্থিরতা তৈরি করার চেষ্টা করছে বিজেপি।' বিজেপি মনে করছে, আদালতের রায়ে বেকায়দায় পড়েছে তৃণমূল। এদিন শুভেন্দুর দাবি, আদালতের রায়ে ১৭ শতাংশ হিন্দু ওবিসিরা তৃণমূলের ঝুলি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে সংরক্ষণের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ২ কোটি মুসলিমকে বিভ্রান্ত করার জন্য '২৬-এর বিধানসভা ভোটে খেসারত দিতে হবে তৃণমূলকে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেন, 'গ্রামবাংলায় একটা প্রবাদ আছে, জালও গেল গামছাও গেল। তাঁর হয়েছে এখন সেই অবস্থা।'

এদিন আদালতের রায়কে হাতিয়ার করে মহেশতলার রবীন্দ্রনগরে সাম্প্রতিক গণ্ডগোলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে সেখানে যান তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ বিএনএসএস ১৬৩ জারি থাকার অজুহাতে এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দিয়েছে পুলিশ। শুভেন্দুর দাবি, পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী দলনেতার সফরকে ভন্ডুল করা। সেই কারণেই আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সফর চলাকালীন পুলিশের উপস্থিতিতেই নানাভাবে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূল।

তাঁর মতে, এটা স্পষ্টতই আদালত অবমাননা। নির্দেশ অমান্য করার জন্য ডায়মন্ড হারবারের এসপি রাহুল গোস্বামী ঘটনাস্থলে উপস্থিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিঠুন দে এবং এসডিপিও রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দেন শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দুর সফরের সময় নেচার পার্কে তাঁর কনভয়কে উদ্দেশ্য করে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল। শুভেন্দুর উদ্দেশে চোর চোর স্লোগানও উঠেছে বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ। যদিও অভিযোগ মানেননি তৃণমূল নেতৃত্ব।

মন্ত্রীর কটাক্ষে অস্বস্তিতে বিধায়ক

শংকরকে জার্সি বদলের খোঁচা অরূপের

কলকাতা, ১৮ জুন : বিধানসভা ভোটের মুখে বুধবার ভরা বিধানসভায় জার্সি বদল নিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ককে খোঁচা দিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তৃণমূলের আমলে খেলায় এরাজ্যের বাঙালিরা কতটা সফল হতে পারল, এই নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীকে খোঁচা দেন বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। তারই জবাবে শংকরের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, 'এত উন্নয়ন হয়েছে শুনলে হয়তো আপনিও জার্সি বদল করবেন।'

এদিন বিধানসভায় বিভাগীয় প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য হাজির ছিলেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেখানেই মন্ত্রীর উদ্দেশে শংকর বলেন, 'এই সরকার এগিয়ে বাংলার স্লোগান দেয়। বারবারই বলে খেলা হবে, খেলা হবে। কিন্তু গত ১৪ বছরে ভারতীয় ক্রিকেট ও ফুটবল দলে কতজন বাঙালি খেলোয়াড় জায়গা করে নিতে পেরেছে?' শংকরের মতে, একসময় পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনি গোস্বামী, অমল দত্ত থেকে শুরু করে সুব্রত, মনোরঞ্জনরা জাতীয় পর্যায়ে খেলেছেন। ক্রিকেটে নাইট রাইডার্সকে আপনারা সোনার চেন উপহার দেন। মোহনবাগানের আইএসএল লিগ, শিল্ড জেতা নিয়ে

গলা ফাটাচ্ছেন, কিন্তু তাতে বাঙালি কোথায়? শংকরের এই খোঁচাতেই তেতে উঠে অরূপ পালটা বলেন, 'খেলা হচ্ছে, খেলা হবে, ২৬-এও খেলা হবে। এত উন্নয়ন হয়েছে শুনলে আপনিও হয়তো জার্সি বদল করে ফেলবেন।' মন্ত্রীর এই কটাক্ষে হাসির রোল পড়ে যায় বিধানসভায়। ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে টেবিল চাপড়ে শংকরের উদ্দেশে তৃণমূলের বিধায়কদের কেউ কেউ বলতে থাকেন, এদিকে চলে আয়, এদিকে চলে আয়। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে যান শংকর। পরে এই প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'তৃণমূল দলটার দৈন্যদশা দেখে দুঃখ হচ্ছে। উনি ভালো রিক্রুটার জানতাম। নানা ভাবে চাপ দিয়েও যখন সম্ভব হল না, তখন হতাশা থেকেই হয়তো এসব বলছেন।'

২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলবদল নিয়ে মন্ত্রীর কটাক্ষে অস্বস্তিতে পড়েন শংকর। একুশের বিধানসভার আগে সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শংকর। সেই সিদ্ধান্তে যে এখনও কোনও টোল পড়েনি, ঠারেঠোরে সেটাই এদিন বোঝালেন শংকর।

শুভেন্দুর তোপের মুখে পুলিশ

কলকাতা, ১৮ জুন : বিধানসভায় নিরাপত্তার কড়াকড়ি নিয়ে এবার পুলিশকে চোখ পাকালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

২ নম্বর গেট থেকে হেঁটে বিধানসভায় ঢোকা, এটাই রেওয়াজ বিরোধী দলনেতার। সেই সূত্রেই এদিন বিধানসভার গেটে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ভিতরে ঢুকছিলেন শুভেন্দু। ঠিক তখনই বিধায়কদের গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন নিরাপত্তা কর্মীরা। তা দেখে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত এক পুলিশ কর্তার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'চেকিং কি শুধু বিজেপির জন্যই। বিধানসভায় নিরাপত্তার জন্য চেকিং হলে তা শুধু এই গেটে করা হবে কেন?' বিধানসভার ৩ নম্বর গেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'বাকি গেটগুলি তাহলে মমতা গেট বলে লিখে দিন।'

প্রথা অনুযায়ী ৩ নম্বর গেট দিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করার কথা রাজ্যপালের। রীতি অনুযায়ী হাইকোর্ট টাউন হলের দিকের গেট দিয়ে প্রবেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী। কিন্তু সম্প্রতি ৩ নম্বর গেট দিয়ে বিধানসভায় আসা-যাওয়া করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির দাবি, বিধানসভার নিরাপত্তাই যদি কারণ হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িও পরীক্ষা করতে হবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ আষাঢ় ১৪৩২

উড়ানে নজর জরুরি

এক সপ্তাহ কেটে গেলেও আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার এখনও কিনারা হল না। চোখের নিমেষে ঠিক কী কারণে বিমানের যাত্রী, পাইলট, ক্রু সদস্যদের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের হস্টেলের পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষ সহ ২৭৯ জনের প্রাণ গেল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত সকলের দেহ শনাক্তও হয়নি এখনও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। দুঃখপ্রকাশ করেছেন। এয়ার ইন্ডিয়া এবং টাটা গোষ্ঠী শোকপ্রকাশের পাশাপাশি মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে।

কিন্তু দুর্ঘটনার কারণ জানা বাকিই রইল। প্রথমে বলা হচ্ছিল, বিমানের ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার হলেই প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে। সেটি উদ্ধার হলেও তা থেকে কী জানা গেল, তা এখনও সাধারণ মানুষের অজানা। সরকার গঠিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটিকে কারণ অনুসন্ধানে তিন মাস সময় দেওয়া হয়েছে। যাঁরা প্রাণ হারালেন, শুকনো আশ্বাস ছাড়া তাঁদের পরিবারকে সরকার আর কিছু দিতে পারেনি।

উলটে আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পর প্রায় প্রতিদিন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সমস্যা ধরা পড়ছে। কখনও যান্ত্রিক ত্রুটি, আবার কখনও বিমানের অভাব। ফলে চূড়ান্ত হয়রানি হচ্ছেন মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কাটা যাত্রীরা। আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি বোয়িং সংস্থার ড্রিমলাইনার। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে অন্যতম সেরা বিমান সন্দেহ নেই। অথচ এখন সেই ড্রিমলাইনারের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি একের পর এক সামনে আসছে।

একদিনে সাতটি রুটে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ান বাতিল করার মতো পরিস্থিতিও হয়েছে। বাতিল সেই উড়ানগুলির মধ্যে ৬টিই ড্রিমলাইনার। টাটা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন এয়ার ইন্ডিয়ার এমন বেহাল অবস্থা বিশ্লেষণের তাই এখন জরুরি প্রয়োজন। অন্যদিকে, দুর্ঘটনার পর ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ) এয়ার ইন্ডিয়ার হাতে থাকা ৩৪টি ড্রিমলাইনারের হালহকিকত খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেও সেই কাজ চলছে ঢিমেতালে।

দেশের অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ডিজিসিএ সহ একাধিক নজরদারি সংস্থার কাজে ফাঁক থাকছে কি না, সেটাও দেখা দরকার। গত মার্চ মাসে সংসদের পরিবহণ, পর্যটন ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির রিপোর্টে অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের বার্ষিক বরাদ্দ যাচাই করে বলা হয়েছিল, বিমানের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলির ভিতই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী ডিজিসিএ-তে অনুমোদিত পদের ৫৩ শতাংশের বেশি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। অপরদিকে ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটিতে (বিসিএএস) শূন্যপদ প্রায় ৩৫ শতাংশ। বিমানবন্দরগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব এদের। একইভাবে এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় ৩,২০০-রও বেশি পদ খালি। দেশের ১৩৭টি বড় ও মাঝারি বিমানবন্দরের পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে এত শূন্যপদ থাকায় নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ, পুরোনোগুলির সম্প্রসারণ ও মেরামত ইত্যাদির গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে।

এতে স্পষ্ট যে, উড়ান ও বিমানের স্বাস্থ্য, যাত্রী নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত মানদণ্ড নিয়মিত খতিয়ে দেখার কথা যাদের, তারাই চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার। এমন অবস্থায় গাফিলতির আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেশে প্রতিদিন বিমানযাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। ঘরোয়া হোক বা আন্তর্জাতিক উড়ান, সবেতেই যাত্রীসংখ্যার আধিক্য দেখা যাচ্ছে। অথচ বিমানবন্দরে ম্যানুয়াল চেকিং, সীমিত নিরাপত্তা স্ক্যানার, কম সংখ্যক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এবং প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার ও পর্যবেক্ষকের অভাবে ভুগছে দেশের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা।

এইসব অব্যবস্থার মাশুল আহমেদাবাদের দুর্ঘটনায় দিতে হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। যাত্রী সুরক্ষা, উন্নত ও উৎকৃষ্ট পরিষেবা, স্বচ্ছন্দে সফর নিশ্চিত করতে বিমান পরিবহণ সংস্থা এবং অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের দায় সমান। এয়ার ইন্ডিয়ার ড্রিমলাইনারে কী কী অসুবিধা আছে, ইতিমধ্যে সেই খোঁজখবর নিয়েছে ডিজিসিএ। কিন্তু ডিজিসিএ-র অন্দরের ফাঁকফোকর যেন নজর এড়িয়ে না যায়। দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতে সব পক্ষের সমান তৎপরতা প্রয়োজন।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

খেলা যখন দৈবপ্রহার, বিক্রয়মঙ্গলকাব্য

ক্রিকেট নিয়ে যুক্তিহীন আবেগ, দেশপ্রেম ছিল না অতীতে। অনেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তানেরও সমর্থক ছিলেন।

বিপুল দাস

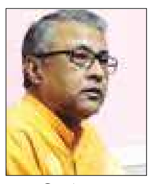

গাভাসকার-বিশ্বনাথদের আমলে ক্রিকেট আজকের মতো শুধুই বাণিজ্য হয়ে ওঠেনি।

গ্যালারি থেকেই 'ঠাস' শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পায় অনেকে। পরে যখন পাড়ার চায়ের দোকানে ফলাও করে দৃশ্যটা বাখান করে তারা, অনেকের মনে হয় কিছুটা বোধহয় বানিয়ে বলছে। নইলে গ্যালারির যে প্রান্তে তাদের বসার কথা, সেখান থেকে মাঝমাঠে ওই সংঘর্ষের আওয়াজ ততটা স্পষ্ট শুনতে পাওয়ার কথা নয়। হয়তো ব্যাটারের ব্যাট তোলা, বলের বাউন্ডারির দিকে যাওয়া এবং দু'-একজন ফিল্ডারের ছুটে যাওয়া সে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু ব্যাট তোলা এবং বলের তীব্রগতিতে যাওয়ার মাঝে এক দৈবপ্রহারের মুহূর্ত থাকে। মাঝে সংঘর্ষের ক্ষণিক মুহূর্তে ওই শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের স্মৃতিতে সঞ্চিত থাকে। এই ঠাস ঠাস মার মার ধ্বনি গ্রহণ করার জন্য তার সমস্ত ইন্দ্রিয় তৈরি হয়েই থাকে। নইলে তো বেঁচে থাকাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। মার-খাওয়া মানুষ সবসময় একজন নায়কের হাতের অস্ত্র থেকে ওই শব্দ শুনতে চায়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়েই অরণ্যচর মানুষ অনেক আক্রমণের মোকাবিলা করে বেঁচে আছে। এখানে কোনও ইন্টেরাম রিলিফ নেই। সতর্ক থাকো। প্রতিটি পত্রমর্মরের আড়ালে, পাখির অস্বাভাবিক ডাকের পেছনে, হঠাৎ ময়ূরের ডাক – প্রতিটি ঘটনার পেছনে কারণ থাকে। এই কারণ মানুষ খুঁজে নেয় বেঁচে থাকার আর্তিতে। মানুষ আদিকাল থেকেই বুঝে নিয়েছিল মারো, নইলে মরো। ওই 'ঠাস' শব্দ প্রোথিত থাকে আদিম রক্তে। ওই শব্দ নিশ্চিত করে আমার অথবা আমার দলের জয়। ওই শব্দ আসলে মধ্যবিত্তের রক্তে ঘোরাফেরা করে। ওই শব্দ আমাদের স্বপ্নে আসে। ঠাস ঠাস ঠাস আমাদের হাতে স্টেনগান। মনে পড়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পের কথা। আব্বাস পাগলার চাঁদ অধিগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। ওই রকম একটা স্টেনগান আমাদের স্বপ্নে আসে। কখনও রামা কৈবর্ত সেই বন্দুক তুলে ধরে র‍্যাশন দোকানের মালিক রাধেশ্যাম কুণ্ডুর দিকে। কখনও কিং কোহলি বা হিটম্যান শর্মার হাতে ওঠে উইলো কাঠের রাইফেল। স্বপ্নেও আমরা টের পাই শরীর গরম হয়ে উঠেছে। আমাদের মতো চিলেকোঠার সেপাইদের অপূর্ণ মনোবাসনা পূর্ণ করে হিটম্যান, কিং কোহলি, তেন্ডুলকার, ধোনি, কপিল দেব, সৌরভ। চায়ের দোকানে বসে কাঙাল মালসাট মারে নিধিরাম। প্রতিটি বলে চার কিংবা ছয় চাই। গ্যালারিজুড়ে আমিষ গন্ধ। ছাতু করে দাও প্রতিটি বল। সীমানা পার করা চাই। চার কিংবা ছয় মারলে তাই যেন যুদ্ধজয়ের হুংকার ওঠে মাঠজুড়ে। শূন্যে উড়ে যাওয়া ওই বল আমারই, আমাদেরই মনোবাসনার ছবি। আমার স্বপ্নের খাতায় চার কিংবা ছয় যোগ হয়েছে। আপাত শান্তিকল্যাণ হয়ে বাজে বুকের গোপন তন্ত্রী।

মানুষের এই প্রবৃত্তি চিরকালের। আসলে মানুষ তো মূলত মাংসাশী। অরণ্যজীবন থেকেই। পরবর্তী সময়ে কোথাও কোথাও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের ফলে সামনের শ্বদন্তের কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও কোথাও সেই শ্বদন্ত হয়তো স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। সেই তীক্ষ্ণ দাঁত এখনও দেখতে পাই প্রশাসনের প্রতিবাদ দমনে, ক্ষমতাশীলদের ক্ষমতার আস্ফালনে, প্রতিবাদীর আর্তনাদের আড়ালে। মাংসভোজী গুহামানব ফিরে আসে, ফিরে ফিরে আসে। অসহায় মার-খাওয়া মানুষের হয়ে বল গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেয় গিল, পান্ডিয়া, জয়সওয়াল।

কনজিউমারিজম বিজনেস ওয়ার্ল্ডে একটি প্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। মানবমনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এই শব্দের গাঁটছড়া অনিবার্য। গড়পড়তা মানুষের এই বাসনা পূর্ণ করার উৎসব একদিবসীয় ক্রিকেট, পরবর্তীকালে আরও গতিময় করে তোলার জন্য টি টোয়েন্টি। টেস্ট খেলায় ভারত কোনও কালেই বিশ্বক্রিকেটে সমীহ আদায় করতে পারেনি। বেঁটেদের দেশে আরও বেঁটে একজন দীর্ঘদিন তাঁর কাঁধে বয়ে নিয়ে গিয়েছে আমাদের ক্রিকেটকে। তার আগে এবং পরে বিচ্ছিন্নভাবে একটি-দুটি স্ফুলিঙ্গের ক্বচিৎ তড়িৎ মোক্ষণ আলোর কণা ছড়িয়েছে। এই উপমহাদেশ যে ক্রিকেট-বাণিজ্যের এক বিশাল বাজার, তখনও সেই সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। কোটি কোটি মানুষের আবেগ স্বাধীনতার লড়াই, চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের পর আরও একবার উন্মত্ত ভালোবাসার চেহারা নিল উনিশশো তিরাশির পঁচিশে জুন। লর্ডসের মাঠে বিশ্বকাপের ফাইনালে কপিল দেবের নেতৃত্বে তেতাল্লিশ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছিল ভারত। যাঁরা রাত জেগে সেদিন খেলা দেখেছিলেন, তাঁরা জানেন কতবার উদ্বেগে প্রাণ মনে হয়েছিল হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছে। সে রাতেই সমস্ত ভারতজুড়ে অকাল দীপাবলি, বাদ্যভাণ্ড নিয়ে পথে নেমে পড়েছে ছয় থেকে ষাট বছরের ভারতীয়। এ দেশের খেলাধুলোর প্রবণতা আগামীদিনে কোন পথে হাঁটবে, সেদিনই ঠিক করে দিয়েছিলেন ক্রিকেটদেবতা। আমরা বিশ্বক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ন– এই বোধ অবিশ্বাস্য এক উচ্চতা থেকে আমাদের ধুলোমাটির পৃথিবীতে, আমাদের নাগালে। কখনো-কখনো বামনের চন্দ্রস্পর্শাভিলাষ প্রবাদের কাগুজে সত্য থেকে ক্যাপ্টেনের হাতে উঠে আসে প্রুডেনশিয়াল কাপ। দীনহীন বিশ্বক্রিকেটে প্রান্তিক শক্তি পেরেছে সকল দেশের সেরা হতে– এই ঘটনার অভিঘাত পরবর্তীকালে কেমন হয়েছিল, আপনারা জানেন। ভারতের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই বিজয় ছিল সব অর্থেই দিকনির্দেশিকা, অনুপ্রেরণা এবং প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে অসম্ভব উচ্চতাকে লঙ্ঘন করার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

তখন বাজার খুলিয়া গেল। কোটি কোটি ভোক্তার জন্য রচিত হতে শুরু হল নতুন মঙ্গলকাব্য। বিক্রয়মঙ্গল। দেবতার নাম ক্রিকেট, বহু অবতারে তিনি অবতীর্ণ হলেন। বহু বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার দ্বার উন্মুক্ত হতে চলেছে, দূরদর্শী ব্যবসায়ীর বুঝতে বাকি রইল না। উপমহাদেশের বাজার এক বিশাল বাজার। এবার সেখানে মৃগয়া হবে। মাল্টি বিলিয়ন ডলারের সম্ভাবনা শুরু হল ক্রিকেট ইন্ডাস্ট্রিতে। ক্রিকেট নিয়ে মানুষের যুক্তিহীন আবেগ, দেশপ্রেম– শুধু যে দেশপ্রেম তা নয়, অনেককে দেখেছি পাগলের মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাপোর্টার ছিল, এমনকি দু'-চারজন পাকিস্তানের সাপোর্টারও ছিল, যেমন অনেক 'বাঙাল মোহনবাগানি' আশ্চর্য বস্তু নয়, দেখা যায়- তেমন শুধু খেলা ভালোলাগার গুণেই অন্য দেশকে সমর্থন করতেন অনেকেই। এগিয়ে এল স্টেকহোল্ডার, পুঁজি নিয়োগকারী, বহুজাতিক বিখ্যাত কোম্পানি, ব্যক্তিগত উদ্যোগীপুরুষ, ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারী, ক্রিকেটসম্পর্কিত যে কোনও উৎপাদন, সে সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনের বিশাল বাজার নড়েচড়ে বসল। কখনও আঞ্চলিক, কখনও বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারস্বত্ব দখলের লড়াই শুরু হল বড় মিডিয়া হাউসগুলোর মধ্যে। নিজেদের স্বার্থেই এরা মানুষের বীরপূজার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় বীর তৈরির কাজে খুব সহজেই সফল হল। ক্রিকেট আমাদের দিয়েছে বিশ্ব মাঝারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। দুয়োরানি হয়ে রইল খেলাধুলোর বাকি জগৎ। হকির সোনা ধুলোয় পড়ে রইল। এমনকি মহিলা ক্রিকেটও অনেকটাই ব্রাত্য রইল। ক্রিকেটের ধারাবাহিক আসর, এর পরিকাঠামোর বিশ্বমানের আধুনিকীকরণ, খেলায় সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, সর্বোপরি সফল খেলোয়াড়দের রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার সুখস্বপ্ন তরুণদের, তাদের অভিভাবককুলকে ক্রিকেট কোচিং-ক্যাম্পের দিকে তাড়িত করল।

এই খেলার দিকে আরও বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সুচতুরভাবে খেলার আভিজাত্যকে কার্পেটের তলায় ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে ক্রিকেটের সরণ ঘটল টেস্ট থেকে একদিবসীয়, সেখান থেকে আরও উত্তেজনা তৈরির জন্য টি টোয়েন্টি। পুঁজি নিশ্চিত জানে মানুষের প্রবৃত্তি। পাঁচদিন ধরে টেস্ট খেলা দেখার ধৈর্য নেই এই সময়ে, সারাদিনে মাত্র দশটি বাউন্ডারি, আর ওই কপিবুক কভার ড্রাইভ দেখলে সুখ হয় না। প্রহার চাই। একটু ছোট মাঠ চাই। সহজেই চার হবে, ছয় হবে। নিয়মকানুন পালটে দাও। ব্যাটারদের সুবিধা দাও, বোলারদের বধ্যভূমি বানাও পিচ। আরও উত্তেজনা তৈরি করো। স্বল্পবসনা সুন্দরীরা নৃত্য পরিবেশন করুক। আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দাও আমাদের দৈনন্দিন না-পাওয়াগুলোর দিকে। যতদিন পারা যায়, এই খেলা চালিয়ে যেতে হবে। রোজ চাই সন্ধের পর জিভের নীচে একদানা সর্ষের মতো আফিম। চূড়ান্ত সম্পৃক্ত অবস্থায় যাওয়ার আগে লুটে নাও যা পাওয়া যায়। হয়তো কোনও দিন অন্য কোনও মাঠ থেকে অন্য কোনও যোদ্ধা উঠে আসবে অন্য খেলা নিয়ে।

রক্তের গন্ধ পাবে বলে স্টেডিয়ামজুড়ে বসে আছে আদিম মানুষ। ঠাস ঠাস শব্দে ও দৃশ্যে প্রাচীন কথা মনে পড়ে হয়তো। আমাদের স্বর্গ নেই, স্যর ডন আছেন।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সাহিত্যিক।)

আজ

১৯৭০

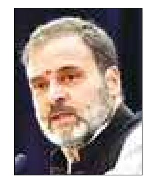

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির জন্ম আজকের দিনে।

১৯১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার বড়াল।

আলোচিত

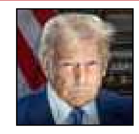

ইরানের উপর আক্রমণে ইজরায়েলের সঙ্গে আমরা যোগ দিতেও পারি, নাও দিতে পারি। কেউ জানে না, আমি কী করব। তবে এটুকু বলছি, ইরান তীব্র সমস্যার মধ্যে আছে। চাইছে মিটিয়ে নিতে। **- ডোনাল্ড ট্রাম্প**

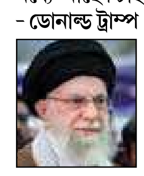

ইরান আত্মসমর্পণ করবে না। আমেরিকা যদি আমাদের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে কিন্তু ওদের মারাত্মক ক্ষতি হবে। **- আলি খামেনেই**

ভাইরাল/১

উত্তরপ্রদেশের বাগপতে এক হোটেলের ছাদ থেকে মহিলার ঝাঁপ। ওই মহিলা পরপুরুষের সঙ্গে হোটেলে ছিলেন। জানতে পেরে তাঁর স্বামী পুলিশ নিয়ে সেখানে হাজির হন। ভয়ে হোটেলের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যান মহিলা।

ভাইরাল/২

লাড্ডুর জন্য ভক্তদের হাতে মার খেলেন পুরোহিত। উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরে পুজো করতে গিয়েছিলেন তিনি। পুজোর পর প্রসাদ থেকে দুটি লাড্ডু বেশি নিয়েছিলেন। চটে যান ভক্তরা। পুরোহিতের টিকি ধরে চলে লাথি, ঘুসি। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন
জনমত

মন ভালো করা ভিডিও

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এআইয়ের তৈরি বাঘ-সিংহের লড়াইয়ের ভিডিও বেশ মন জয় করেছে। ভিডিওটিতে দেখা গিয়েছে, একটিতে বাঘ জড়িয়ে ধরছে অনুব্রত মণ্ডলকে, আরেকটিতে সিংহ জড়িয়ে ধরছে কাজল শেখকে। অনেকেই একে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন। কারও মতে, 'বীরভূমে একজনই বাঘ, তিনি অনুব্রত মণ্ডল'। কারও বা মতে, 'ওদের বাঘ থাকলে আমাদের ভাইজান সিংহ'।

তবে যে যাই বলুক, ভিডিওটি বেশ মজাদার। কাজের মাঝে এমন ভিডিও দেখলে মন যেন হালকা হয়ে যায়। তবে একইসঙ্গে বেশ শিহরণও জাগায়। সত্যিই যদি এমনভাবে ওই দুই পশু দুই হেভিওয়েট নেতাকে জড়িয়ে ধরত তাহলে কেমন হত!

সুস্মিতা মিত্র, শিলিগুড়ি।

বিপদ যখন পুকুরপাড়ে

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ২ (১৬) ধারা মোতাবেক বন্যপ্রাণীদের যে কোনওভাবে আহত করা, মেরে ফেলা বা মেরে ফেলার চেষ্টা করা বন্যপ্রাণী শিকার করারই সমতুল্য এবং কঠোর দণ্ডনীয় অপরাধ। সম্প্রতি মালদার রতুয়ার গাইনটোলায় কোনও এক পুকুরের মালিক তাঁর পুকুরের চারপাশের বেড়ার সঙ্গে হাই ভোল্টেজের বিদ্যুতের তার জড়িয়ে রাখেন, যাতে ওই ব্যক্তির পুকুর লাগোয়া আম বাগানে কোনও শিয়াল ঢুকলেই মারা যায়। অনেক জায়গাতেই বন্যপ্রাণীদের মারতে এধরনের ফন্দিফিকির করা হচ্ছে।

সেদিন অবশ্য কোনও শিয়াল ঢোকেনি। ৪৫ বছর বয়সি ফাতেমা খাতুন নামে এক মাঝবয়সি মহিলা পুকুরপাড়ে পড়ে থাকা দু'চারটে আম কুড়োতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলেন। যে ব্যক্তি আইন ভেঙে তাঁর পুকুরপাড়ের বেড়ায় হাই ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে রেখেছিলেন তাঁর কঠোর শাস্তি হোক।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শতবর্ষের মুখে সুকান্ত কেন ব্রাত্য সিলেবাসে

শতবর্ষে পা রাখতে চলেছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। শুধু ক্লাস সেভেনে তাঁর কবিতা পড়ানো হয়। এত উপেক্ষা কেন?

সুমন্ত বাগচী

বাংলার শিক্ষক আসেননি। 'স্টপগ্যাপে' পড়াতে যেতে হল ক্লাস টেনে। ছাত্রছাত্রীরা বাংলা বই এগিয়ে দিল। 'অসুখী একজন' কবিতাটি পড়াতে হবে। মূল লেখক পাবলো নেরুদা, অনুবাদ করেছেন নবারুণ ভট্টাচার্য। পাবলো নেরুদার মতো সুদূর চিলির বামপন্থী কবির কবিতা ক্লাস টেনের পাঠ্য জেনে অবাকই হলাম। ভালো লাগল। পরের দিন বাংলা শিক্ষকের কাছে শুনলাম, শুধু ক্লাস টেন নয়, টুয়েলভেও নেরুদার কবিতার অনুবাদ পাঠ্য।

রাজ্যে দক্ষিণপন্থী দল প্রবলভাবে ক্ষমতায় আসীন। এদের উদ্যোগেই পুরোনো পাঠক্রমের খোলনলচে পালটে বছর দশেক নতুন পাঠক্রম চালু করা হয়েছে।

নেরুদার উপস্থিতি ভালো, কিন্তু প্রশ্ন হল, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা সিলেবাস থেকে উঠে গেল কেন? বাংলায় শুধু ক্লাস সেভেনে পড়ানো হয় সুকান্তের কবিতা। ১৯২৬ সালে জন্মেছিলেন কবি সুকান্ত। জন্মশতবর্ষ সামনেই। সেজন্য প্রশ্নটা আরও প্রবল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সুকান্ত- এই তিনজনের মধ্যে শুধুমাত্র সুকান্তই বাদের তালিকায়।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাকা সুকান্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু বামপন্থী কবি হিসাবে নজরুলের চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত। অন্যদিকে, নজরুল বামপন্থী আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ মুজাফফর আহমেদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। এক্ষেত্রে নজরুলের সংখ্যালঘু পরিচয় এবং বাংলাদেশে জাতীয় কবির শিরোপা সম্ভবত বামপন্থী পরিচয়কে ঢেকে দিয়েছে।

আমাদের ছাত্রজীবনে "একাদশ-দ্বাদশ" স্তরে সুকান্তের "আঠারো বছর বয়স" কবিতাটি পাঠ্য ছিল। মোটামুটি আঠারো বছর বয়সের আশপাশেই ছাত্রছাত্রীরা এই কবিতাটি পড়ার সুযোগ পেত। কবিকে নিয়ে তৃণমূল সরকারের অস্বস্তির আর একটা কারণ বোধহয় বুদ্ধের সঙ্গে আত্মীয়তা। এই সবেরই ফসল সম্ভবত স্বদেশি বামপন্থী কবির বিদেশি বামপন্থী কবি দ্বারা পরিবর্তন। নেরুদা অবশ্য সাহিত্যে নোবেলজয়ী। কেউ কিছু বলতে পারবে না।

আরও দুটো কথা। বাঙালিদের কাছে সুকান্তের বামপন্থী সাহিত্যের আবেদন নেরুদার চেয়ে অনেক বেশি। নেরুদার কথা শহুরে এলিট শ্রেণির বাইরে তেমন কেউ জানে বলে মনে হয় না। তাই বামপন্থী সাহিত্যিক হলেও তাঁর প্রভাব নিয়ে ভাবনা অনেক কম।

প্রশ্ন, তা হলে ক্লাস সেভেনের সিলেবাসে সুকান্তের কবিতা রাখা হল কেন? ওখানে যে কবিতা পড়ানো হয়, কবিতার নাম 'চিরদিনের'। সুকান্তের কবিতার মধ্যে যে বিদ্রোহের সুর আছে, তা ক্লাস সেভেনের বারো-তেরো বছরের পড়ুয়াকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই এই সময়ে পাঠ্য করা অনেক নিরাপদ। এদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার অধিকার অর্জন করতে অনেক দেরি। তত দিনে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে।

সুকান্তের নিজের হাতে তৈরি "কিশোর বাহিনী" এখনও আছে। এরা সুকান্ত জন্মশতবার্ষিকী পালনের দায়িত্ব নিয়ে মানুষের সামনে সরকারি উদাসীনতাকে নগ্ন করে দিতেই পারে। কিছু কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সুকান্তকে স্মরণ করার উদ্যোগ নিলেও তা যথেষ্ট নয়। এই জুন মাসেই চে গেভারার জন্মদিন। বাঙালি যেভাবে উৎসাহ নিয়ে চে-র প্রতিকৃতি আঁকা টি শার্ট পরে বা সমাজমাধ্যমে সারা বছর চে-র যে উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সেই তুলনায় সুকান্ত প্রায় বিস্মৃতির দ্বারপ্রান্তে।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭০

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। গরমের দিনের পান্তাভাত ৩। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিমা বরণ ৪। স্তন্যপায়ী প্রাণী, কিন্তু ডানা আছে ৫। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে ঘেমে যাওয়া ৭। লজ্জা বা শরম, ধানের খইও হতে পারে ১০। বন্যপ্রাণী, গায়ে ছিট ছিট দাগ আছে ১২। যাঁর মনে কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই ১৪। মেয়েদের ঘেরওয়ালা পোশাক ১৫। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, তাড়াতাড়ি ১৬। একদম নড়ছে না।

উপর-নীচ : ১। মন্দির স্থাপত্যের শৈলী ২। যেখানে বাতাস নেই ৩। যে কানে শোনে না ৬। গরমে গায়ে ওঠা ফুসকুড়ি ৮। নিশাচর ধূর্ত বন্যপ্রাণী ৯। বিচারবিবেচনা করে এগোনো ১১। গণ্যমান্য ব্যক্তি ১৩। নদীর ওপারে যাওয়ার ভাড়া।

সমাধান ■ ৪১৬৯

পাশাপাশি : ২। হুকুমত ৫। কুহক ৬। দলমাদল ৮। লোল ৯। ভাসা ১১। ছন্দপতন ১৩। অলক ১৪। জরাসন্ধ।

উপর-নীচ : ১। অকুস্থল ২। হুক ৩। মরাল ৪। কুশল ৬। দল ৭। মালসা ৮। লোলুপ ৯। ভান ১০। মানকলি ১১। ছলনা ১২। তম্বুরা ১৩। অন্ধ।

বিন্দুবিসর্গ

আবার পিছোল শুভাংশুর যাত্রা

ফ্লোরিডা, ১৮ জুন : গেরো খুলছে না অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের। কারিগরি কারণে এই মহাকাশ মিশন ফের পিছিয়ে গিয়েছে। মূলত আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কিছু মেরামতির কাজের জন্যই অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযান পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব ঠিক থাকলে ২২ জুন মহাকাশ অভিযান হবে বলে যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে নাসা এবং অ্যাক্সিয়ম স্পেস।

এই মিশনে যাচ্ছেন ভারতের শুভাংশু শুক্লা সহ মোট চার নভশ্চর। এর আগেও পাঁচবার বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে গিয়েছে শুভাংশুদের অভিযান। শেষমেশ স্থির হয়েছিল, সব ঠিকঠাক থাকলে বৃহস্পতিবার ওই অভিযান হতে পারে। কিন্তু তার আগের দিন নাসা জানাল, বৃহস্পতিবারও অভিযান হচ্ছে না।

অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রাক্তন নাসা মহাকাশচারী পেগি হুইটসন। শুভাংশু এই মিশনের পাইলট। আর মিশন স্পেশালিস্ট হিসাবে রয়েছেন পোল্যান্ডের স্লাভোস উজনানস্কি এবং হাঙ্গেরির তিবোর কাপু।

কেদারনাথে ধসে মৃত ২

দেরাদুন, ১৮ জুন : কেদারনাথে ধসের জেরে মৃত্যু হল দুই পুণ্যার্থীর। বুধবার ওই ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। বাকি পুণ্যার্থীদের ওই এলাকা থেকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে গৌরীকুণ্ডের কাছে এক হাসপাতালে।

বুধবার বেলা ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ রুদ্রপ্রয়াগ জেলার জঙ্গলচট্টি ঘাটের কাছে পাহাড়ি পথে আচমকা ধস নামে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়তে থাকে উঁচু থেকে। তাতেই আহত হন পুণ্যার্থীরা। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। এক মহিলা সহ আরও তিনজন জখম হন। রুদ্রপ্রয়াগের পুলিশ সুপার অক্ষয়প্রহ্লাদ কোন্ডে জানিয়েছেন, খবর পেয়েই পুলিশ এবং জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (ডিডিআরএফ) গিয়ে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজে নেমেছে। আহতদের দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। রবিবারও কেদারনাথ যাত্রার সময়ে ধসে এক তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়।

আজ উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যের পাঁচটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হবে। আসনগুলি হল পশ্চিমবঙ্গের কালিগঞ্জ, কেরলের নীলাম্বুর, পঞ্জাবের লুধিয়ানা পশ্চিম এবং গুজরাটের কাডি এবং ভিসাভাদার। নীলাম্বুর ও ভিসাভাদার আসন দুটি ছাড়া বাকি তিনটি আসনের বিধায়কদের আকস্মিক মৃত্যুর কারণেই উপনির্বাচন হচ্ছে। ২৩ জুন উপনির্বাচনের ফল প্রকাশ।

শীর্ষনেতা সহ ৩ মাওবাদী হত

বিশাখাপত্তনম, ১৮ জুন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মাওবাদী মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে তীব্র গতিতে। এবার সাফল্য এল অন্ধ্রপ্রদেশে। বুধবার অল্লুরি সীতারামা রাজু জেলায় মারেদুমিল্লি জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে মৃত্যু হয়েছে তিন মাওবাদীর। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও অন্ধ্র-ওডিশা বর্ডার স্পেশাল জোনাল কমিটির সচিব গজরলা রবি ওরফে উদয়। বাকি দু'জন হলেন সংগঠনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিভাগের সচিব ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রয়াত চলপতির স্ত্রী বরি ভেঙ্কা চৈতন্য ওরফে অরুণা এবং মাওবাদী নেত্রী অঞ্জু। একে ৪৭ রাইফেল সহ প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর কেউ হতাহত হননি।

ফাস্টট্যাগ এবার বাৎসরিক

নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : একবার রিচার্জ করলেই সারা বছর ব্যবহার করা যাবে ফাস্টট্যাগ। বুধবার একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। তিনি জানান, আগামী ১৫ অগাস্ট থেকে দেশজুড়ে চালু হচ্ছে নয়া ফাস্টট্যাগ পরিষেবা। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা একবারে ৩ হাজার টাকা দিয়ে ফাস্টট্যাগ কেনার সুযোগ পারেন। এর মেয়াদ হবে এক বছর। এই ফাস্টট্যাগ ব্যবহার করে টোলপ্লাজা দিয়ে সর্বোচ্চ ২০০ বার যাতায়াত করা যাবে। তবে বছর শেষ হওয়ার আগেই ২০০ বারের কোটা পূরণ হয়ে গেলে নতুন ফাস্টট্যাগ কিনতে হবে। আপাতত ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

বন্ধুত্ব অটুট... জি ৭ মঞ্চে প্রথম সাক্ষাতে হাসিমুখে মোদি-মেলোনি।

'আপনি সেরা, আপনার মতো হতে চাইছি'

অটোয়া, ১৮ জুন : জি৭ এর গুরুগম্ভীর বৈঠকের ফাঁকে দুটি চমৎকার ভিডিও পেলেন বিশ্ববাসী। দুটিতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রয়েছেন। একটিতে তাঁর সঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি। অন্যটিতে মোদির সঙ্গে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ।

প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দেখে উচ্ছ্বসিত ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মুখ থেকে ঝরে পড়ছে মুক্তোর মতো হাসি। শুধু করমর্দনের সৌজন্যে শুভেচ্ছা বিনিময় নয়, মঙ্গলবার কানানাস্কিসে মোদিকে দেখে খুশিতে উচ্ছ্বল মেলোনি বলেন, 'আপনিই সেরা। আমি আপনার মতো হতে চাইছি।' বাস্তবিক মেলোনির কথায় মোদি আপ্লুত। হাসতে হাসতে মেলোনিকে দেখালেন 'থাম্বস আপ।' মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হল ভিডিও। দুই বন্ধু-নেতার দৌলতে উত্তরেও বইল এক ঝলক দখিনা বাতাস। মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ইতালির সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আরও গভীর হবে। উপকৃত হবেন ভারতের মানুষ।' ২০২৩-এ দুবাইয়ে জলবায়ু সম্মেলনের ছবিতে মোদিকে 'ভালো বন্ধু' বলেছিলেন মেলোনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৌতুকেও কম যান না। তিনি ইজরায়েল-ইরান কূটনীতি নিয়ে ট্রাম্প-ম্যাক্রোঁ ডিজিটাল বিবাদ সম্পর্কেও মজা করে ম্যাক্রোঁকে বলেছেন, 'আজকাল আপনি তো টুইটারে দারুণ ঝগড়া করছেন।' মোদির কথা শুনে হেসে কুটি কুটি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। তাঁদের সেই হাস্যরসও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল।

নমো-মুনিরকে এক বন্ধনীতে রাখলেন ট্রাম্প

মধ্যস্থতা নিয়ে মোদি, ট্রাম্পের উলটো সুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : নরেন্দ্র মোদির ব্যাখ্যা উড়িয়েই দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। মঙ্গলবার দুজনের মধ্যে ৩৫ মিনিটের যে ফোনালাপ হয়েছিল, তাতে স্পষ্ট ভাষায় ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতার দাবি মোদি খারিজ করেছিলেন বলে বুধবার জানান বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ উলটো সুর শোনা গেল ট্রাম্পের গলায়।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'যুদ্ধটা আমিই থামিয়েছি। আমি পাকিস্তানকে ভালোবাসি। মোদিও একজন দুর্দান্ত মানুষ। আমরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে চলেছি।' এরপর ফের তিনি উচ্চারণ করেন, 'কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ আমিই থামিয়েছি।'

অথচ বিদেশ সচিবের কথা অনুযায়ী ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হোয়াইট হাউসকে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতির নেপথ্যে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা বা মার্কিন মধ্যস্থতা কোনওটাই ছিল না। ভারত কখনও কোনও মধ্যস্থতা মানেনি, মানবেও না।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ট্রাম্প শুধু মোদির কথাকে খারিজ করেননি, বরং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনিরকে এক বন্ধনীতে রেখেছেন। ট্রাম্পের ভাষায়, 'পাকিস্তানের দিক থেকে যুদ্ধ বন্ধে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়েছিলেন আসিম মুনির। ভারতের তরফে মোদি ও আরও কয়েকজন ছিলেন। মোদি অত্যন্ত চমৎকার মানুষ। আমি পরমাণু শক্তিধর দুটো বড় দেশের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছি।'

একই দিনে পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেখানেও মুনিরের প্রশংসা করেন তিনি। পরে হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করে যে, দুটি পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে ট্রাম্পের

> কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তৃতীয়পক্ষের কোনও ভূমিকা চলবে না।
> **নরেন্দ্র মোদি**
>
> ......
>
> যিনি (আসিম মুনির) পহলগাম হামলার মূল উসকানিদাতা, তাঁকেই হোয়াইট হাউসে মধ্যাহ্নভোজে ডাকছে আমেরিকা! মোদির কূটনীতির এ কেমন সাফল্য?
> **জয়রাম রমেশ**

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করায় মুনিরের সম্মানে বৈঠকটি হয়েছে। শান্তির জন্য ট্রাম্পের নোবেল পাওয়া উচিত বলেও পাকিস্তানের সেনাপ্রধান মন্তব্য করেন।

মোদি অবশ্য তার আগে ট্রাম্পকে সাফ জানিয়েছেন, ভারতের অপারেশন সিঁদুর এখনও থামেনি।

তবে ট্রাম্পের সঙ্গে ফিল্ড মার্শাল জেনারেল আসিম মুনির একান্ত বৈঠককে ভারতের বিদেশনীতি ও কূটনীতির ব্যর্থতা বলে কংগ্রেস তোপ দেগেছে।

যদিও মুনিরের সঙ্গে বৈঠকের আগে ট্রাম্প-মোদি কথাকে কূটনৈতিক জয় হিসেবেই দেখছে কেন্দ্র। সেই ফোনালাপে মোদিকে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সেটা হবে না বলে ট্রাম্পকে জানিয়ে দেন মোদি। উলটে ট্রাম্পকে কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান মোদি।

মঙ্গলবার কানাডায় জি৭ বৈঠকে দুই নেতার সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ট্রাম্প আগেভাগে বৈঠক ছেড়ে ওয়াশিংটন ফিরে আসায় সেই সাক্ষাৎ অধরা থেকে যায়।

পরে জি৭ বৈঠক চলাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মোদি। সেই ফোনালাপের কথা এক ভিডিওবার্তায় জানিয়ে দেন কেন্দ্রীয় বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি। আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক, কাশ্মীর পরিস্থিতি এবং সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযান।'

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের তোপ, 'যিনি (আসিম মুনির) পহলগাম হামলার মূল উসকানিদাতা, তাঁকেই হোয়াইট হাউসে মধ্যাহ্নভোজে ডাকছে আমেরিকা! মোদির কূটনীতির এ কেমন সাফল্য?' রমেশ দাবি করেন, সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে ফোনালাপের সবটা ব্যাখ্যা দিতে হবে মোদিকে। মিস্রি অবশ্য দাবি করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টকে মোদি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত কখনও তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতা চায়নি এবং ভবিষ্যতেও চাইবে না।

নিজ্জর অতীত, নজর বাণিজ্যে

রাষ্ট্রদূত পুনর্বহালে রাজি মোদি-কার্নি

টরন্টো, ১৮ জুন : জি-৭ শিখর সম্মেলনের ফাঁকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই আলোচনাতেই গলল বরফ। প্রায় ২০ মাসের কূটনৈতিক টানাপোড়েনে ইতি টেনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ফের ট্রুডো-পূর্ব জমানায়

একনজরে

- প্রায় ২০ মাসের কূটনৈতিক টানাপোড়েনে ইতি টেনে
- দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে জোর মোদি-কার্নির
- দুই দেশে রাষ্ট্রদূতদের পুনর্বহাল এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে
- নিজ্জর হত্যা নিয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটি একটি বিচারাধীন বিষয়। এ ব্যাপারে মন্তব্য করার আগে সতর্ক থাকা জরুরি।

নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন দুই নেতা। মঙ্গলবারের বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দুই দেশে রাষ্ট্রদূতদের পুনর্বহাল এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন মোদি-কার্নি।

মোদি বলেন, 'আমাদের মধ্যে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে আমরা একমত হয়েছি। ভারত ও কানাডা দু-দেশই আন্তর্দেশীয় সন্ত্রাসবাদ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের বন্ধুত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে মুখিয়ে রয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী জানান, বাণিজ্য, জ্বালানি, মহাকাশ গবেষণা, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার, খনিজ, সার সহ বহু ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আদানপ্রদানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর কথার রেশ ধরে কার্নি বলেছেন, 'পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দিয়ে একে অপরের সহযোগীর ভূমিকা পালন করবে ভারত ও কানাডা।'

গতবছর কানাডায় খুন হয়েছিলেন খালিস্তানপন্থী জঙ্গিনেতা হরদীপ সিং নিজ্জর। ওই ঘটনার জন্য ভারতের দিকে আঙুল তুলেছিলেন কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। ভারত যদিও শুরু থেকে নিজ্জর হত্যায় যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারপরেও খালিস্তানপন্থীদের ভোট পেতে ভারত-বিরোধিতার রাজনীতি থেকে সরেননি ট্রুডো। যার জেরে দুই দেশের সম্পর্ক খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল। দুই দেশই একে অন্যের দেশ থেকে রাষ্ট্রদূতদের প্রত্যাহার করে নেয়। পরস্পরের বেশ কয়েকজন কূটনীতিককে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়। ধাক্কা খায় বাণিজ্য এবং ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া।

চলতি বছর কানাডায় জনপ্রিয়তা হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ট্রুডো। ক্ষমতায় আসেন মার্ক কার্নি। সেই পালাবদলের পর থেকে ফের ভারত-কানাডা সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত মিলছিল। জি-৭ উপলক্ষ্যে কানাডায় মোদির সাম্প্রতিক সফর যাতে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। নিজ্জর হত্যা নিয়েও এদিন ভিন্ন সুর শোনা গিয়েছে কার্নির গলায়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটি একটি বিচারাধীন বিষয়। এ ব্যাপারে মন্তব্য করার আগে সতর্ক থাকা জরুরি।'

ছাড়া পেয়েই ভাইয়ের শেষকৃত্যে মৃত্যুঞ্জয়ী

আহমেদাবাদ, ১৮ জুন : হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই নিহত ভাইয়ের শেষকৃত্যে যোগ দিলেন অভিশপ্ত এআই-১৭১ ড্রিমলাইনারের একমাত্র জীবিত যাত্রী বিশ্বাস কুমার রমেশ। বুধবার তাঁকে আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তার কিছুক্ষণ পরেই ওই বিমান দুর্ঘটনায় নিহত রমেশের ভাই অজয়ের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আহমেদাবাদ থেকে দিউয়ে গিয়ে চোখের জলে ভাইকে শেষবিদায় জানান রমেশ।

গত সপ্তাহে আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় এআই-১৭১-এর বাকি যাত্রী ও পাইলটের মৃত্যু হলেও বরাতজোরে বেঁচে যান রমেশ। তিনি ছিলেন এমার্জেন্সি দরজার পাশে ১১-এ আসনে।

ব্রিটিশ নাগরিক রমেশ ও তাঁর ভাই অজয় আদতে দিউয়ের বাসিন্দা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে তাঁরা দিউয়ে এসেছিলেন। অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারে চেপে তাঁরা লন্ডনে ফিরছিলেন। কিন্তু অজয়ের ভাগ্য রমেশের মতো সুপ্রসন্ন ছিল না। এদিকে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ১৯০ জনের মৃতদেহ ডিএনএ পরীক্ষার পর শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ১৫৯টি দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ড. রাকেশ যোশি এই কথা জানিয়েছেন।

এদিকে বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে আহমেদাবাদ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড স্টাফদের জিজ্ঞাসাবাদ করল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা। তাঁদের মোবাইল ফোনগুলিও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিশপ্ত বিমানটি ওড়ার আগে যাঁরা সেটির দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিমানবন্দরের বিভিন্ন দিকে মোতায়েন সিসিটিভির ফুটেজও পরীক্ষা করে দেখা হয়। নিরাপত্তা আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিমান দুর্ঘটনার ৩৬০ ডিগ্রি তদন্ত করা হচ্ছে। সমস্ত সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ককপিট ভয়েস রেকর্ডার এবং দ্বিতীয় ব্ল্যাকবক্সটিও পরীক্ষা করছে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)।

ভাইয়ের শেষযাত্রায় রমেশ। বুধবার দিউতে।

ধ্বংসস্তূপে টাকা, সোনা পেয়েও ফেরালেন ব্যবসায়ী

আহমেদাবাদ, ১৮ জুন : ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যেও সততা ও মানবতার বেনজির দৃষ্টান্ত রাখলেন সামান্য একজন ব্যবসায়ী। তাঁর নাম রাজু প্যাটেল। গত সপ্তাহে আহমেদাবাদে একটি আবাসিক হস্টেলের ওপর ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী ফ্লাইট (এআই-১৭১)। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান বিমানে থাকা ২৪১ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্য সহ মোট ২৭৯ জন।

এই ভয়াবহ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রথম সাড়া দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ৫৬ বছর বয়সি স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজু প্যাটেল। ১২ জুন দুর্ঘটনার মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে তিনি পৌঁছে যান ঘটনাস্থলের কাছে বিজে মেডিকেল কলেজে। আগুন ও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এলাকায় রাজু ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা আহতদের কাপড় ও চাটাইয়ে করে তুলে নিয়ে যেতে থাকেন অ্যাম্বুল্যান্সে।

রাজু বলেন, 'চারপাশে ধোঁয়া, আগুন আর আর্তনাদের মাঝে আমরা নিথর দেহগুলি উদ্ধার করতে থাকি। অনেক দেহ এতটাই পুড়ে গিয়েছিল যে চিনে ওঠা সম্ভব ছিল না।'

এরপর যখন দমকলকর্মীরা আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনেন, রাজু শুরু করেন ধ্বংসস্তূপে অনুসন্ধান। প্রায় তিন ঘণ্টা পর, যেখানে বিমানের ইঞ্জিনটি পড়েছিল সেই অতুল্যম বিল্ডিংয়ের কাছে কিছু ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে কয়েকটি ব্যাগ উদ্ধার করেন রাজু। সেই ব্যাগ খুলতেই তাঁর হাতে আসে মোটা নগদ টাকা, গয়না ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। তাঁর কথায়, 'গুনে দেখলাম প্রায় ৬০,০০০ নগদ টাকা রয়েছে একটি ব্যাগে। এছাড়া বিদেশি মুদ্রা, গয়না যেমন হার, বালা, মঙ্গলসূত্র, আংটি ও রুপোর জিনিস, ল্যাপটপ ও অন্যান্য কাগজত্র।' বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে তিনি সেগুলি সোজা তুলে দেন পুলিশের হাতে।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি জানান, 'উদ্ধার হওয়া সমস্ত জিনিসপত্র নথিভুক্ত করা হচ্ছে। পরে তা নিহতদের পরিবারকে ফেরত দেওয়া হবে।'

জাফর এক্সপ্রেসে ফের হামলা

কোয়েটা, ১৮ জুন : বালোচিস্তানের কাছে জাফর এক্সপ্রেসে আবার নাশকতার চেষ্টা হল! বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত হয়েছে ট্রেনের ছ'টি বগি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, জ্যাকোবাবাদের পশুহাটের কাছাকাছি রেললাইনের পাশে বিস্ফোরণটি ঘটে। এরপর নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রেললাইনের পাশে একটি গোরুর বাজারে তীব্র বিস্ফোরণ হয়। তার অভিঘাতেই লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি। কী কারণে বিস্ফোরণ, নেপথ্যে কার বা কাদের হাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গত মার্চ মাসেও হামলা হয়েছিল জাফর এক্সপ্রেসে। পুরো ট্রেন কবজা করে নিয়েছিল বালোচ বিদ্রোহীরা।

বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে খাইবারপাখতুনখোয়া প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার রেলপথে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে দিয়ে জাফর এক্সপ্রেস প্রতিদিনই যাতায়াত করে।

আর্মেনিয়া থেকে দেশের পথে ইন্ডিগো বিমানে উঠছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। বুধবার ইয়েরেভেন বিমানবন্দরে।

কম্পিউটার বিজ্ঞানে নোবেল বাঙালির

প্রাগ, ১৮ জুন : আরও একটি বড় আন্তর্জাতিক সম্মান এল বাঙালির ঝুলিতে। কম্পিউটার বিজ্ঞানের 'নোবেল' বলে পরিচিত গোডেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ঈশান চট্টোপাধ্যায়। তাত্ত্বিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের অন্যতম সেরা সম্মান বলে মনে করা হয় এই পুরস্কারকে। তবে কানপুর আইআইটির প্রাক্তনী ঈশান একা এই পুরস্কার পাচ্ছেন না। ২০২৫ সালের গোডেল পুরস্কার যুগ্মভাবে দেওয়া হচ্ছে 'ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট অস্টিন'-এর অধ্যাপক ডেভিড জুকারম্যানকেও।

এই দুই গবেষকের পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষণাপত্রের শিরোনাম 'এক্সপ্লিসিট টু-সোর্স এক্সট্র্যাক্টর্স অ্যান্ড রেসিলিয়েন্ট ফাংশনস'। এই গবেষণা প্রথম উপস্থাপিত হয় ২০১৬ সালে। এরপর ২০১৯ সালে অ্যানালস অফ ম্যাথাম্যাটিক্স পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গবেষণায় ঈশানরা এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা দুটি দুর্বল

'যথেচ্ছ ও অনির্দিষ্ট (র‍্যান্ডম) উৎস' থেকেও শক্তিশালী র‍্যান্ডম তথ্য তৈরি করতে পারে। প্রায় ৩০ বছর ধরে এই সমস্যার কোনও কার্যকর সমাধান ছিল না। এর সমাধান দিয়ে কম্পিউটার চর্চার জগৎকে চমকে দিয়েছেন ঈশানরা।

কম্পিউটার সিস্টেমে নিরাপদ যোগাযোগ, ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং অ্যালগরিদম নির্মাণে এই ধরনের র‍্যান্ডম তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে দুই বিজ্ঞানীর গবেষণা ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও নিরাপদ প্রযুক্তি নির্মাণের পথ সুগম করতে পারে।

দুটি সংস্থা--ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর থিওরিটিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর কম্পিউটিং মেশিনারি স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ অন অ্যালগরিদম অ্যান্ড কম্পিউটেশনাল থিওরি এই পুরস্কার দেয়। উচ্ছ্বসিত ঈশান বলেন, 'খুশি তো বটেই। এই পুরস্কার আমার কাছে এক অবিশ্বাস্য সম্মানও বটে। আমাদের গবেষণাপত্র এত বড় সম্মান পাওয়ায় একইসঙ্গে আনন্দিত ও বিস্মিত। নিজের গবেষণা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'এই কাজ র‍্যান্ডমনেস নিয়ে। এটা বলা যায় কম্পিউটার বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এটা এনক্রিপশন সিস্টেমকে আরও নিরাপদ করতে এবং জটিল অ্যালগরিদম তৈরিতে সাহায্য করে। এই ধরনের গবেষণা না হলে আধুনিক সাইবার নিরাপত্তা বা ক্রিপ্টোগ্রাফি অনেক পিছিয়ে থাকত।'

ইরান থেকে ভারতীয়দের ফেরানো শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ জুন : ইরানে ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। 'অপারেশন সিন্ধু' নামের অভিযানের মাধ্যমে ইরানে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করল মোদি সরকার। 'অপারেশন গঙ্গা', 'অপারেশন কাবুল' এবং 'অপারেশন অজয়'-এর ধাঁচে কেন্দ্রের আরও এক কৌশলগত

অপারেশন সিন্ধু

পদক্ষেপ এটি। বিদেশমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এবং ভারতীয় বায়ু ও নৌসেনার যৌথ উদ্যোগে চালানো হচ্ছে অপারেশন সিন্ধু।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, তেহরান ও ইস্পাহান সহ বিভিন্ন শহর থেকে শতাধিক ভারতীয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাঁদের দ্রুত সরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একাধিক বিশেষ বিমান এবং নৌপথে উদ্ধার পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হচ্ছে। তেহরানের উর্মিয়া মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ১১০ জন ভারতীয়কে মঙ্গলবারই ইরান থেকে আর্মেনিয়ায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বুধবার সেখান থেকে দোহায় পৌঁছেছেন তাঁরা। এদিনই ওই পড়ুয়াদের দোহা থেকে বিমানে দিল্লি নিয়ে আসা হচ্ছে। বুধবার মাঝরাতে পড়ুয়াদের বিমানটি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। প্রথম ধাপে যাঁদের দেশে ফেরানো হচ্ছে তাঁদের মধ্যে ৯০ জন কাশ্মীরের বাসিন্দা।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, 'প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের সুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি।' ইরান সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভারতীয় দূতাবাসও পরামর্শ ও সাহায্য দিচ্ছে ভারতীয়দের। ইরানের সংঘাতপূর্ণ অঞ্চল থেকে ১১০ জন ভারতীয় ছাত্রকে সড়কপথে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আর্মেনিয়ায়। বুধবার বিশেষ বিমানে তাঁরা ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

গোয়ায় বিয়ের টোপ, খুন তরুণী

পানাজি, ১৮ জুন : সোনম-রাজা-রাজের ত্রিকোণ সম্পর্কের নৃশংস পরিণতির সাক্ষী গোটা দেশ। এবার আরও একটি সম্পর্কের করুণ পরিণতি ঘটল। বিয়ের অছিলায় প্রেমিকাকে গোয়ায় নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। মৃতার নাম রোশনি মোজেস। কর্ণাটকের বাসিন্দা রোশনি প্রেমিক সঞ্জয় কেভিন এমের সঙ্গে গোয়ায় এসেছিলেন। দক্ষিণ গোয়ার প্রতাপনগরের জঙ্গল থেকে তাঁর গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মৃতার পরিচয় জানতে পুলিশকে বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু পরিচয় জানা যেতেই খোঁজ মেলে সঞ্জয়ের। বেঙ্গালুরু থেকে ২২ বছরের তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ গোয়ার পুলিশ সুপার টিকম সিং ভার্মা জানান, কোনও কারণে হবু দম্পতির মধ্যে অশান্তি হয়েছিল। চলতি সপ্তাহের শুরুতে রোশনিকে খুন করে দেহটি জঙ্গলে ফেলে আসেন সঞ্জয়। তারপর বেঙ্গালুরু পালিয়ে যান। এদিকে সোনম-রাজার হানিমুন মার্ডার মিস্ট্রিতে নয়া মোড়। তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার জন্য স্বামী রাজা রঘুবংশীকে ভাড়াটে খুনিদের দিয়ে খুন করিয়েছিলেন সোনম। পুলিশ জানতে পেরেছে, ১ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে একজনের সঙ্গে ১১৯ বার কথা বলেছিলেন সোনম। নম্বরটি 'সঞ্জয় ভার্মা হোটেল' নামে সেভ করা। তার খোঁজে পুলিশ।

প্রশ্নোত্তরে বারিমণ্ডল

সজল মজুমদার, *শিক্ষক*
বালাপুর উচ্চবিদ্যালয়
তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর

মাধ্যমিক
ভূগোল

১) সমুদ্রস্রোত কাকে বলে?

উত্তর : পৃথিবীর আবর্তন গতি, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রজলের লবণাক্ততা, উষ্ণতা, ঘনত্বের তারতম্য, সমুদ্রজলের গভীরতার পার্থক্য, তটরেখার প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে সমুদ্রের জলরাশি নিয়মিত নিরবচ্ছিন্নভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। একে সমুদ্রস্রোত বলে।

২) মগ্নচড়া বলতে কী বোঝো?

উত্তর : উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থলে শীতল স্রোতের সঙ্গে বয়ে আসা হিমশৈলগুলি উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে গলে যায়। এর ফলে হিমশৈলের মধ্যে থাকা নুড়ি, বালি, পলি, কাঁকর জমা হয়ে যে নিম্ন ভূভাগ গঠন করে তাকে মগ্ন চড়া বলে। উদাহরণ - গ্র্যান্ড ব্যাংক।

৩) বান ডাকা বলতে কী বোঝো?

উত্তর : ভরা জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল স্ফীত হয়ে নদী প্রবাহের বিপরীত দিকে প্রবল ঢেউ ও জলোচ্ছ্বাস নদীর মধ্যে দিয়ে বয়ে যায়। ঢেউ ও জলোচ্ছ্বাস সহ জোয়ারের কারণে নদীর এই বিপরীত প্রবাহকে বান ডাকা বলে।

৪) হিম প্রাচীর কাকে বলে?

উত্তর : উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে পাশাপাশি প্রবাহিত উত্তরমুখী উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের ঘন নীল জল এবং দক্ষিণমুখী শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের সবুজ জলের মাঝে এক বিভাজনরেখা বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। এই বিভাজনরেখাকে হিম প্রাচীর বলা হয়।

৫) সৌর জোয়ার কাকে বলে?

উত্তর : সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রে যে জলস্ফীতি ঘটে তাকে সৌরজোয়ার বলে। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে, যে বস্তুর ভর যত বেশি তার আকর্ষণ বল তত বেশি। চন্দ্র অপেক্ষা সূর্যের দূরত্ব বেশি হওয়ায় পৃথিবীর ওপর সূর্যের আকর্ষণ বল কম, তাই সৌর জোয়ারের প্রাবল্য তুলনামূলক কম।

৬) বেলোর্মি কী?

উত্তর : পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। এজন্য ভূপৃষ্ঠে জোয়ারের জল আবর্তনের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে স্রোতের মতো এগিয়ে যায়। জোয়ারের জলের এই স্রোত বা ঢেউয়ের মতো এগিয়ে যাওয়াই বেলোর্মি নামে পরিচিত।

৭) শৈবাল সাগর কাকে বলে?

উত্তর : পশ্চিমে উপসাগরীয় স্রোত, উত্তরে আটলান্টিক স্রোত, পূর্বে ক্যানারি স্রোত এবং দক্ষিণে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যবর্তী অংশে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের একটি বিশাল আয়তাকার এলাকাজুড়ে জলাবর্ত বা ঘূর্ণস্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। স্রোতবিহীন এই অংশে নানারকম আগাছা, শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। এজন্যই ওই অংশের নাম শৈবাল সাগর।

৮) ল্যাব্রাডর স্রোত কী?

উত্তর : সুমেরু অঞ্চল থেকে আগত সমুদ্রস্রোত যেটি আটলান্টিক মহাসাগরের নিউফাউন্ডল্যান্ড দ্বীপের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয় তা হল ল্যাব্রাডর স্রোত। এটি একটি অত্যন্ত শীতল সমুদ্রস্রোত।

৯) জিওস্ট্রপিক স্রোত কী?

উত্তর : উষ্ণ শীতল স্রোতের চক্রাকার জলাবর্ত অঞ্চলে জলতলের উচ্চতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা বেশি হয়। ফলে জলসমতা ফেরাতে হলে মৃদু স্রোত পাশের অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। একেই বলে জিওস্ট্রপিক স্রোত।

১০) মুখ্য জোয়ার কাকে বলে?

উত্তর : আবর্তনের সময় পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেই অংশের সমুদ্রের জলরাশি চাঁদের আকর্ষণে সবচেয়ে বেশি স্ফীত হয়ে যে জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাকে মুখ্য জোয়ার বলে।

১১) সিজিগি কী?

উত্তর : নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমণের সময় চাঁদ, পৃথিবী, সূর্যের অবস্থান যখন সরলরৈখিক হয় তাকে বলে সিজিগি অবস্থান। এই অবস্থানের দুটি উপবিভাগ আছে, প্রতিযোগ ও সংযোগ।

১২) গঙ্গা নদীতে বান ডাকে কেন?

উত্তর : বর্ষাকালে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা জোয়ারের সময় বঙ্গোপসাগরের জল যখন ফুলেফেঁপে ওঠে তখন গঙ্গা নদীর (হুগলি নদীর) সংকীর্ণ ফানেল আকার মোহনা দিয়ে সশব্দে বিপরীত দিকে প্রবেশ করতে থাকে। জলস্তর ৫-৭ মিটার উঁচু হয়ে গর্জন করে নদীখাতে প্রবেশ করায় গঙ্গার জলস্তর বাড়ে ও বান ডাকে।

১৩) ভরা কোটাল কী?

উত্তর : অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সূর্য ও চন্দ্রের মিলিত আকর্ষণী বলের প্রবল টানে যে তীব্র জোয়ারের সৃষ্টি হয় তাকেই ভরা কোটাল বা তেজ কোটাল বলে।

১৪) প্ল্যাংটন কী?

উত্তর : সমুদ্রজলে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীবকে বলে প্লাংকটন। এটি দু'প্রকারের হয়। উদ্ভিদ প্লাংকটন, প্রাণী প্লাংকটন। অগভীর মহিসোপান অঞ্চলে ও মগ্নচড়াগুলিতে প্ল্যাংটন বেশি জন্মায়। এগুলো মাছের প্রিয় খাদ্য।

১৫) গায়র বা কুণ্ডলী কাকে বলে?

উত্তর : উপক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ ও শীতল স্রোতে কোরিওলিস বলের প্রভাবে বেঁকে যে চক্রাকার জলাবর্ত সৃষ্টি করে তাকে বলে কুণ্ডলী বা গায়র।

১৬) হিমশৈল কী?

উত্তর : সমুদ্রে ভাসমান বিশালাকার বরফের চাঁই হল হিমশৈল। হিমশৈলের নয় ভাগের এক ভাগ জলের ওপর এবং নয় ভাগের আট ভাগ জলের ভেতর থাকে। উচ্চ অক্ষাংশে শীতল সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে দুই মেরু অঞ্চল থেকে হিমশৈল ভেসে আসে।

১৭) নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত কী?

উত্তর : উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যভাগ দিয়ে একটি ক্ষীণ স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এই স্রোতকে নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত বলা হয়।

১৮) অ্যাপোজি ও পেরিজি কী?

উত্তর : চন্দ্রের কেন্দ্র যখন পৃথিবীর কেন্দ্রের থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে (৪,০৭,০০০ কিমি) তখন তাকে অ্যাপোজি অবস্থান বলে, পাশাপাশি চন্দ্রের কেন্দ্র যখন পৃথিবীর কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে অবস্থান করে, (৩,৫৬,০০০ কিমি) তখন তাকে পেরিজি অবস্থান বলে।

১৯) অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের দুটি উষ্ণ ও দুটি শীতল স্রোতের নাম কী?

উত্তর : উষ্ণ স্রোত দুটি হল- ক্যানারি স্রোত ও ব্রাজিল স্রোত। শীতল স্রোত দুটি হল - ল্যাব্রাডর স্রোত ও বেঙ্গুয়েলা স্রোত।

২০) ভারত মহাসাগরের দুটি উষ্ণ ও দুটি শীতল স্রোতের নাম কী?

উত্তর : উষ্ণ স্রোত দুটি হল- মোজাম্বিক স্রোত ও মাদাগাস্কার স্রোত। শীতল স্রোত দুটি হল- কুমেরু স্রোত ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত।

জানার বিষয়

- সমুদ্রস্রোতকে মহাসাগরের 'থার্মাল রেগুলেটর' বলে।
- ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বর সর্বশেষ 'সুপার মুন' বা বিশাল আকৃতির চাঁদ দেখা গিয়েছিল।
- পৃথিবীর ওপর চাঁদের আকর্ষণ বল সূর্য অপেক্ষা ২.২ গুণ বেশি।
- বিশ্বের বৃহত্তম মগ্নচড়া গ্র্যান্ড ব্যাংক।
- একটি জোয়ার ও একটি ভাটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ১১ সেকেন্ড।
- পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের দুর্গাদোয়ানী খাঁড়িতে জোয়ার ভাটা বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।
- মিয়ামি, বারমুডা ও পুয়েতোরিকো নিয়ে গঠিত বারমুডা ট্রায়াংগল অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত।
- বিজ্ঞানীদের মতে, অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের গভীরে আমেরিকার নিকট বিশাল পরিমাণে হাঙর মাছের বসবাস।
- ফার্দিনান্দ ম্যাগেল্যান প্রশান্ত মহাসাগরের নাম দেন 'Mar Pacifico' পর্তুগাল ভাষায় যার অর্থ শান্তিপূর্ণ সমুদ্র।
- পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী সমুদ্রস্রোত হল উপসাগরীয় স্রোত।
- সমুদ্রের জলের গভীরে যে স্তরের নীচে সমুদ্রের লবণাক্ততা ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় তাকে বলে পিকনোক্লাইন স্তর।
- সমুদ্রজলের লবণাক্ততা অনুসারে সমুদ্রজলের ঘনত্বের তারতম্যে যে স্রোত সৃষ্টি হয় তাকে বলে থামোহ্যালাইন স্রোত।
- সেভোয়ার ড্রপ বা ভাদ্রুপ একক দ্বারা সমুদ্রস্রোতের জলের আয়তন পরিমাপ করা হয়।
- মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার স্রোতের মিলিত প্রবাহ হল আগুলহাস স্রোত।
- কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মরা কোটাল ঘটে।

বংশগতি ও জিনগত রোগসমূহ

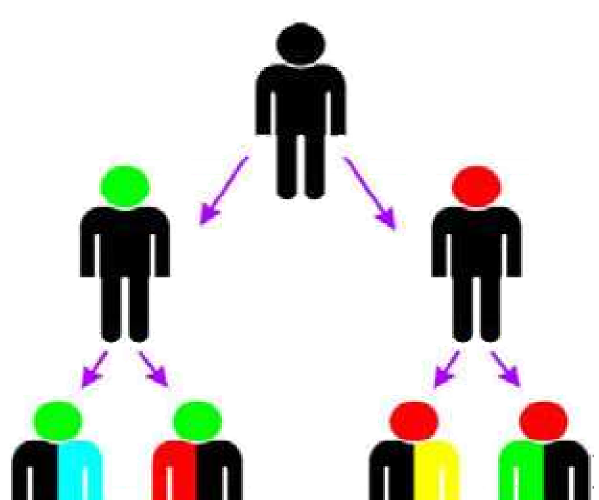

সুবীর সরকার, *শিক্ষক*
সরিয়াম যশোধর উচ্চবিদ্যালয়
জলপাইগুড়ি

মাধ্যমিক
জীবনবিজ্ঞান

১) বংশগতি কাকে বলে?

উঃ- যে প্রক্রিয়ায় জনিতৃ জীবের (পিতা-মাতার) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অপত্য জীবে (সন্তান-সন্ততিতে) সঞ্চারিত হয়, তাকে বংশগতি বলে।

২) বংশগতির জনক কাকে বলা হয়?

উঃ- অস্ট্রিয়া নিবাসী ধর্মযাজক ও গণিতজ্ঞ গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে বংশগতির জনক বলা হয়।

৩) সুপ্রজনন বিদ্যা বা জেনেটিক্স কাকে বলে?

উঃ- বিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঞ্চারণ পদ্ধতি ও প্রকরণ (উৎপত্তি, কারণ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে জেনেটিক্স বা সুপ্রজনন বিদ্যা বলে।

৪) জেনেটিক্স শব্দটি প্রথম কে প্রবর্তন করেন?

উঃ- বিজ্ঞানী বেটসন প্রথম জেনেটিক্স শব্দটি প্রবর্তন করেন।

৫) প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশন কাকে বলে?

উঃ- একই প্রজাতিভুক্ত জীবের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে সমস্ত পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ বা ভেদ বা ভ্যারিয়েশন বলে।

জিনের পরিবর্তন, জিনের পুনঃসংযুক্তি, ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন ও পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে জীবদেহে প্রকরণ সৃষ্টি হয়।

৬) একটি অটোজোমে অবস্থিত প্রকট জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রকরণ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দাও?

উঃ- 'মানুষের রোলার জিভ' এই বৈশিষ্ট্যটি অটোজোমে অবস্থিত প্রকট জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জিভ রোল করতে না পারা বৈশিষ্ট্যটি (স্বাভাবিক) প্রচ্ছন্ন জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৭) বংশগতির একক কী?

উঃ- মেন্ডেলের তত্ত্ব অনুযায়ী কোনও জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারক হল – 'ফ্যাক্টর' পরবর্তীকালে (১৯০০ খ্রিস্টাব্দে) বিজ্ঞানী জোহানসেন যার নামকরণ করেন 'জিন'। সাধারণ অর্থে জিন হল বংশগতির একক যা DNA দ্বারা গঠিত এবং ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে (লোকাস) অবস্থান করে ও একটি প্রোটিন অণু সৃষ্টির মাধ্যমে জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য (ফিনোটাইপ) প্রকাশ করে।

৮) বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বলতে কী বোঝো?

উঃ- জীবের আকার, আকৃতি, দৈর্ঘ্য, বর্ণ প্রভৃতি অঙ্গসংস্থানগত ও শারীরবৃত্তীয় লক্ষণ যার দ্বারা কোনও জীবকে অপর কোনও জীব থেকে আলাদা করা যায়, তাকে বৈশিষ্ট্য বা প্রলক্ষণ বলে।

যেমন- মটর গাছের লম্বা বা খর্ব লক্ষণ।

৯) অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ কাকে বলে?

উঃ- সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত সাদৃশ্যমূলক বা বৈসাদৃশ্যমূলক জিন যুগ্মকে বলে অ্যালিল বা অ্যালিলোমর্ফ।

১০) লোকাস কাকে বলে?

উঃ- ক্রোমোজোমের যে নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট জিন অবস্থান করে, সেই স্থানটিকে ওই জিনটির লোকাস বলে।

১১) সংকরায়ণ কাকে বলে?

উঃ- এক বা একাধিক চরিত্রের বিকল্প বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবের মধ্যে যে যৌন জননের ফলে অপত্য জীবের সৃষ্টি হয়, তাকে সংকরায়ণ বলে। যেমন- বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছের (TT) সঙ্গে খর্ব মটর গাছের (tt) যৌন জনন।

১২) হোমোজাইগাস জীব বলতে কী বোঝো?

উঃ- সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ার একই লোকাসে যদি একই বৈশিষ্ট্য বহনকারী দুটি একই রকম অ্যালিল থাকে, তবে ওই বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জীবটিকে হোমোজাইগাস জীব ও জীবটি যে জাইগোট থেকে সৃষ্টি হয় তাকে হোমোজাইগোট বলে। উদাহরণ বিশুদ্ধ লম্বা (TT), বিশুদ্ধ খর্ব (tt)।

১৩) হেটারোজাইগাস জীব কাকে বলে?

উঃ- সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ার একই লোকাসে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন থাকলে ওই বৈশিষ্ট্যটির জন্য দায়ী জীবটিকে হেটারোজাইগাস জীব ও জীবটি যে জাইগোট থেকে সৃষ্টি হয় তাকে হেটারোজাইগোট বলে। উদাহরণ- সংকর লম্বা (Tt)

১৪) জনিতৃ জনু কাকে বলে?

উঃ- বংশগতি ক্রসে প্রথমে যে দুটি জীবের মধ্যে জনন ঘটানো হয় তাদের জনিতৃ জনু বলে।

উদাহরণ, মেন্ডেল মটর গাছের ক্রসে প্রথমে বিশুদ্ধ লম্বা গাছের সঙ্গে বিশুদ্ধ খর্ব গাছের ক্রস ঘটান। এই দুটি উদ্ভিদ হল জনিতৃ জনু (Parental জনু বা P জনু)।

১৫) অপত্য জনু কাকে বলে?

উঃ জনিতৃ জনুর ক্রসের ফলে সৃষ্ট জীবগুলিকে অপত্য জনু (Filial generation বা F জনু) বলে।

১৬) প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝো?

উঃ- দুটি বিপরীতধর্মী বিশুদ্ধ জীবের ক্রস ঘটানোর ফলে পরবর্তী প্রজন্মে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে বাধা দেয় তাকে বলে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং যে বৈশিষ্ট্যটি সুপ্ত অবস্থায় থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে।

যেমন- বিশুদ্ধ লম্বা ও বিশুদ্ধ খর্ব মটর গাছের ক্রসের ফলে উৎপন্ন সব অপত্য গাছ লম্বা হয়। অর্থাৎ লম্বা বৈশিষ্ট্যটি প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং খর্ব বৈশিষ্ট্যটি প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য।

১৭) মানুষের কয়েকটি প্রকট বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দাও?

উঃ- মানুষের কয়েকটি প্রকট বৈশিষ্ট্য হল কালো বর্ণের চুল, কোঁকড়ানো চুল, রোলার জিভ, মুক্ত কানের লতি ইত্যাদি।

১৮) ফিনোটাইপ ও জেনোটাইপ বলতে কী বোঝো?

উঃ- জীবের কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক প্রকাশকে ফিনোটাইপ বলে।

যেমন মটর গাছের 'উচ্চতা'- এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটির ফিনোটাইপ লম্বা অথবা খর্বাকার হতে পারে।

কোনও জীবের চরিত্রের জিনগত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশকে জিনোটাইপ বলে।

যেমন- লম্বা মটর গাছের জন্য নির্ধারিত জিনোটাইপ Tt (সংকর লম্বা) বা TT (বিশুদ্ধ লম্বা)

১৯) প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য সর্বদা বিশুদ্ধ প্রকৃতির হয় কেন?

উঃ- প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল কখনোই প্রকট অ্যালিলের উপস্থিতিতে প্রকাশিত হতে পারে না অর্থাৎ হেটারোজাইগাস অবস্থাতে প্রচ্ছন্ন অ্যালিল কখনোই প্রকাশিত হয় না। কোনও জীবের দেহে দুটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল উপস্থিত থাকলে অর্থাৎ হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ অবস্থাতেই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।

উদাহরণ, দীর্ঘ মটর উদ্ভিদের জেনোটাইপ TT বা Tt হতে পারে কিন্তু খর্ব মটর উদ্ভিদের জিনোটাইপ সর্বদা tt হয়।

২০) মেন্ডেল তাঁর বংশগতি পরীক্ষার জন্য কতগুলি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নির্বাচিত করেছিলেন কী কী?

উঃ- মেন্ডেল মোট সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য তাঁর বংশগতি সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন।

যথা-

i) কাণ্ডের দৈর্ঘ্য(লম্বা /খর্ব),
ii)ফুলের অবস্থান(কাক্ষিক/ শীর্ষ),
iii)বীজের আকৃতি (গোল/ কুঞ্চিত),
iv) বীজপত্রের বর্ণ (হলুদ/ সবুজ),
v) ফুলের বর্ণ (বেগুনি/ সাদা),
vi)ফলের আকৃতি (স্ফীত/ খাঁজবিশিষ্ট),
vii)ফলের বর্ণ (সবুজ/ হলুদ)

২১) একসংকর জনন কাকে বলে?

উঃ- একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটানোর পদ্ধতিকে একসংকর জনন বলে।

২২) একসংকর জননে প্রাপ্ত ফিনোটাইপ অনুপাত ও জিনোটাইপ অনুপাত লেখো।

উঃ-একসংকর জননে প্রাপ্ত ফিনোটাইপ অনুপাত হল- ৩:১ এবং জিনোটাইপ অনুপাত হল ১:২:১।

২৩) একসংকর জননে ফিনোটিপিকালি কত প্রকারের এবং জিনোটিপিকালি কত প্রকারের জীব F2 জনুতে পাওয়া যায়?

উঃ-একসংকর জননে F2 জনুতে ফিনোটিপিকালি দুই প্রকারের এবং জিনোটিপিকালি তিন প্রকারের জীব পাওয়া যায়।

২৪) একসংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্রটি লেখো?

উঃ- একসংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বংশগতি সংক্রান্ত মেন্ডেলের প্রথম সূত্র (পৃথকীভবনের সূত্র)-

একজোড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবের মধ্যে সংকরায়ণ ঘটালে প্রথম অপত্য জনুতে সৃষ্ট সংকর জীবে ফ্যাক্টর দুটি একত্রিত হলেও তারা কখনও মিশ্রিত হয় না, পরবর্তী ক্ষেত্রে গ্যামেট গঠনকালে ফ্যাক্টর দুটি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়।

২৫) মেন্ডেলের একসংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত উপসূত্রটি লেখো?

উঃ- মেন্ডেলের এক সংকর জননের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত উপসূত্র (প্রকট -প্রচ্ছন্নতার সূত্র)-

একসংকর জননে প্রথম অপত্য জনুতে সৃষ্ট সংকর জীবে দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলেও ফিনোটাইপে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয় এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে।

স্বাধীনোত্তর ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

মোনালিসা চৌধুরী, *সহকারী অধ্যাপক, এনবিএস কলেজ অফ এডুকেশন, জলপাইগুড়ি*

উচ্চমাধ্যমিক
শিক্ষাবিজ্ঞান

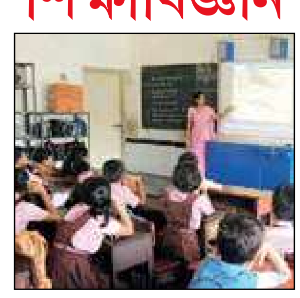

প্রশ্ন ১ : স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন কোনটি?

ক) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন
খ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন
গ) কোঠারি কমিশন
ঘ) জাতীয় জ্ঞান কমিশন

সঠিক উত্তর : খ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন।

প্রশ্ন ২ : 'Learning without Burden' রিপোর্টের সঙ্গে কোন নীতির সংযোগ রয়েছে?

ক) জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬
খ) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন
গ) মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন
ঘ) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০

সঠিক উত্তর : ক) জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬।

প্রশ্ন ৩ : মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন স্কুলকে কোন দিক থেকে সংস্কার করতে চেয়েছিল?

ক) উচ্চশিক্ষা প্রসার
খ) কর্মমুখী শিক্ষা
গ) নৈতিক শিক্ষাবাদ
ঘ) শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা

সঠিক উত্তর : খ) কর্মমুখী শিক্ষা।

প্রশ্ন ৪ : জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬-তে কোন নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করা হয়?

ক) NIOS
খ) SCERT
গ) DIET
ঘ) NCERT

সঠিক উত্তর : গ) DIET.

প্রশ্ন ৫ : কোঠারি কমিশন কোন স্লোগান ব্যবহার করেছিল?

ক) 'Education for All'
খ) 'Education and National Development'
গ) 'Padhe Bharat, Badhe Bharat'
ঘ) 'Sabko Shiksha, Achhi Shiksha'

সঠিক উত্তর : খ) 'Education and National Development'.

প্রশ্ন ৬ : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী কোন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে?

ক) বার্ষিক পরীক্ষা
খ) ধারাবাহিক মূল্যায়ন
গ) মুখস্থনির্ভর পরীক্ষা
ঘ) শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা

সঠিক উত্তর : খ) ধারাবাহিক মূল্যায়ন।

প্রশ্ন ৭ : নারীশিক্ষার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা কী?

ক) অতিরিক্ত স্কুল ফি
খ) সামাজিক কুসংস্কার
গ) কম শিক্ষক সংখ্যা
ঘ) ভাষাগত সমস্যা

সঠিক উত্তর : খ) সামাজিক কুসংস্কার।

প্রশ্ন ৮ : কোঠারি কমিশন কত বছর মেয়াদি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছিল?

ক) ৬-১২
খ) ৬-১৪
গ) ৫-১৫
ঘ) ৭-১৬

সঠিক উত্তর : খ) ৬-১৪।

প্রশ্ন ৯ : NEP 2020 অনুযায়ী কোন স্তরে কোডিং শেখানো শুরু হবে?

ক) প্রাথমিক স্তর
খ) মাধ্যমিক স্তর
গ) মধ্যপ্রাথমিক স্তর
ঘ) উচ্চমাধ্যমিক স্তর

সঠিক উত্তর : গ) মধ্যপ্রাথমিক স্তর (Middle stage)।

প্রশ্ন ১০ : EWS গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য কোনটি প্রদান করা হয়?

ক) বিনামূল্যে খাবার
খ) বিশেষ কোচিং
গ) আর্থিক সহায়তা ও সংরক্ষণ
ঘ) হস্টেল সুবিধা

সঠিক উত্তর : গ) আর্থিক সহায়তা ও সংরক্ষণ।

ঘোগোমালি জুনিয়ার বেসিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সায়ন্তিকা মণ্ডল গানে পারদর্শী। নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার জিতে নিয়েছে সে।

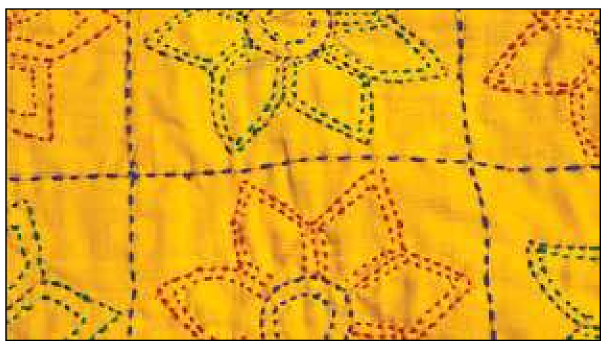

স্মৃতির পাতায় ভিজছে কাঁথা

ঘনঘোর বর্ষাকালে যখন বাইরের পরিবেশের সঙ্গে ঘরটাও ঠান্ডা হয়ে আসে তখন একটা কাঁথা গায়ে টেনে আরামের ঘুম দেওয়াই যায়। তবে সেই টানে এখন আর কাঁথা আসে না। বরং একটা হালকা ব্ল্যাঙ্কেট চলে আসতে পারে। কখন যে বাহারি পশমের কম্বল, হালকা লেপকাঁথাকে একেবারে চাপা দিয়ে দিয়েছে তা অনেকেই বুঝে উঠতে পারেনি। কাঁথাও আর সেই চাপ থেকে বেরোতে পারেনি, আলোকপাত করলেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**।

বাচ্চার উপহার

আগে পুরোনো শাড়ি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠলেই সেগুলোকে আলাদা করে গুছিয়ে রাখা হত। সেই শাড়ির পাড় থেকেই সুতো সংগ্রহ করে পুরোনো শাড়িগুলো দিয়েই তৈরি হত কাঁথা। কেউ বা তৈরি করতেন সাদামাঠা কাঁথা আবার শৌখিনরা তার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতেন নানা ধরনের নকশা। সেই কাঁথা গায়ে দিয়ে আরামের ঘুম দিতেন অনেকেই। তবে শুধু ঘুমই নয়। কাঁথা সুন্দর হলে উপহারেও দেওয়া হত। বাড়িতে ছোট বাচ্চা থাকলে তার জন্য কাঁথা তৈরির ধুম লেগে যেত। ছোটটিকে দেখতে এলেও অনেকে হাতে করে কাঁথা তৈরি করে আনতেন। আবার হাতে কাঁথা তৈরি করে বিক্রিই ছিল অনেকের পেশা।

তৈরির যত ঝক্কি

ধীরে ধীরে কাঁথা এখন লুপ্তপ্রায়। কারও ক্ষেত্রে তৈরি করার সময় থাকে না। কারও আবার তৈরি করলেও নাকি ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। শিলিগুড়ি সংলগ্ন রাঙ্গাপানি এলাকার বাসিন্দা গীতা বসাক বলছিলেন, 'কাঁথা তৈরি করতে অনেকটা সময় লাগে। এখন নানারকমের ব্ল্যাঙ্কেটের যুগে সেভাবে কাউকে কাঁথা গায়ে দিতে দেখি না। তাই কষ্ট করে আর বানাই না। শুধু শুধু এত ঝক্কি করে কী লাভ।' তিনি বলেন, 'তবে পুরোনো কাপড়, পর্দা পেলে আমি এখনও সরিয়ে রাখি। বসার আসন তৈরি করি, পা মোছার পাপস বানাই। এগুলো ঘরে সবাই ব্যবহার করে। টেবিলে খেতে বসার সময় চেয়ারে আসনগুলো পেতে দিই। আরাম করে সবাই খেতে পারে।'

আবহাওয়া কই

সেলাই ও হাতের কাজের সঙ্গে বাঙালি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কিছু জিনিস শেষ হয়েও শেষ হয় না। এই যেমন কাওয়াখালি এলাকার বাসিন্দা অপর্ণা মহন্ত বলছিলেন, 'কাঁথা গায়ে দেওয়ার জন্য ঠিক যে আবহাওয়া দরকার তেমন আবহাওয়া আর শিলিগুড়িতে নেই। হয় অতি গরম নাহলে সকালে এসির হাওয়ায় ঘর একেবারে ঠান্ডা। তখন একটা হালকা ব্ল্যাঙ্কেট গায়ে টেনে নিতে হয়। ভোরে শীতল বাতাস যেন আর ঘরে ঢোকে না। বাচ্চাদের জন্যও এখন ন্যাপি ভরসা। তাদের জন্যও কাঁথা তৈরি হয় না। বারবার ধোয়া, শুকোনো এসবের ঝামেলা কেউ করতে চায় না। সুতির কাপড় দিয়ে তাই বাচ্চাদের জন্য কাঁথাও আর তৈরি হয় না। তবে মাঝে কিছু টেবিল ক্লথ তৈরি করেছিলাম। ছেলেমেয়েদের দিয়েছি, আর আমার ঘরেও দুটো রেখেছি।'

দিক বদল

সুতপা লাহিড়ি বলছিলেন, 'আগে তো ঘরে ঘরে সেলাই চলত। কাঁথাই বানাতে হবে তা নয়, আয়নার পর্দা, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, বসার আসন, সোয়েটার, মোজা, মাফলার আরও নানা ধরনের জিনিস তৈরি চলত। স্কুলগুলোতেও হাতের কাজের ক্লাসে নানা ধরনের সেলাই শেখানো হত। হেম, রান, ভরাট, চেন, চিকন, ডাল, ফ্রেঞ্চনট কত ধরনের ফোঁড় শেখানো হত সেখানে। সেসবের প্র্যাকটিস চলত বাড়িতে। তাদের শেখাতে গিয়ে নিজেরও ঝালাই হয়ে যেত। এখন সেসব হয় কি না জানি না। তবে এখন আর কেউ শিখতে আসেও না, আর শিখতে চায়ও না।'

নকশির কদর

কাঁথায় নকশা তুলে তৈরি নকশিকাঁথা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও সুখ্যাতি লাভ করেছে। বাঙালির রুচি ও সংস্কৃতির কাঁথা এখন ব্যবহারে অত ঝোঁক না থাকলেও মনের কোনায় কাঁথা জ্বলজ্বল করে জ্বলবে।

আশিঘর মেইন রোডের বেহাল অবস্থা। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

কলেজে ভর্তির ফর্ম ফিলআপ শুরু

সার্ভার বিভ্রাটে প্রথমদিনই দুর্ভোগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : শুরুতেই ধাক্কা। সার্ভার বিভ্রাটে প্রথম দিনেই প্রায় ৫ ঘণ্টা বন্ধ রইল কলেজে ভর্তির ফর্ম ফিলআপ প্রক্রিয়া। সকাল থেকে সাইবার ক্যাফেতে এসে লাইন দিয়েও হাপিত্যেশ করে ফিরতে হল অনেককে। কেউ কেউ ধৈর্য ধরে ফর্ম ফিলআপ করলেও দিনভর ভোগান্তিতে আপাতদৃষ্টিতে বেশ অসন্তুষ্ট।

এই যেমন সুকান্তপল্লির সৃজিতা রায়ের কথাই ধরা যাক। সকাল ১০টায় পোর্টাল খুলবে জেনে সকাল সাড়ে ন'টাতেই কলেজপাড়ার একটি ক্যাফেতে হাজির তরুণী। সঙ্গে আরও জনা পাঁচেক বান্ধবী। ভেবেছিলেন, ফর্ম ফিলআপ করতে কতক্ষণই বা লাগবে, বড়জোর ঘণ্টাখানেক। তাই পরিকল্পনা ছিল, বাড়ি ফিরেই দুপুরের খাবার খাবেন। কিন্তু তা আর হল কই।

সকালের একপশলা বৃষ্টি শেষে মেঘের চাদর সরিয়ে সূর্য উঁকি দিতেই ঘেমেনেয়ে একশেষ সৃজিতা। ওই ক্যাফের সামনে তখন আরও জনা পঁচিশেক ছেলেমেয়ের লাইন। সকলেই অপেক্ষায় পোর্টাল খোলার। কিন্তু ক্যাফের মালিক বাইরে এসে সাফ জানিয়ে দিলেন, পোর্টাল খুলছে না। অধৈর্য হয়ে লাভ নেই। সৃজিতার মতো অনেকেই তখন খিদের জ্বালায় কাতরাচ্ছেন। তাই গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলেন খাবারের দোকানের দিকে। সৃজিতার কথায়, 'বেলা ১টা পর্যন্ত ক্যাফের সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। পরে ৪টে নাগাদ ফর্ম ফিলআপ করতে পেরেছি। এতটা ভোগান্তি হবে বুঝিনি।'

এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ফর্ম ফিলআপের জন্য খুলে দেওয়া হয় উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কেন্দ্রীয় পোর্টাল। কিন্তু বিকাল ৩টা পর্যন্ত সার্ভার বিভ্রাটের জেরে প্রক্রিয়াটি আটকে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তা স্বাভাবিক হয়।

প্রথম দিন যে সমস্যা হতে পারে, সেই আশঙ্কা ছিলই। সেইসঙ্গে ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে রাজ্য সরকারের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেওয়ায় ওই বিষয়টি নিয়েও জটিলতা ছিল। তবে এদিন পড়ুয়াদের অনেকেই ফর্ম ফিলআপের সময় ওবিসি শংসাপত্রের তথ্য দিয়েছেন।

শিলিগুড়ির এক ক্যাফেতে ভর্তির ফর্ম ফিলআপের জন্য পড়ুয়াদের ভিড়।

বন্ধ পাঁচ ঘণ্টা

- শিলিগুড়ি শহরের সাইবার ক্যাফেগুলিতে ফর্ম ফিলআপের জন্য সকাল থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে
- এদিন সকাল ১০টা নাগাদ ফর্ম ফিলআপের জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কেন্দ্রীয় পোর্টাল খুলে দেওয়া হয়
- সার্ভার বিভ্রাটের কারণে গোটা প্রক্রিয়া বিকেল ৩টে পর্যন্ত আটকে থাকে
- পরে পোর্টাল স্বাভাবিক হলে ছাত্রছাত্রীরা ফর্ম ফিলআপ করতে পারেন

এদিন সকাল থেকে শিলিগুড়ি শহরের সাইবার ক্যাফেগুলিতে ফর্ম ফিলআপের জন্য ভিড় বাড়তে থাকে। অনেক পড়ুয়া নিজেদের স্মার্টফোন থেকেও ফর্ম ফিলআপের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু সার্ভার বসে যাওয়ায় অনেকেই ভেবেছিলেন, মোবাইলেই বুঝি সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু ক্যাফেতে এসে ভিড় দেখে ভুল ভাঙে তাঁদের।

সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা গোবিন্দ সরকার প্রথমে নিজেই স্মার্টফোনে চেষ্টা করছিলেন। তবে সার্ভারের বিভ্রাটের জেরে তা সম্ভব হচ্ছিল না। গোবিন্দর কথায়, 'এখনও ফর্ম ফিলআপের অনেক সময় রয়েছে। তবু একটা সংশয় থেকে যায়। সেই থেকেই সবাই একসঙ্গে পোর্টালে ঢোকার চেষ্টা করছিল। আর তাতেই হয়তো সার্ভার বসে গিয়েছিল। দুপুর ৩টার পর পোর্টালে ফর্ম ফিলআপ শুরু হলেও, একটি কলেজের ফর্ম ফিলআপ করতেও কমবেশি প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগছিল। সেইজন্য এদিন আর ফর্ম ফিলআপ করিনি।'

ফর্ম ফিলআপের সময় উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট ও অ্যাডমিট কার্ড, মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, আধার কার্ড, জাতিগত শংসাপত্র স্ক্যান করে পোর্টালে আপলোড করতে হচ্ছে। পড়ুয়াদের অনেকে সেই প্রক্রিয়ায় সড়োগড়ো না হওয়ায় অভিভাবকদের নিয়ে ক্যাফেগুলিতে ভিড় জমিয়েছিলেন। হায়দরপাড়ার বাসিন্দা শামিমা পারভিন তাঁর বাবার সঙ্গে কলেজপাড়ার একটি ক্যাফেতে এসেছিলেন। শামিমা সেখানে ওবিসি শংসাপত্র পোর্টালে আপলোড করেন। ছাত্রীটির কথায়, 'ওবিসি শংসাপত্র আপাতত আপলোড করে রাখলাম। পরীক্ষার ফল ভালো রয়েছে। তাই সংরক্ষণ নিয়ে ভাবছি না।'

শামিমার বাবা মহম্মদ সাহিদুল বলছেন, 'ওবিসি শংসাপত্রের বিষয়টি বিচারাধীন। জানি না, শেষপর্যন্ত আমাদের শংসাপত্রটির গুরুত্ব থাকবে কি না। তবে মেয়েকে বলেছি, সবকয়টি কলেজে ফর্ম ফিলআপের সময় ওবিসি সম্পর্কিত তথ্য দিতে।'

২৪ ঘণ্টা খোলা ওষুধের দোকান

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : শিলিগুড়িবাসীর জন্য সুখবর। সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা ওষুধের দোকান খোলা রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। উদ্যোগ নিচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ডাবগ্রামে পুরসভার মাতৃসদনে ওই দোকানটি চালু করার জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। ওষুধ বিক্রিতে দামের ওপর ছাড়ের সুযোগও পাবেন সাধারণ মানুষ। তবে কতটা ছাড়, তা এখনও ঠিক হয়নি। জুলাই থেকে সাধারণ মানুষ এই সুবিধা পাবেন।

পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলেন, 'মাতৃসদনে ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকার ওষুধের দোকান খুলব আমরা। তবে ওষুধের দামের ওপর কত শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে।' মাতৃসদনে

মাতৃসদনে চালু হবে জুলাই মাসে

নতুন ইউএসজি মেশিনও বসানো হবে। স্থানীয় বাসিন্দা অরিন্দম সাহার কথায়, 'রাতে ওষুধের দরকার হলে খুব সমস্যা হয়। এখন বাড়ির পাশে ২৪ ঘণ্টা ওষুধ পাওয়া যাবে। এই উদ্যোগে সবাই উপকৃত হবেন।'

একই মত আরেক স্থানীয় বাসিন্দা রেবা রায়ের। তিনি বলেন, 'এই ধরনের আরও দোকান শহরের বিভিন্ন এলাকায় খুললে সাধারণ মানুষের খুব উপকার হবে।' সত্যিই তো, রাতে হঠাৎ ওষুধের দরকার হলে কোথায় পাওয়া যাবে! খুব সামান্য সংখ্যার দোকানই গভীর রাতে খোলা থাকে। ফলে প্রয়োজন হলে ভাবতে হয়, কোথায় গেলে ওষুধের দোকান খোলা পাওয়া যাবে।

যদিও শিলিগুড়ি হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান রয়েছে। সেখানে কম দামে ওষুধ পাওয়া যায়। তবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে এই ধরনের ওষুধের দোকান আগে খোলা হয়নি।

সরকারি রাস্তা দখল করে তৈরি হয়েছে গ্যারাজ, গুদাম

পথের দাবিতে কোর্টে মামলা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : সরকারি তালিকা অনুযায়ী রয়েছে ৪০ ফুট চওড়া রাস্তা। মানচিত্রেও রয়েছে রাস্তার উপস্থিতি। এলআর খতিয়ানেও দেখা যাচ্ছে রাস্তা। কিন্তু সরকারি কাগজে-কলমে রাস্তা থাকলেও, বাস্তবে ওই জায়গায় রয়েছে বড় গ্যারাজ, গুদাম। কেউ কেউ আবার নতুন করে নির্মাণকাজ করছেন। ঘটনাটি শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার ডাবগ্রাম ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি এলাকার। খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি থেকে ইস্টার্ন বাইপাস সংযোগকারী রাস্তা মাঝপথ থেকে দখল হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানিয়েছেন স্থানীয় মানুষেরা। বিজেপি, তৃণমূল সব রাজনৈতিক দলের নেতারা এক হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ না হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রিট পিটিশন দাখিল হল। রাজ্য সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, বিএলআরও এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট ফাইল করেছেন প্রকাশ ছেত্রী নামে এক ব্যক্তি। তাঁকে আর্থিক এবং মানসিকভাবে সহযোগিতা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শংকর তেলির বক্তব্য, 'আমরা স্থানীয়রা চাই ওই রাস্তা উদ্ধার হোক। প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করাতেই আদালতের দ্বারস্থ হওয়া।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দামু ছেত্রী মামলাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলছেন, 'দলমতনির্বিশেষে আমরা এই কাজে নেমেছি। ৪০ ফুটের রাস্তা দখল হয়ে গিয়েছে, এটা মানা যায় না।'

মানে না মানা

- ইস্টার্ন বাইপাস থেকে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির সংযোগকারী রাস্তা দখল
- প্রায় ৩০০ মিটার এই রাস্তা দখল করে তৈরি করা হয়েছে গ্যারাজ
- গ্যারাজের পেছনে আবার তৈরি হচ্ছে বাণিজ্যিক গুদাম
- তার পাশে এক ব্যক্তি রাস্তার জমি নিজের জমিতে জুড়ে সেখানে নির্মাণ করছেন

ইস্টার্ন বাইপাস থেকে খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি সংযোগকারী প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তা দখল হয়ে গিয়েছে। রাস্তা দখল করে সেখানে তৈরি করা হয়েছে গ্যারাজ। গ্যারাজের পেছনে তৈরি হচ্ছে গুদাম। পাশেই রয়েছে এক ব্যক্তির জমি। তিনি আবার সেখানে নির্মাণ করছেন। অভিযোগ, নির্মাণ করার সময় তিনিও রাস্তার একাংশ নিজের জায়গায় ঢুকিয়ে ঘেরা দিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয়রা একাধিকবার বিএলআরও থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ সর্বত্র জানিয়েছেন। কিন্তু আদতে কোনও কাজ হয়নি। তাই সম্প্রতি স্থানীয়রা মিলে চাঁদা তুলে টাকা জোগাড় করে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে রিট পিটিশন দাখিলের ব্যবস্থা করেছেন। সরকার কোনও পদক্ষেপ করছে না, অভিযুক্তরা দখলমুক্ত করছে না বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। সরকারি রাস্তা পুনরুদ্ধার করা এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়ে মূলত রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি রয়েছে। এই বিষয়ে ডাবগ্রাম ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা রায়ের বক্তব্য, 'আমরা কিছুদিন আগেই চিঠি দিয়ে ব্লক প্রশাসনকে জানিয়েছি। সেখান থেকে এখনও কোনও উত্তর আসেনি। উত্তর আসলেই পদক্ষেপ করা হবে।' দখল করে এলাকায় গ্যারাজ তৈরি করেছেন উৎপল সরকার নামে এক ব্যক্তি। তাঁর বক্তব্য, 'যেদিন সরতে বলা হবে আমি গ্যারাজ সরিয়ে নেব।'

সূর্য সেন পার্কের মুক্তমঞ্চ ভেঙে নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ফাঁড়ি ঘেরাও

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : এক মহিলার নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার আশিঘর ফাঁড়ি ঘেরাও করলেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, চলতি মাসের ১৩ তারিখ থেকে তাঁদের মেয়ের কোনও খোঁজ মিলছে না। এরপর সন্দেহের ভিত্তিতে দুটি মোবাইল নম্বর দেওয়া হলেও পুলিশ ঠিকভাবে তদন্ত করছে না। যদিও পুলিশের দাবি, ওই দুটি নম্বরই ১৩ তারিখ থেকে বন্ধ রয়েছে। দ্রুত ওই তরুণীকে খুঁজে বের করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়ার পর পরিবারটি ফিরে যায়।

উচ্ছেদ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার তিনবাত্তি মোড়ে পিডব্লিউডি'র জমিতে থাকা সাত থেকে আটটি অবৈধ দোকান আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। এদিন দোকান ভেঙে ফেলায় মাথায় হাত পড়েছে দোকানিদের। অভিযোগ, পুরনিগমের তরফে কোনও নোটিশ না দিয়েই তাঁদের দোকান ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : শহরের একের পর এক নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ সহ সংগঠনের সদস্যরা।

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ।

গ্রেপ্তার ছয়

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : অপরাধ সংঘটিত করার জন্য জড়ো হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল ছয় দুষ্কৃতীকে। শিলিগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ এবং খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ মঙ্গলবার রাতে ঝংকার মোড়ে যৌথ অভিযান চালায়। ধৃতদের নাম মহম্মদ রফিকুল, সাফিক ইসলাম, সঞ্জীব মাহাতো, মজদুল আলি আহমেদ, সাহিদ খান এবং বিশাল রায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, ঝংকার মোড়ে ইলেক্ট্রিক অফিসের কাছে কয়েকজন দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বেআইনি নির্মাণে নোটিশ পুরনিগমের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে একাধিক অভিযোগ আসছিল। সম্প্রতি গোটা ঘটনায় ওয়ার্ড কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর নাম জড়িয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অবৈধ নির্মাণে মদত দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। সেই ঘটনায় এবার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের অবৈধ নির্মাণগুলিতে নোটিশ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন বর্ধমান রোডের সঙ্গে থাকা একটি নির্মাণে নোটিশ দিয়েছে পুরনিগম। ওই বিল্ডিংয়ের ডেভেলপার, ফ্লোর মালিকদের নামে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বিল্ডিংয়ের গায়ে নোটিশ সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রুত অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'সমস্ত অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে। নতুন করে কোনও নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না।'

'মানুষের কাছে চলো' কর্মসূচিতে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ পেয়েছেন মেয়র গৌতম। স্থানীয় কাউন্সিলার অনীতা এমন নির্মাণে মদত দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করা হয়। কোনও বহুতলের ছাদে তৈরি হয়েছে কিচেন, ক্যান্টিন, রেস্টরুম। আবার কোনও বহুতলের ছাদে কর্মীদের থাকার পাকা ঘর। এমন অভিযোগের পরেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন মেয়র। তাঁর নির্দেশে বাস্তুকাররা অভিযোগ খতিয়ে দেখেন। বিল্ডিং সংক্রান্ত যাবতীয় নথি পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগে জমা করতে বলা হয়েছে। যে অংশ অবৈধভাবে তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে শুনানি হবে বলে নোটিশে জানানো হয়েছে। এরপর সেই অংশ ভেঙে দিতে হবে। নয়তো বিল্ডিং আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। তবে বর্ধমান রোডে একটি নার্সিংহোম সংলগ্ন বহুতলের ছাদেও অনিয়ম রয়েছে। ওই বহুতলে থাকা প্যাথলজিকাল ল্যাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের কর্মীদের থাকার জন্য ছাদেই কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে হস্টেল তৈরি করেছে। তাদের কবে নোটিশ দেওয়া হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : সবুজায়নের জন্য এগিয়ে এলেন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ১৯৭৮ সালের মাধ্যমিক ব্যাচের প্রাক্তনীরা। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে ২৫টি গাছ লাগান তাঁরা। শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ১৯৭৮ মাধ্যমিক ব্যাচের পক্ষে অচিন ঘোষ বলেন, 'আমাদের ব্যাচের এটি তৃতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। পরবর্তীতে আরও ওয়ার্ডে গাছ লাগানো হবে।' এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার পিংকি সাহা।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : মাটিগাড়া থানার উদ্যোগে বুধবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন থানার আইসি অরিন্দম ভট্টাচার্য সহ পুলিশের অন্য কর্তারা। শিবিরে ৬৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়। সংগৃহীত রক্ত মেডিকেলে পাঠানো হয়।

ফিরতে চেয়ে থানায় ১৮ বাংলাদেশি

রাজেশ দাশ

মাথাভাঙ্গা, ১৮ জুন : এবার দেশে ফিরতে চেয়ে মাথাভাঙ্গা থানায় হাজির হল শিশু সহ জনা ১৮ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। বুধবার দুপুর নাগাদ বাংলাদেশিরা হঠাৎ মাথাভাঙ্গা থানায় চলে আসে। তারা দাবি করে, বাংলাদেশে তাদের 'পুশব্যাক' করতে হবে। আচমকা এই ঘটনায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশকর্মীরাও হতচকিত হয়ে পড়েন। এধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটাও তারা বুঝতে পারেনি। এদিন শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেই বাংলাদেশিদের পুলিশ থানার একটি ঘরে বসিয়ে রেখেছে। তাদের সঙ্গে সাংবাদিকদের কোনও কথা বলতে দেওয়া হয়নি। কোনও ছবিও তুলতে দেওয়া হয়নি। মোট কতজন এসেছে, সেব্যাপারেও পুলিশ স্পষ্ট করে বলছে না। বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি, সেটাও বলছে না।

তবে পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে নাকি তারা কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলে সেই বাংলাদেশিরা মাথাভাঙ্গা থানায় চলে আসে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, কেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের গ্রেপ্তার করল না কোতোয়ালি থানার পুলিশ। কেনই বা থানা থেকে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হল।

মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াইকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানিয়েছেন, এখনই এবিষয়ে কিছু বলা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে মাথাভাঙ্গা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন দাবি করেছেন, অবৈধভাবে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। বৈধ কাগজপত্র তৈরি করতে পারেনি। তাই এখন তারা নিজের দেশে ফেরত যেতে চাইছে। বিধায়কের কথায়, 'যারা নিজেরাই বাংলাদেশে ফেরত যেতে চায়, প্রমাণিত বাংলাদেশি, তাদের অতি দ্রুত ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো উচিত। অবৈধভাবে ভারতে আসা বাংলাদেশিদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। তবে যারা বাংলাদেশে ধর্মীয় আচার পালনে ব্যর্থ, এমন যারা ভারতে এসেছে তারা শরণার্থী।'

এদিন বিধায়ক দাবি করেছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়াকড়ি করছে। তাই চাপে পড়ে অবৈধভাবে ভারতে আসা বাংলাদেশিরা ফেরত যেতে চাইছে। সুশীল বলেন, 'এমন লক্ষাধিক বাংলাদেশি যারা অবৈধভাবে ভারতে রয়েছে, তাদের দ্রুত বাংলাদেশে ফেরানো উচিত। সীমান্তে অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করছে এই সমস্ত বাংলাদেশিরা। আর পশ্চিমবঙ্গে ভোটব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের ব্যবহার করা হচ্ছে।'

যদিও এমন অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন পালটা বলেন, 'সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের বিএসএফের। যদি কেউ অবৈধভাবে ভারতে আসে তাহলে তার দায়িত্ব বিএসএফ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের। রাজ্য সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই।'

> যারা নিজেরাই বাংলাদেশে ফেরত যেতে চায়, প্রমাণিত বাংলাদেশি, তাদের অতি দ্রুত ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো উচিত। অবৈধভাবে ভারতে আসা বাংলাদেশিদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। তবে যারা বাংলাদেশে ধর্মীয় আচার পালনে ব্যর্থ, এমন যারা ভারতে এসেছে তারা শরণার্থী।
>
> **সুশীল বর্মন**, *বিধায়ক*

সিকিমে বাতিল এমআই হেলিকপ্টার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : আকাশপথে আহমেদাবাদ এবং কেদারনাথে দুর্ঘটনার ছায়া এবার সিকিম পাহাড়েও। সিকিম প্রশাসন সরাসরি বিষয়টি স্বীকার না করলেও, হঠাৎ রাজ্য সরকার এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, পরপর আকাশপথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার প্রসঙ্গই সামনে আসছে। রাজ্যের পর্যটনে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করতে গত বছর ২৯ ফেব্রুয়ারি একটি বেসরকারি উড়ান সংস্থার সঙ্গে রাজ্যের পর্যটন উন্নয়ন নিগম চুক্তি করে। এমআই-১৭২ হেলিকপ্টার পরিষেবার প্রচার করা হয়। পরিষেবাটির উদ্বোধন করেন খোদ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং। কিন্তু প্রায় ১৫ মাস পর চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বুধবার যা স্বীকার করে নিয়েছেন সিকিমের পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সিএস রাও। তাঁর বক্তব্য, হেলিকপ্টার পরিষেবার ক্ষেত্রে ২০ কোটি টাকা খরচ করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু তার সুফল সেভাবে পাওয়া যায়নি। দু'-তিন মাসের মধ্যে ১০ আসনের হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু হবে বলে তিনি জানান। অনেকের বক্তব্য, এয়ারক্রাফটি আকারে বড় হওয়ায় আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না সিকিম প্রশাসন।

উদ্ধার ৪ কিশোর

কিশনগঞ্জ, ১৮ জুন : কিশনগঞ্জ স্টেশনে অসমের চার নাবালককে বুধবার উদ্ধার করেছে আরপিএফ। অবধ-অসম এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় এদের পাওয়া যায়। রেল পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের রামপুরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করাতে এদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জেলা চাইল্ডলাইনের সুপারভাইজার আবদুল কাইয়ুমের হাতে তুলে দেয় আরপিএফ। আবদুল বলেন, 'যে দালাল ওই কিশোরদের নিয়ে যাচ্ছিল, সে পালিয়েছে।'

গহিন অরণ্যে সগর্ব উপস্থিতি।। বুধবার অসমের মানস ন্যাশনাল পার্কে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

হোমওয়ার্ক করে অপারেশন দুষ্কৃতীদের

শুক্রবার শনির দৃষ্টি

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৮ জুন : ডাকাতির এত নিখুঁত পরিকল্পনা রাজ্য পুলিশ আগে কখনও দেখেছে কি না সন্দেহ। এটিএম লুটেরার দল যে হোমওয়ার্ক করে অপারেশনে নেমেছিল, তা চোখ কপালে তুলছে দুঁদে পুলিশ অফিসারদেরও।

সাধারণত শনি ও রবিবার ছুটির দিন থাকায় বহু মানুষ বাজারে কেনাকাটা করেন। অনেকে আবার সোমবার সকালেই বাজারে যান। তাই এটিএমে টাকা ভরার দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলি শুক্রবারই মেশিনগুলিতে টাকা ভরে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপারেশনের জন্য শুক্রবার রাতকেই বেছে নিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। এর আগে এ রাজ্যে রায়গঞ্জ ও ইটাহারে দুটি এটিএম লুট করেছে এই দলটি। সবক্ষেত্রেই তারা একই কায়দা নিয়েছে। শুধু তাই নয়, অপারেশনের জন্য তারা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত।

ময়নাগুড়িতে যে গ্যাসকাটার তারা ব্যবহার করেছে সেটি দিল্লি থেকে ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় কিনেছিল তারা। তবে তাদের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না বলে পুলিশ মোটামুটি নিশ্চিত।

এখনও পর্যন্ত ভিনরাজ্যের পুলিশের কাছ থেকে যে তথ্য ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ পেয়েছে তাতে প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের ধারণা, সারা দেশের এটিএম ভেঙে বেশ কয়েক কোটি টাকা লুট করেছে দুষ্কৃতীর দলটি। তবে, প্রতিদিনই ভিনরাজ্যের থানা থেকে খবর আসায় এই টাকার অঙ্ক কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, তা নিয়ে কোনও আন্দাজই করতে পারছেন না তদন্তকারীরা। দুষ্কৃতীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের কিছু তথ্য তাঁদের হাতে এসেছে। অ্যাকাউন্টগুলি সিজ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ধৃত চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেরল থেকে পুলিশের বিশেষ টিম আসছে। অপরাধীদের নামে রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। একাধিক রাজ্যের পুলিশ ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। তারাও এদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে। ধৃতরা বিভিন্ন রাজ্যে অপারেশনের সময় বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেছে বলেই পুলিশের সন্দেহ। তাদের কাছে যে আধার কার্ড পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সঙ্গে ধৃতদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলছে না। ফলে দুষ্কৃতীরা নিজেদের যে নাম বলেছে তা সত্যি কি না, তাতেও পুলিশের সন্দেহ আছে। ময়নাগুড়িতে অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটির ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর বিকৃত করা হয়েছিল। গাড়িটির সঠিক চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বর খুঁজে বার করার জন্য কাজ শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, শুক্রবার ময়নাগুড়ির এটিএম লুটে ব্যবহৃত গাড়িটি দুষ্কৃতীদেরই একজনের। যখন যে রাজ্যে তারা অপারেশন চালাত সেই রাজ্যের নম্বর প্লেট ব্যবহার করা হত গাড়িতে। উত্তরবঙ্গে হানা দেওয়ার আগে তারা অসমে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে অসমের নম্বর প্লেট পাওয়া গিয়েছে। সেখানেও কোনও এটিএম তারা লুট করেছে কি না, তা পুলিশ এখনও জানতে পারেনি।

বৌলবাড়ি বাজারে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম থেকে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এখনও পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত চার অপরাধীকে ধরতে সক্ষম হলেও পঞ্চম অপরাধী সল্লু খান পলাতক। তার খোঁজ দিতে পারলে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছে পুলিশ প্রশাসন।

এটিএম লুটে ব্যবহৃত গাড়িটি পরীক্ষা করে দেখছে পুলিশ।

প্রধানের বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

ইস্যুতে দলের গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার নিয়েছিল। বিজেপির প্রধান আলাকসু লাকড়াকে প্রধান রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলে এনেছিল তৃণমূলের শাসকগোষ্ঠী। দলেরই অপর গোষ্ঠী আবার বিজেপির অপর জয়ী সদস্য লক্ষ্মী হেমব্রমকে একই প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলে নিয়ে আসে। শেষপর্যন্ত বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অনাস্থায় প্রধান পদ যায় আলাকসুরের। লক্ষ্মীই নতুন প্রধান। যা নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। বিধানসভা নির্বাচনের ১০ মাস আগে তাঁদের আরও অস্বস্তি বাড়াল চটেরহাটের ঘটনা।

২০২২-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮ আসনের চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধীশূন্য বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। কিন্তু তিন বছরের মাথায় প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা পেশ হল। তাও আবার উপপ্রধান সহ মোট ১৬ জন সদস্য অনাস্থা আনলেন। বুধবার তাঁরা ফাঁসিদেওয়া বিডিওর কাছে অনাস্থার চিঠি জমা করেছেন। অনাস্থায় সই করা সদস্যদের বক্তব্য, প্রধান মর্জিমাফিক কাজকর্ম করছেন। তিনি পঞ্চায়েত অফিসে বসেন না। দলের সদস্যদের সঙ্গে উন্নয়নের কাজ সংক্রান্ত আলোচনা করেন না। প্রধান নিজের ব্যবসা নিয়ে থাকার ফলে সরকারি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম মুখ থুবড়ে পড়েছে বলেও তাঁদের অভিযোগ। যদিও চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ মণ্ডল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি। নিয়মিত অফিসে বসি। কারা অনাস্থা নিয়ে এসেছেন, জানি না।'

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : সাড়ে চার লক্ষ টাকা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার পুলিশের কাছে খবর আসে, সিকিম থেকে এক ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে শহরে এসেছে। এরপর প্রমোদ কুমার নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে টাকার কোনও উৎস দেখাতে না পারায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্যক্তি মতিহারির বাসিন্দা। পুলিশ জানতে পেরেছে, প্রমোদ ওই টাকা নিয়ে বিহারে যাচ্ছিল। ধৃতকে বুধবার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আমির খানের 'সিতারে জমিন পর' সিনেমার সেটে হঠাৎ দর্শন দিলেন শাহরুখ খান। এই ছবি ও ভিডিওই এখন ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।

তৃণমূল নেতাদের

প্রথম পাতার পর

সেই দোকানগুলি সরানোকে কেন্দ্র করেই প্রোমোটাররা এলাকার কিছু ছেলেকে ব্যবহার করতে শুরু করে। টাকার বিনিময়ে ধমকে-চমকে সেই দোকানপাট সরাতে সরাতেই ধীরে ধীরে তারা একটি গ্যাংয়ের রূপ নেয়।

প্রথমদিকে, কেজিএফ গ্রুপ ওই গোটা এলাকায় একক প্রতিপত্তি দেখাতে থাকলেও পরবর্তীতে মাইলস্টোন গ্রুপ নামের আর একটি গ্যাং তৈরি হয়। ধীরে ধীরে এই গ্যাংয়ের সদস্যরা স্থানীয় নেতাদের সঙ্গেও সখ্য বাড়াতে শুরু করে। টাকার বিনিময়ে যে কোনও কাজ করে দেওয়ার সুবাদে রাজনীতির রং ভুলে যে কোনও নেতার কাছেই এরা হয়ে যায় প্রিয়। যদিও পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ মিশনে হামলার ঘটনার পর কেজিএফ গ্যাং নাম পরিবর্তন করে মুখিয়া গ্যাং, পুষ্পা গ্যাং সহ আরও কয়েকটি গ্যাংয়ে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এমনকি রামকৃষ্ণ মিশনের ওই ঘটনার পরে প্রশাসনের নজর পড়ে মাইলস্টোন গ্যাংয়ের ওপরও। এরপরই ওই গ্যাং চেকপোস্ট এলাকায় নিজেদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যকে সামনে রেখে বিধানসভা ভোটের কয়েক মাস আগে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় নিজের প্রতিপত্তি বাড়ানোটাই যে এদিন গৌতমের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সেটা তাঁর কথাতেই বারবার সামনে এসেছে। গৌতম বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁর সময় গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্য ছিল না। বিজেপি আসার পরেই এমনটা হয়েছে। গ্যাংগুলির এই দৌরাত্ম্য ছড়িয়েছে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন পুর এলাকাতেও। এমনকি এই গ্যাংগুলির ব্যাপারে থানায় একাধিকবার অভিযোগ জমা পড়লেও স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার বা মেয়রকে এর আগে সরব হতে দেখা যায়নি। বিরোধী দলগুলোও 'রা' কাটেনি।

শহরে গত দুই সপ্তাহে একের পর এক দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য প্রসঙ্গে এদিন গৌতম বলেন, 'দেবীডাঙ্গায় গুলি চালানোর ঘটনায় আমি প্রধাননগর থানার আইসি, কমিশনারের সঙ্গে কথা বলি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।' মাটিগাড়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা ওই ঘটনা নিয়ে অন্তর্তদন্ত করেছি। আমি সেই রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাব।' তবে প্রশ্ন উঠছে, গ্যাংগুলোর দৌরাত্ম্য আদৌ কি বন্ধ করা যাবে? এলাকাবাসীর কথায়, গ্যাংগুলির শিকড় অনেক গভীরে। সমূলে উপড়ে ফেললে ক্ষতি হবে অনেকেরই।'

জীবনকে 'কামতারত্ন'

জলপাইগুড়ি ও কুমারগ্রাম, ১৮ জুন : কেএলও চিফ জীবন সিংহকে 'কামতারত্ন' সম্মান জানাল উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি শীর্ষ নেতৃত্ব। গত ১৫ জুন অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ে বীরজোড়া পাবলিক লাইব্রেরিতে এক অনুষ্ঠানে জীবনের বড় মেয়ে তিথির হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। ভিডিও বার্তায় উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানান জীবন। অসমে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, জুলাই মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তি চুক্তি রূপায়ণের দাবিতে ব্লকে ব্লকে ধর্না, বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি কর্মসূচি নেবে কাউন্সিল। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে জীবন সিংহকে সামনে রেখে কোনও কর্মসূচিতে সমস্যা হবে, এমন ধারণা থেকেই অসমে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। জীবনের মেয়ে ছাড়াও ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক গিরীন্দ্রনাথ রায় সহ অনেকে। জীবনের ছোট মেয়ে প্রীতি আলিপুরদুয়ারের উত্তর বড় হলদিবাড়িতে মামাবাড়িতে এবং বড় মেয়ে তিথি জীবনের বোন সুমিত্রা ও ভগ্নিপতি ধনঞ্জয় বর্মনের সঙ্গে বারবিশা লাগোয়া নাজিরান দেউতিখাতায় থাকেন। বর্তমানে তাঁরা অসমে।

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে

প্রথম পাতার পর

লাটাগুড়িতে পার্টি করতে চলে যায়। এমনকি সেখান থেকে একজন ফেসবুক লাইভ করে হুঁশিয়ারির সুরে বলে, 'আমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। কেউ আমাদের ছুঁতে পারবে না।' এটাই এলাকাবাসীর মধ্যে আরও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপরই এনজেপি থানার একটি বিশেষ টিম লাটাগুড়িতে গিয়ে অভিযুক্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। সূত্রের খবর, ফেসবুক লাইভ দেখার পরেই নাকি অভিযুক্তদের সন্ধান পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। যদিও এনজেপি থানার দাবি, মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে দেখা যায়, অভিযুক্ত ছয়জন এক জায়গাতেই রয়েছে। এরপর সেই সূত্র ধরেই ওই ছয়জনকে পাকড়াও করা হয়েছে। এমনকি এই গ্যাংয়ে আরও ১৫ জন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গ্যাংয়ের বাকি সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এনজেপি থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তরা হল শম্ভু দাস, অরিজিৎ বাইন, রণজিৎ দে, রাজ মালা, শুভজিৎ বিশ্বাস ও প্রদীপ সরকার। ধৃতদের মধ্যে অরিজিৎ ও শম্ভুকে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে তিনদিনের হেপাজতে নিয়েছে এনজেপি থানার পুলিশ। বাকিদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'বাকি ওই তিনজনকে আমরা বৃহস্পতিবার পুলিশ হেপাজতে নেব। ওদের সঙ্গে যতজনই জড়িত থাকুক না কেন, সকলকেই গ্রেপ্তার করা হবে।'

বুধবার উত্তেজনার খবর পেয়ে এলাকায় যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। নিগৃহীত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। সেখানে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে এলাকায় ওই দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যের ব্যাপারে জানায়। পরে বিজেপিকে নিশানা করে গৌতম দেব বলেন, 'এলাকায় অঞ্চল ও বিধানসভা আসনে পটপরিবর্তনের পরেই ফের এধরনের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। সমস্ত গ্যাং গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কমিশনার, রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।' তিনি আরও বলেন, 'আমি এতদিন এই এলাকায় সময় দিইনি। আমাদের সময় এলাকায় হওয়া উন্নয়ন বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এলাকায় সময় দিতে হবে। আমি এবার থেকে এই এলাকায় সপ্তাহে চারদিন করে আসব। আমার এখানকার অফিস থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির রাজনীতি পরিচালিত হবে।'

এলাকার বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'দুষ্কৃতীরা সব ওঁর দলেরই ছত্রছায়ায় রয়েছে। উনি নিজের এলাকার সমস্যা মেটাতে পারছেন না। আর এখানে আসছেন। এসব রাজনীতি মানুষ বুঝে গিয়েছে।' এদিকে, এদিনের দীর্ঘক্ষণের অবরোধের জেরে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। ভোগান্তির শিকার হন এনজেপি নেমে নিজেদের গন্তব্যের দিকে যাওয়া পর্যটকরাও।

আত্মসমর্পণ

প্রথম পাতার পর

কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র তেল আভিভ ও হাইফায় আঘাত হেনেছে। তেহরানেও পালটা ১০০-র বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। আমেরিকার মানবাধিকার কমিশনের হিসাবে ইজরায়েলি হামলায় ইরানে এ পর্যন্ত ৫৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৩৯ জন সাধারণ মানুষ। আহত ৩ হাজারের বেশি।

ইতিমধ্যে, রণকৌশলে বদল এনেছে ইজরায়েল। যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনে আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ইরানের পরমাণু প্রকল্প। বুধবার কারাজে ইরান সেন্ট্রিফিউজ টেকনলজি কোম্পানি (টিইএসএ)-র ২টি ভবন ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায়। ফোর্দো পারমাণবিককেন্দ্রেও বিমান হামলা চলেছে। তেহরানের একটি পারমাণবিক গবেষণাগারে আছড়ে পড়েছে ইজরায়েলের ড্রোন। রাষ্ট্রসংঘ নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) দাবি, ওই কেন্দ্রে অত্যাধুনিক সেন্ট্রিফিউজ রটরস উৎপাদন হত। ইউরেনিয়াম পরিশোধনে ব্যবহার হয় ওই সেন্ট্রিফিউজ।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জ্বালানি এবং ওয়্যারহেড তৈরির জন্য দরকার হয় সেন্ট্রিফিউজের। হামলা চলেছে তেহরানের কাছে খোজির ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির কারখানায়। যেখানে পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হত বলে পশ্চিমী দেশগুলির ধারণা।

মঙ্গলবার জি৭ বৈঠক ছেড়ে আমেরিকায় ফিরে নিরাপত্তা কমিটি ও গোয়েন্দা কর্তাদের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকে আমেরিকা ইরানের ওপর হামলা চালালে সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকগুলি আলোচনা হয়।

'জয়' রাজ্যের

প্রথম পাতার পর

তাতে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য ছিল, 'শুরু থেকেই আমরা একথা শুনে এসেছি। আমরা জানতে চাই, প্রকৃত উপভোক্তারা বকেয়া কবে পাবেন? যদি ১০ জন প্রকৃত কাজ করে থাকেন, তাঁদের কী হবে? এ নিয়ে আপনাদের কী অবস্থান?'

অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল জানান, রাজ্যের অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা যাবে। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'দুর্নীতি বা অনিয়ম নিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী পদক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু যাঁরা কাজ করতে পারছেন না বা কাজ করেও প্রাপ্য পাচ্ছেন না, তাঁদের কেন ভুগতে হবে? প্রয়োজনে দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় ৪ জেলাকে বাদ দিয়ে কাজ শুরু হোক।'

রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, 'কোনও পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহকদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার।' ডিভিশন বেঞ্চ তখন স্পষ্ট বলে, 'মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনে (মনরেগা) কোথাও বলা নেই আর্থিক নয়ছয় হলে প্রকল্প অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।' আদালতের কথায়, 'কেন্দ্রের হাতে অনিয়মের তদন্ত করার ক্ষমতা রয়েছে।'

প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, 'তিন বছর ধরে প্রকল্প বন্ধ। অনন্তকালের জন্য এই প্রকল্পকে কোল্ড স্টোরেজে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। কেন্দ্রকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই কাজ চালু করার জন্য বিশেষ শর্ত, নিষেধাজ্ঞা, নীতি চালু করার। গ্রামীণ এলাকায় এর সুবিধা যাতে মানুষ পায়। দুর্নীতি যাতে না হয়, নজর রাখতে হবে।'

অন্য রাজ্যে অবশ্য অনুরূপ শর্ত খাটবে না বলে আদালত জানিয়েছে। নির্দেশটিকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বলেন, 'আমাদের নেতারা দিল্লি গিয়ে ধর্না দিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হল, অনেক অপমান করা হল। টাকা আমরা সরকার থেকে দিয়েছি। আমাদের টাকা আমাদের ফেরত দিতে হবে। যেদিন থেকে কাজ বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকে হিসেব করে টাকা দিতে হবে।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্য- উভয়েই তথ্যগতভাবে ভুল। একজন বলছে, টাকা দিচ্ছে না, আরেকজন বলছে দুর্নীতি হচ্ছে।' ২০২৪ সালে পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব আদালতে হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় দল ৬১৩ কোটি টাকার অনিয়ম খুঁজে পেয়েছে। তার মধ্যে ২১০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তারপর আদালতের নির্দেশে গঠিত কমিটি রিপোর্ট দিয়েছিল, দার্জিলিং, মালদা, বর্ধমান ও হুগলি জেলায় ৫০ কোটি টাকারও বেশি অঙ্কের দুর্নীতি হয়েছে। ২৪ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে।

শিশুর মৃত্যুতে অবরোধ

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ১৮ জুন : এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় গোয়ালপোখর থানার লালকুড়ি এলাকায়। স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। যার ফলে বিপাকে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ চলতে থাকে।

পাঁচদিন আগে গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হয় সাহেবা খাতুন নামে এক শিশু। শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোর চারটায় তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার সময় গোয়ালপোখর থানার পুলিশ গাড়ি ও চালককে আটক করে। পরে মীমাংসার জন্য দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়।

গভীর রাত পর্যন্ত বিক্ষোভ

গাড়ির মালিকের তরফে চিকিৎসার খরচের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু সাহেবার চিকিৎসায় কোনও আর্থিক খরচ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বিষয়টি পুলিশকে জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি পরিবারের।

এদিন সাহেবার মৃত্যুর পর ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা তার দেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের দাবি, সাহেবার পরিবার অত্যন্ত গরিব। চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। গাড়ির মালিকের তরফে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা জানিয়েছেন, এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বাংলা ভাষাই এখন আতঙ্কের

প্রথম পাতার পর

ওরা কোনও কথাই বিশ্বাস করতে চায়নি। বিএসএফকে বলাতে তারা বন্দুক উঁচিয়ে মারতে আসে। ভয়ে কাঁটাতারের ওপারে দৌড়ে চলে যাই।'

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী নাজিমুদ্দিন বলেন, 'বাড়িতে মা, বাবা, স্ত্রী এবং এক মেয়ে আছে। মুম্বইতে কাজে না গেলে সংসার চলবে না। পরিবারের লোকেরা যেতে দিতে চাইছে না। আমারও ভয় করছে। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।' তবে পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে জেলাতেই কাজ জোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নাজিমুদ্দিনের মতো ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি না হলেও বাংলা বলায় দিল্লিতে একাধিকবার হেনস্তার মুখে পড়তে হয়েছে বলেই জানিয়েছেন মালদার আফজাল শেখ। বসন্তকুঞ্জ এলাকার একটি বস্তিতে থাকেন আফজাল। কাজ করেন ঠিকা শ্রমিক হিসাবে। তাঁর কথা, 'এমন অবস্থা হয়েছে যে, ভোটার, আধার কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। বাংলাতে বা ভাঙা হিন্দি কথা বললেই স্থানীয় লোকজন পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। বহুবার পুলিশের কাছে হাজিরা দিয়েছি। পরিবারের কথা ভেবে আত্মসম্মান বিকিয়ে দিয়েও কাজ করে যাচ্ছি। এখন যা শুরু হয়েছে তাতে আতঙ্কে আছি। কিছু টাকা জমিয়ে গ্রামে ফিরে যাব ভাবছি।'

এদিন টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন বাংলাদেশ থেকে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরা মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার বাসিন্দা মিনারুল শেখ। মুম্বইতে পরচুলা তৈরির ব্যবসা করতেন তিনি। তাঁর কথা, 'বাংলাদেশে পুশব্যাকের রাতের কথা ভাবলেই শিউরে উঠছি। যাই হোক না কেন, আর মুম্বইতে ফিরে যাব না।' গ্রামেই পরচুলার ব্যবসা করতে চান মিনারুল। তাই রাজ্য সরকারের কাছে স্বল্প সুদে ভরতুকি ঋণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকায় বসবাস করেন কোচবিহার জেলার বেশ কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের কাউকে না কাউকে অযথা পুলিশি হেনস্তার মুখে পড়তে হয় বলেই অভিযোগ। দিনহাটার নাজিরহাটের বাসিন্দা সানাউল্লাহ মিয়াঁ বসন্তকুঞ্জ জয়হিন্দ ক্যাম্প মদিনা মসজিদের ইমাম হিসাবে কাজ করছেন বহু বছর। তাঁর কথা, 'বাংলা বললেই হয় রোহিঙ্গা নয় বাংলাদেশি ভেবে নেওয়া হয়। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মর্জি হলেই ওরা যখন-তখন আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মাঝে কিছুদিন এসব বন্ধ ছিল। এখন ফের শুরু হয়েছে। আমরা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি।' পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে তৈরি হয়েছে কর্মসন্ধানী শ্রমিক ইউনিয়ন। তাদের নেতা আব্দুর রউফের বক্তব্য, 'আমরা চাই রাজ্যে রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের লাগাতার হেনস্তা বন্ধ হোক। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে আরও বেশি করে রাজ্যে কাজের সুযোগ পান তার ব্যবস্থাও করতে হবে।'

চার নম্বরে শুভমানই ঘোষণা পন্থের

শুভমানই চার নম্বরে ব্যাটিং করবে। আর আমি পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করব। তিন নম্বরে কে ব্যাটিং করবে, সেটা নিয়ে আমরা এখনও ভাবছি। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।

ঋষভ পন্থ

লিডস, ১৮ জুন : অপেক্ষার আজ শেষবেলা!

লিডসে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। অসুস্থ মায়ের পাশে সামান্য সময় কাটিয়ে ফের লিডসেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীরও।

হেডিংলের মাঠে আজ টিম ইন্ডিয়ার চূড়ান্ত পর্বের অনুশীলনও শুরু হয়ে গেল। দলের অনুশীলনে হাজির হয়েই ব্যাটিংঅর্ডার নিয়ে দীর্ঘসময় কাটালেন কোচ গম্ভীর। আর সেই অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ চার নম্বর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ধোঁয়াশা কাটালেন। আবার একইসঙ্গে তিন নম্বর ব্যাটার নিয়ে সংশয় তৈরি করে দিলেন।

শুক্রবার থেকে হেডিংলের মাঠে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট। পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরুর আগে শুভমান গিলের ভারত এখন ফুরফুরে মেজাজে। এমন মেজাজ আগামীদিনেও বজায় থাকবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু পাঁচ টেস্টের সিরিজে বল গড়ানোর আগে ছবিটা বেশ অন্যরকম। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা অবসর নিয়েছেন টেস্ট থেকে। রবিচন্দ্রন অশ্বীনও প্রাক্তনদের তালিকায়। এমন অবস্থায় শুভমানে আস্থা রেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। নয়া অধিনায়ক শুভমানের ডেপুটির দায়িত্ব পেয়েছেন ঋষভ। ভারতীয় ক্রিকেটের 'ওয়ান্ডার কিড' তকমা পাওয়া ঋষভ আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন, চার নম্বরে অধিনায়ক শুভমানই ব্যাটিং করবেন। কোহলির শূন্যস্থান পূরণের দায়িত্ব আপাতত নতুন অধিনায়কের কাঁধেই। ঋষভের কথায়, 'শুভমানই চার নম্বরে ব্যাটিং করবে। আর আমি পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করব।'

কোহলির ছেড়ে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণের জন্য যে দলের নয়া অধিনায়ককে ভাবা হচ্ছে, সেটা নতুন তথ্য নয়। বরং বিষয়টা নিয়ে ঋষভের মুখ খোলার আগেই সবারই জানা হয়ে গিয়েছিল। দলের সহ অধিনায়ক হিসেবে আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঋষভ শুধু সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন বিষয়টি। আবার একইসঙ্গে তিন নম্বরে কে ব্যাটিং করবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন তিনি। টিম ইন্ডিয়া বিলেতে পা রাখার আগে থেকেই বলা হচ্ছে, তিন নম্বরে বি সাই সুদর্শন খেলবেন। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনেও এমন ইঙ্গিত মিলেছিল আগে। যদিও ঋষভের গলায় ভিন্ন সুর। টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'তিন নম্বরে কে ব্যাটিং করবে, সেটা নিয়ে আমরা এখনও ভাবছি। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি।' টিম ইন্ডিয়ার তিন নম্বর ব্যাটার নিয়ে হেডিংলে স্টেডিয়ামে আজ শুভমানদের অনুশীলন শেষে দুটি বিষয় সামনে এসেছে। এক, তিন নম্বরে সুদর্শনই খেলুক। তাঁকে তৈরি রাখা হচ্ছে। দুই, আট বছর পর টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন করা করুণ নায়ারকে তিন নম্বরে খেলানোর কথা ভাবা হচ্ছে। রাতের দিকের খবর, প্রথম টেস্টে করুণের তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ের সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। বিলেত সফরে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে করুণ তিন নম্বরেই ব্যাটিং করেছিলেন। যদিও করুণকে তিনের বদলে পাঁচ নম্বরেই চাইছেন বেশিরভাগ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।

নিজের ব্যাটিং অর্ডারের পাশে বিরাটের শূন্যস্থান পূরণের জন্য শুভমানকেই সেরা বাজি হিসেবে ঘোষণার পাশে দিন কয়েক আগে আহমেদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন ঋষভ। টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক বলেছেন, 'এমন ঘটনা পুরো দেশকেই শোকে বিহ্বল করে দিয়েছে। মাঠে সেরা ক্রিকেট খেলে আমরা দেশের মানুষের মুখে হাসি ফেরানোর চেষ্টা করতে পারি শুধু।' ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে শুভমানের ভারতের প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্বে। শুক্রবার থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে শুভমান পক্ষ শুরু হলেই বোঝা যাবে তার প্রভাব আগামীদিনে কেমন হতে চলেছে।

স্পিন ঘূর্ণিতে বাজিমাতের ছক বশিরের

বিরাট নেই, হতাশ স্টোকস

বিরাট কোহলির লন্ডনের বাড়িতে নৈশভোজে উপস্থিত হয়েছিলেন লোকেশ রাহুল, পরস মামব্রেরা।

লন্ডন, ১৮ জুন : না থেকেও ভীষণভাবে রয়েছেন।

শুক্রবার শুরু ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ। অথচ বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি নিয়ে কাটাছেঁড়া এখনও অব্যাহত। কারও মতে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামদের জন্য অ্যাডভান্টেজ। কেউ আক্ষেপ করছেন বিরাটের ব্যাটিং দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে। আক্ষেপ বেন স্টোকসেরও! আসন্ন ভারত সিরিজে ইংল্যান্ডের সবথেকে বড় কাঁটা নেই। সিরিজে নামার আগেই বাড়তি সুবিধা। যদিও ভারতীয় দলে '১৮' নম্বর জার্সিধারীর না থাকা মানতে পারছেন না।

স্টোকসের মতে, বিরাটের চির 'লড়াকু' মানসিকতার অভাব নিশ্চিতভাবেই বোধ করবে ভারতীয় দল। মিস করবে জয়ের জন্য বিরাটের মরিয়া তাগিদ। কোহলির জন্য ১৮ নম্বর জার্সি আলাদা জায়গা করে নিয়েছিল। উপভোগ করেছেন বিরাটের সঙ্গে যুদ্ধ। আসন্ন দ্বৈরথে ভারতীয় দলে ১৮ নম্বর জার্সির কেউ থাকবে না, ভেবে খারাপ লাগছে ইংল্যান্ড অধিনায়কের।

অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই বিরাটকে মেসেজ করেছিলেন। স্টোকস এদিন বলেছেন, 'ওকে টেক্সট করে লিখেছিলাম, তোমাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে আর না পাওয়া আমার জন্য হতাশার। বিরাটের বিরুদ্ধে খেলাটা সবসময় উপভোগ করেছি। দুজনেই পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে ভালোবাসি। কারণ, আমাদের মানসিকতা প্রায় এক। ময়দানি লড়াই দুজনের কাছেই যুদ্ধক্ষেত্র।'

জো রুটও মনে করেন, বিরাটের অনুপস্থিতি আসন্ন সিরিজে অন্যতম ফ্যাক্টর হতে চলেছে। গত কয়েক সিরিজে ফর্মে ভাটা পড়লেও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান করে দলকে জিতিয়েছিল। তাছাড়া বিরাটের অভিজ্ঞতা সবসময় মূল্যবান। তরুণ ভারতীয় দলকেও অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন। যশস্বী জয়সওয়ালের প্রসঙ্গ টেনে রুটের যুক্তি, প্রতিপক্ষ শিবিরে একঝাঁক নতুন মুখ। এদের মধ্যে কে তুরুপের তাস হয়ে উঠবে, বলা মুশকিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক সফরেই সাফল্য পেয়েছিল যশস্বী। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েও সেঞ্চুরি করেছে। একইভাবে ইংল্যান্ড সিরিজে নতুন কেউ উঠে আসতেই পারে।

রুটের নজর অবশ্য নিজের দল নিয়ে। দাবি, নিজেদের খেলার ধরনে কোনও বদল আনার পক্ষপাতী নন তাঁরা। ব্যক্তিগত লক্ষ্যও স্থির। অধিনায়ক থাকাকালীন স্টোকসের থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছেন। এখন নেতৃত্বে স্টোকস। প্রতিদানে কিছু ফিরিয়ে দিতে চান। সেই লক্ষ্য নিয়ে আসন্ন সিরিজেও নামবেন। রুট বলেছেন, 'আমার সময়ে সহ অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল বেন। এবার ও অধিনায়ক। আমার পালা ফিরিয়ে দেওয়ার। আর তা নিজের মতো করে দিতে চাই।'

বাজবল ক্রিকেট তাঁর ব্যাটিংয়ের সঙ্গে মানানসই না হলেও ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-স্টোকসদের যে স্ট্র্যাটেজি উপভোগ করছেন। ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ রুটের মতে, এখনও পর্যন্ত এই জুটি যে কাজ করেছে, তা তারিফযোগ্য। তাঁদের দেখাদেখি বাজবলের পথে এগোচ্ছে অন্য দেশগুলিও। তবে শুধু বাজবল নয়, পরিস্থিতি, প্রয়োজনমাফিক আরও 'অস্ত্র' যে মজুত রয়েছে, তাও জানিয়ে দিলেন।

বছর একুশের নবাগত অফস্পিনার শোয়েব বশিরের মুখেও ম্যাককুলাম-স্টোকসের প্রশংসা। ১৬ টেস্টে ৫৮ উইকেট নেওয়া বশিরের মতে, দুজনের জন্য সহজেই দলের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছেন। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট ম্যাচে ৯ উইকেট নেওয়া শোয়েব বলেছেন, 'বাজ ও স্টোকসের সমর্থন ১০০ শতাংশ পাচ্ছি। ওরা আমার থেকে সেরাটা বের করে নিচ্ছে। উন্নতির আরও সুযোগ রয়েছে। একইসঙ্গে ধারাবাহিকতাও গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রথম একাদশে কুলদীপকে চান না শাস্ত্রী

মুম্বই, ১৮ জুন : বিরিয়ানির ভক্ত।

চোখের নিমেষে প্লেটের পর প্লেট উড়িয়ে দিতে পারেন। সেই বিরিয়ানি নিয়ে খোঁচা। যা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল মহম্মদ সামির মধ্যে। যে আগুনে ঝলসে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা! আগুন ধরানোর কাজটা করেছিলেন তৎকালীন হেডকোচ রবি শাস্ত্রী! নিট ফল, প্রায় অসম্ভব পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ জেতে ভারতীয় দল।

২০১৮ সালের ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ টেস্ট। চতুর্থ দিনের লাঞ্চ। ডিন এলগার ও হাসিম আমলার জুটির হাত ধরে জয়ের দোরগোড়ায় প্রোটিয়া ব্রিগেড। সেখান থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে এনেছিলেন সামি। নেপথ্যে বিরিয়ানি! মজার যে স্মৃতি রোমন্থন শাস্ত্রী-ভরত অরুণের।

লাঞ্চের সময় সামির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শাস্ত্রীর ভোকাল টনিক। বলেছেন, 'বিরিয়ানি খাওয়ার পর লাঞ্চ টেবিলেই কি তোর খিদে পুরোপুরি মিটে যাবে? নে নে আরও এক প্লেট নে। যে

রবির বিরিয়ানি খোঁচায় আগুন ঝরিয়েছিলেন সামি

কথাগুলি হজম করতে পারেননি সামি। জবাবে বলে বিরিয়ানির দরকার নেই। ভার মে গয়া বিরিয়ানি।' সামিকে রাগিয়ে আর দাঁড়াননি শাস্ত্রী।

সহকারী ভরতকেও বলেন সামিকে একাকী ছেড়ে দিতে। শাস্ত্রীর যে ভোকাল টনিক নিয়ে বোলিং কোচ ভরত অরুণ বলেছেন, 'রবি আমাকে এসে বলে, সামি রেগে আগুন। এখন ওকে একা ছেড়ে দাও। এরপর সামির যদি বলার থাকে, আগে উইকেট নিয়ে দেখাক।' ভোকাল টনিকের ফল, ১২৪/১ থেকে ১৭৭-এ শেষ দক্ষিণ আফ্রিকা।

নিজের শেষ স্পেলে চার উইকেট নিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল সামি (২৮/৫)। ম্যাচ শেষে সামি নিজেই বলেছিল, তাঁকে যেন এভাবে বারবার খোঁচানো হয়। শাস্ত্রী বলেছেন, 'খেলা শেষ। অরুণ ওর কাছে গিয়ে বলে, বিরিয়ানি নে, এবার যত পারিস খেয়ে নে। জবাবে সামি বলে, এভাবেই যেন তাঁকে আমরা রাগাই। সামি এরকমই।'

এদিকে, শুক্রবার শুরু প্রথম টেস্টে নিজের পছন্দের একাদশে কুলদীপ যাদবকে রাখছেন না শাস্ত্রী। লিডসে চিরাচরিত পেস ফ্রেন্ডলি উইকেট থাকে। বাড়তি পেসার প্রয়োজন। একমাত্র স্পিনার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজাকে রেখে তাই তিন বিশেষজ্ঞ পেসারের সঙ্গে একজন পেস-অলরাউন্ডার (শার্দূল ঠাকুর ও নীতীশ কুমার রেড্ডির মধ্যে) রাখার পক্ষপাতী শাস্ত্রী।

নিজের পছন্দের একাদশ নিয়ে বলেছেন, 'ওপেনিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল-লোকেশ রাহুল। দলের সবথেকে অভিজ্ঞ ব্যাটার লোকেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সফর। শেষ ইংল্যান্ড সফরে ওপেন করে সফল। সেঞ্চুরিও রয়েছে। এবারও সম্ভবত ওপেন করবে। তিনে তরুণ তুর্কি বি সাই সুদর্শন। যতটুকু ওকে দেখেছি, আমি প্রভাবিত। ওর জন্য দারুণ মঞ্চ। চারে শুভমান গিল। পাঁচ ও ছয়ে করুণ নায়ার, ঋষভ পন্থ।'

পেস ব্রিগেড নিয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'আমার পছন্দের তিন পেসার জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে প্রসিধ কৃষ্ণা। তবে মেঘলা আকাশ থাকলে অর্শদীপ সিংকে খেলানোর একটা সম্ভাবনা থাকবে। থিংকট্যাংকের ভাবনায় শেষপর্যন্ত কে সুযোগ পায় তাকিয়ে থাকব।'

কোহলির না থাকা ফ্যাক্টর, বলছেন বয়কটরা

'বুমরাহ-রুট যুদ্ধেই লুকিয়ে সিরিজ'

বেন স্টোকস, জো রুটদের টক্কর নিতে তৈরি হচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

লন্ডন, ১৮ জুন : বিরাট কোহলি বনাম জেমস অ্যান্ডারসন।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে যে দ্বৈরথ বরাবর রং ছড়িয়েছে। বাইশ গজের ফলাফলে শুধু প্রভাব ফেলা নয়, ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে বাড়তি আকর্ষণ ছিল। দুজনেই টেস্টকে বিদায় জানিয়েছেন। বিরাট, অ্যান্ডারসনের অনুপস্থিতি হতাশ করলেও আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে মশলার অভাব হবে না বলেই মনে করছেন প্রাক্তনরা।

বিরাট-অ্যান্ডারসনের জায়গায় এবার জসপ্রীত বুমরাহ বনাম জো রুট। প্রাক্তনদের মধ্যে দুই তারকার টক্করের ফলাফল আসন্ন সিরিজের গতিপথ অনেকাংশে ঠিক করে দেবে। এখনও পর্যন্ত যে টক্করে এগিয়ে বুমরাহ। ৯ বার আউট করেছেন রুটকে। তবে ঘরের মাঠে নয়া সিরিজে বুমরাহর সঙ্গে হিসেব উলটে দিতে বদ্ধপরিকর রুট।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার নিক নাইট, রব কি-রা রুট বনাম বুমরাহর আকর্ষণীয় যুদ্ধ দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। রব কি বলেছেন, 'বুমরাহ অসম্ভব প্রতিভাবান। আর প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা যে কোনও পরিবেশে সহজে মানিয়ে নিতে পারে। বুমরাহর ক্ষেত্রেও অসুবিধা হবে না। নিশ্চিতভাবে রুট বনাম বুমরাহর ব্যাট-বলের লড়াই আকর্ষণীয় হতে চলেছে।' ইংল্যান্ডের মাটিতে এখনও পর্যন্ত ৯টি টেস্ট খেলে ২৬.২৭ গড়ে ৩৭ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ।

নিক নাইটের কথায়, বাজবলে বুমরাহকে গুঁড়িয়ে দেওয়া নাকি দেখেশুনে খেলবে, ভারতীয় পেসারকে নিয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি কী হবে, তা গুরুত্বপূর্ণ আসন্ন সিরিজে। পাশাপাশি সতর্কও করে দিচ্ছেন স্টোকসকে। প্রাক্তন ইংরেজ ওপেনারের মতে, বুমরাহর বিরুদ্ধে বাজবল, অতি-আগ্রাসী থিওরি বুমেরাং হতে পারে। একইভাবে শুভমান গিলের জন্য

ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের রেকর্ড বেশ ভালো। অপরদিকে ভারত অভিজ্ঞ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে পাবে না। যা পূরণ করা সহজ নয়। আমার ধারণা, ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে আসন্ন সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ড।

নাসের হুসেন

নাইটের পরামর্শ, সিরিজের মূল কাঁটা রুটকে সামলাতে বুমরাহকে হাতিয়ার করুক।

জিওফ্রে বয়কট আবার গুরুত্ব দিচ্ছেন বিরাটের অনুপস্থিতিকে। রোহিত শর্মাও নেই। কিন্তু রোহিতের চেয়ে বিরাটের না থাকার প্রভাব অনেক বেশি পড়বে ভারতীয় দলের ওপর। কিংবদন্তি ওপেনার বলেছেন, 'বিরাট, রোহিতের অবসর ভারতের ইংল্যান্ড-বধের লক্ষ্যে বড় ধাক্কা। বিশেষত বিরাটকে না পাওয়া। রোহিতও দুর্দান্ত ব্যাটার। তবে রোহিতের চেয়ে বিরাটকে আসন্ন সিরিজে বেশি মিস করবে ভারত।'

গত ভারত সফরে ইংল্যান্ডের বাজবল মুখ থুবড়ে পড়েছিল। বয়কটের পরামর্শ, বাজবল ঠিক আছে। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাজবল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে বিনোদন দিতে গিয়ে টেস্ট হারের যৌক্তিকতা তিনি অন্তত খুঁজে পান না। বয়কটের দাবি, আর এই কারণে চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলেও প্রথম তিনটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠতে পারেনি ইংল্যান্ড।

সিরিজের পূর্বাভাসে নাসের হুসেন বলেছেন, 'ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের রেকর্ড বেশ ভালো। অপরদিকে ভারত অভিজ্ঞ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে পাবে না। যা পূরণ করা সহজ নয়। আমার ধারণা, ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে আসন্ন সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ড।' প্রাক্তন স্পিনার গ্রেম সোয়ান আবার ৪-১ ফলাফল দেখছেন স্টোকসদের পক্ষে। অবাক দাবি, অ্যাসেজের আগে ভালো প্রস্তুতির মঞ্চ ভারত সিরিজ। শেষ কয়েকটি ভারত সফরে ইংল্যান্ড দাঁড়াতে পারেনি। ঘরের মাঠে তার বদলার সুযোগ। স্টোকসরা যার সদ্ব্যবহার ভালোভাবে করবে, বিশ্বাস সোয়ানের।

অনুশীলনের ফাঁকে ফুরফুরে মেজাজে ঋষভ পন্থ, কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজারা। বুধবার লিডসে।

গিলদের পরীক্ষায় ভরসা 'অনভিজ্ঞ' পেস ব্রিগেড

প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের

লিডস, ১৮ জুন : শুক্রবার পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে।

ভারতীয় দলের চেহারা কীরকম হবে, তা নিয়ে জল্পনা জারি। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অনুপস্থিতিতে আসন্ন টেস্ট দ্বৈরথে নতুন ভারতীয় একাদশ নিয়ে আগ্রহের অন্ত নেই। এরমধ্যেই দামামা বাজিয়ে সিরিজ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রথম টেস্টের দল ঘোষণা করল ইংল্যান্ড।

লিডস মূলত পেস সহায়ক পিচের জন্য যা পরিচিত। যার ফায়দা তুলতে অনভিজ্ঞ পেস ব্রিগেডেই ভরসা রাখতে হচ্ছে ইংল্যান্ডকে। চোট সমস্যায় মার্ক উড, জোফ্রা আর্চাররা নেই। জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রডরা অতীত। বিকল্প ভাবনায় ডিসেম্বরের পর টেস্ট দলে ফেরা অভিজ্ঞ ক্রিস ওকসের সঙ্গে অনভিজ্ঞ ব্রাইডন কার্স ও জোশ টাঙ্গ (দুইজনের মিলিত টেস্ট সংখ্যা ৮)।

বছর উনত্রিশের কার্স গতবছর পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড সফরে ছিলেন। প্রথমবার ঘরের মাঠে টেস্ট খেলতে নামবেন। টাঙ্গ সেখানে তিনটি টেস্ট খেলেছেন। ভারতের তরুণ ব্যাটিং বনাম ইংল্যান্ডের অনভিজ্ঞ পেস আক্রমণ, তুল্যমূল্য টক্করের হাতছানি। দলে একমাত্র স্পিনার শোয়েব বশির। ২০২৪ সালে ভারত সফরেও বশির ছিলেন। ব্যাটিং লাইনআপ রীতিমতো শক্তিশালী। ঘরের মাঠে জসপ্রীত বুমরাহদের কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবেন জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, জ্যামি স্মিথরা।

ইংল্যান্ড একাদশ

জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জ্যামি স্মিথ, ক্রিস ওকস, ব্রাইডন কার্স, জোশ টাঙ্গ ও শোয়েব বশির।

আবহাওয়ার অঙ্ক রয়েছে। লিডসের প্রাণবন্ত পিচে বাউন্স প্রত্যাশিত। ইংলিশ কন্ডিশনে সুইং ও সিম মুভমেন্ট সহজাত। তবে লিডসের চলতি গরম আবহাওয়া বোলারদের সেই আধিপত্যে কিছুটা ব্রেক লাগিয়ে ব্যাটাররা স্বস্তি দিতে পারে। পিচ কিউরেটোর রবিনসনের মুখে ব্যাট-বলের তুল্যমূল্য লড়াইয়ের কথা। দুই দলের বোলারদের জন্য তাঁর পরামর্শ-বলটাকে ঠিকঠাক জায়গায় রাখো।

বুধবারও বাংলাদেশকে ভরসা দিলেন মুশফিকুর রহিম। গলে।

১৬৩ রানে থামলেন মুশফিক

গল, ১৮ জুন : ঘরের মাঠে দুইদিনেও বাংলাদেশকে অল আউট করতে পারল না শ্রীলঙ্কা। বুধবারের খেলা শেষে বাংলাদেশের স্কোর ৪৮৪/৯।

গতকাল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের হয়ে চতুর্থ উইকেটে সর্বাধিক ২৪৭ রানের জুটিতে নজির গড়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুশফিকুর রহিম। এদিন সেই জুটি বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি ক্রিজে। গতকালের ১৩২ রানের সঙ্গে মাত্র ১৬ রান যোগ করেই সাজঘরে ফেরেন বাংলাদেশ অধিনায়ক শান্ত। তাঁকে ফিরিয়ে শ্রীলঙ্কা শিবিরে স্বস্তি এনে দেন আসিথা ফার্নান্ডো (৮০/৩)। তবে সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মুশফিকুরের সঙ্গে দুরন্ত ছন্দে ব্যাটিং শুরু করেন লিটন দাস (৯০)। পঞ্চম উইকেটে তাঁরা ১৪৯ রান জোড়েন।

এরইমাঝে বৃষ্টিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ম্যাচ বন্ধ ছিল। খেলা পুনরায় শুরুর পরই মুশফিকুরকে ১৬৩ রানে ফিরিয়ে ফের একবার বড় রানের জুটি ভাঙেন ফার্নান্ডো। ভেজা আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে তিন উইকেট তুলে নেন মিলন রত্নায়েকে (৩৮/৩)।

প্রথম টেস্টে চাপে শ্রীলঙ্কা

সবমিলিয়ে বৃষ্টি থামার পর মাত্র ২৬ রানের মাথায় ৫ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। যা কিছুটা হলেও অক্সিজেন জোগাবে শ্রীলঙ্কাকে।

বৃহস্পতিবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে পাথুম নিশাঙ্কা, দীনেশ চাণ্ডিমলদের লক্ষ্য থাকবে দলকে ভালো শুরু উপহার দেওয়া।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরলেন টেম্বা বাভুমারা। বিমানবন্দরে ছিল উপচে পড়া ভিড়।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ প্রদ্যুম্ন (টুবান) : তোমার দ্বিতীয় শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক আদর ও ভালোবাসা। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। দাদান (শ্রী অসিত কুমার রায়), দিম্মা (অনিতা রায়), ঠাম্মি (ইলা মুখার্জী), বাবা (দেবেশ মুখার্জী), মা (পৌলমী মুখার্জী), মামাই (প্রত্যয় রায়) এবং দিদিভাই (দ্বিতিপ্রিয়া মুখার্জী) শিলিগুড়ি।

জিতেন্দ্র ট্রফি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি রাজ্য র‌্যাংকিং স্টেজ থ্রি টেবিল টেনিস বুধবার শুরু হল। ইনডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী দিনে অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে উত্তর ২৪ পরগনার দেবান্না অরি ও শিলিগুড়ির দয়িতা রায়। প্রথম সেমিফাইনালে দেবান্না ৩-০ গেমে শিলিগুড়ির রূপকথা দাসকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দয়িতা ৩-০ গেমে উত্তর ২৪ পরগনার দেবপ্রিয়া কর্মকারের বিরুদ্ধে জয় পায়। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের সিঙ্গলসে ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণ কলকাতার শ্রেয়শ্রী চক্রবর্তী ও সৃজনী চক্রবর্তী। প্রথম সেমিফাইনালে শ্রেয়শ্রী ৩-২ গেমে উত্তর কলকাতার দেবাংশী চক্রবর্তীকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ৩-১ গেমে শিলিগুড়ির শ্রেয়া ধরের বিরুদ্ধে জয় পায়। অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার দিৎসা রায়, শিলিগুড়ির স্নিগ্ধা দাস ও শ্রেয়া। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে দিৎসা ৩-০ গেমে উত্তর কলকাতার অর্চিস্মিতা মাহাতোকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে স্নিগ্ধা ৩-১ গেমে হাওড়ার দেবলীনা গরাইয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রেয়া ৩-১ গেমে দক্ষিণ কলকাতার দিয়া বসুকে হারিয়েছে।

৫ গোল দেবজ্যোতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে বুধবার হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি ৯-০ গোলে ফ্যালকনস এফএ-কে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে ম্যাচের সেরা দেবজ্যোতি রায় হ্যাটট্রিক সহ পাঁচ গোল করে। জোড়া গোল আকাশ সরকার ও লক্ষ্য শর্মার। বৃহস্পতিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে ড্রিম এফসি।

অন্যদিকে কালীকৃষ্ণ রায়, শ্যামল ঘোষ ও শান্তি গুহ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে বুধবার হিডেন বনাম এসএমসি ফুটবল অ্যাকাডেমির ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়েছে। ম্যাচটি বৃহস্পতিবার হবে। পাশাপাশি প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে উইনার্সের বিরুদ্ধে খেলবে নকশালবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরা দেবজ্যোতি রায়।

সিটির নয়া অধিনায়ক বার্নার্ডো সিলভা

লিভারপুল-বোর্নমাউথ ম্যাচ দিয়ে শুরু ইপিএল

লন্ডন, ১৮ জুন : আসন্ন মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ১৬ অগাস্ট ভারতীয় সময় রাতে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল বনাম বোর্নেমাউথ ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের ইপিএল।

লিগের শুরুতে কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে চলেছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। তারা ঘরের মাঠে মুখোমুখি হবে আর্সেনালের। ১৩ সেপ্টেম্বর ইপিএলের বহু প্রতীক্ষিত ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি অনুষ্ঠিত হবে। তার পরের ম্যাচেই চেলসির বিরুদ্ধে খেলবে রুবেন অ্যামোরিমের দল। একই পরিস্থিতি ম্যান সিটিরও। প্রথম ম্যাচে উলভারহ্যাম্পটনের বিরুদ্ধে খেলবে। পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ টটেনহ্যাম। ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বির পরের ম্যাচেই আর্সেনালের বিপক্ষে খেলবে পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

ইউরোপা লিগজয়ী টটেনহ্যাম হটস্পার প্রথম ম্যাচ খেলবে সদ্য ইপিএলে প্রোমোশন পাওয়া বার্নলের বিরুদ্ধে। আবার কনফারেন্স লিগজয়ী চেলসির প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ এফএ কাপ জয়ী ক্রিস্টাল প্যালেস। গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল তৃতীয় ম্যাচেই খেলবে আর্সেনালের সঙ্গে। পঞ্চম ম্যাচে মার্সেসাইড ডার্বিতে আর্নে স্লটের দল খেলবে এভার্টনের বিরুদ্ধে। ১৮ অক্টোবর ইপিএলের অন্যতম উত্তেজক ম্যাচে লিভারপুল-ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড মুখোমুখি হবে।

এদিকে নয়া মরশুমে পর্তুগিজ মিডিও বার্নার্ডো সিলভাকে তাদের অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করেছে ম্যান সিটি। যদিও তাঁর সঙ্গে আসন্ন মরশুম পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে সিটিজেনদের। তারপর নিজেই ক্লাব ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন পর্তুগিজ মিডিও। আসন্ন মরশুমে সহ অধিনায়ক হিসেবে স্প্যানিশ তারকা রড্রি, রুবেন ডায়াস ও গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের নাম ঘোষণা করছে ম্যান সিটি।

অন্যদিকে দলের তারকা মিডিও জ্যাক গ্রিয়েলিশকে ছেড়ে দিতে চলেছে ম্যান সিটি। গত দুটি মরশুমে সেভাবে খেলার সুযোগ পাননি ইংলিশ তারকা। তাঁকে ক্লাব বিশ্বকাপের দলেও রাখা হয়নি।

নতুন মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন বার্নার্ডো সিলভা।

ফিরলেন রড্রি, সিটির জয়ে নায়ক ফোডেন

গোলের জন্য ফিল ফোডেনকে আলিঙ্গন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের।

ওয়াশিংটন, ১৮ জুন : সহজ জয় দিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। বুধবার তারা ২-০ গোলে মরক্কোর ওয়েদাদ কাসাব্লাঙ্কাকে হারিয়েছে। এদিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, রড্রি, রুবেন ডিয়াস, বার্নার্ডো সিলভা, জসকো ভার্ডিওল, জন স্টোনসদের বেঞ্চে রেখে দ্বিতীয় সারির দল নামিয়েছিলেন সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তবে ২ মিনিটে ফিল ফোডেন সিটিকে এগিয়ে দেন। ৪২ মিনিটে ফোডেনের পাস থেকে তাদের জয় নিশ্চিত করেন জেরেমি ডোকু। বিরতির পর মাঠে নামেন ব্যালন ডি'অর জয়ী মিডফিল্ডার রড্রি। গত বছরের সেপ্টেম্বরের পর প্রথমবার তিনি মাঠে নামলেন। ৮৮ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন সিটির রিকো লুইস।

ক্লাব বিশ্বকাপে আটকাল ইন্টার, ডর্টমুন্ড

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে 'বয়স্ক' ফুটবলারদের যেন রাজত্ব চলছে। যেমন ফ্লুমিনেজ বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের গোলশূন্য ম্যাচের কথাই ধরা যাক। ম্যাচটা ফ্লুমিনেজ জিতলেও অবাক হওয়ার থাকত না। জার্মান দলটির দুর্গপ্রহরী গ্রেগর কোবেল অন্তত পাঁচবার গোল বাঁচান।

তবে পালটা আক্রমণ শানিয়েছে ডর্টমুন্ডও। কিন্তু তাদের আক্রমণভাগের সামনে চিনের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বর্ষীয়ান ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা। ৪০ বছর বয়সেও অবলীলায় সামলালেন জুলিয়ান ব্রান্ডটদের। সেইসঙ্গে ফ্লুমিনিজ গোলরক্ষক ফাবিওর কথাও বলতে হবে। ৪৪ বছরের এই ব্রাজিলিয়ান তিনটি গোল বাঁচিয়ে ফ্লুমিনেজের দুর্গ অটুট রাখেন। এদিন ডর্টমুন্ডের জার্সিতে অভিষেক হয় রিয়াল তারকা জুডে বেলিংহামের ভাই জুব বেলিংহামের। গ্রুপ 'এফ'-এর অপর ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মামেলোদি সানডাউনস ১-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার উলসানকে।

থিয়াগো সিলভাদের থেকে একধাপ এগিয়ে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার সের্জিও র‌্যামোস। গ্রুপ 'ই'-র ম্যাচে র‌্যামোসের দল মন্টেরেই ১-১ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে। ম্যাচের ২৫ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন র‌্যামোস। ৪২ মিনিটে অবশ্য লওটারো মার্টিনেজের গোলে সমতায় ফেরে ইন্টার। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন ৩৯ বছরের স্প্যানিশ তারকা র‌্যামোস। এদিকে গ্রুপ 'ই'-র অপর ম্যাচে আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভারপ্লেট ৩-১ গোলে হারিয়েছে জাপানের উরাওয়া রেডসকে।

ফেডারেশন-এফএসডিএল আটকে থাকা চুক্তির জের

দল নামানো নিয়ে চিন্তায় একাধিক ক্লাব

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ জুন : ভারতীয় ফুটবলের আকাশে কি দুর্যোগের আরও কালো মেঘ ঘনিয়ে আসতে চলেছে?

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনতে পারলে হয়তো সবথেকে খারাপ সময় দেখতে পারেন এদেশের ফুটবল সমর্থকরা। শুধু জাতীয় দলের বিশ্রি হারের পালাই নয়, এবার ক্লাব ফুটবল নিয়েও আশঙ্কার দোলাচল শুরু হতে চলেছে। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে এফএসডিএলের। আর এই এফএসডিএলই এদেশের সর্বোচ্চ লিগ, ইন্ডিয়ান সুপার লিগের আয়োজক। আশা করা হয়েছিল, আগেই চুক্তিবৃদ্ধির বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছে যাবে দুই পক্ষ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুইবার আলোচনায় বসলেও চুক্তিবৃদ্ধির বিষয়টি একেবারেই এগোয়নি। এআইএফএফ টাস্ক ফোর্স তৈরি করলেও শেষপর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমনই অবস্থা, ইতিমধ্যে ফেডারেশনকে টাকা দেওয়াও বন্ধ করেছে রিলায়েন্স। এরকম পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আসন্ন ইন্ডিয়ান সুপার লিগও প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। কারণ ক্লাবগুলিকে সেন্ট্রাল পুলের টাকা এবং সম্প্রচার নিয়ে কোনও কথাই দিতে পারছেন না এফএসডিএল কর্তৃপক্ষ। যা খবর তাতে এমনকি ডুরান্ড কাপ থেকেও যদি আইএসএলের একাধিক ক্লাব নাম তুলে নেয়, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছে।

ইতিমধ্যেই এফএসডিএলের এক কর্তার সঙ্গে বেশ কিছু ক্লাবের সিইও আলোচনায় বসেছেন বলে খবর। সেখানে তাঁদের জানানো হয়েছে, ফেডারেশনের সংবিধান কীভাবে তৈরি হচ্ছে তা না বুঝে নতুন করে চুক্তির বিষয়ে আর কথা এগোবে না এফএসডিএল। সেক্ষেত্রে এবার নমো নমো করে হতে পারে আইএসএল। যদি একাধিক ক্লাব খেলতে না চায় তাহলেও আপত্তি করবে না ফেডারেশনের বিপণন স্বত্বাধিকারী সংস্থা। এই পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকটি ক্লাব বা বলা ভালো, সরাসরি রিলায়েন্সের বাণিজ্যিক সহযোগীদের ক্লাবগুলি কাজ বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এদের মধ্যে আছে চেন্নাইয়ান এফসি, এফসি গোয়া, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, মুম্বই সিটি এফসি। এছাড়া কেরালা ব্লাস্টার্সের দাবি, যেহেতু সবথেকে বেশি প্রচার এবং টিকিট বিক্রি তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি করে থাকে, তাই লভ্যাংশের টাকা তাদের বেশি দিতে হবে। হায়দরাবাদ এফসি-তে যদিও এখন নতুন বিনিয়োগকারী এসেছে, তারাও নাকি সঠিক পরিস্থিতি বিশদে জানতে চেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলিকে এফএসডিএল কর্তারাও নাকি কোনও সদর্থক বক্তব্য শোনাতে পারেননি। কারণ এই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করছে বর্তমান ফেডারেশনের কমিটি। ফলে তাদের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে বসে বাড়তি লাভও কিছু হবে না। গ্রীষ্মের ছুটির পর জুলাইয়ে ফেডারেশনের নতুন সংবিধান প্রকাশ্যে আসার কথা। তারপর ঠিক হবে নির্বাচনের তারিখ। এফএসডিএল এখন নজর রাখছে সেদিকেই। যা কিছু হওয়ার হয়তো তারপরেই হবে।

তবে ডুরান্ড কাপ থেকে যদি একাধিক দল নাম তুলে নেয় বা আইএসএল কোনওক্রমে করতে হয়, তাহলে কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন কমিটির একাধিক ব্যর্থতার সঙ্গে যোগ হবে আরও একটি। যা ভারতীয় ফুটবলকে লজ্জাই উপহার দেবে।

«

ঘাসের কোর্টে নেমে পড়লেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। সামাজিক মাধ্যমে লিখলেন, 'গ্রাসকারাজ মোড অ্যাক্টিভেটেড।'

»

উইম্বলডনের প্রস্তুতি হিসেবে টেরা ওর্টম্যান ওপেনে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন ইতালির জানিক সিনার।

ওয়াশিংটন ফ্রিডমের হয়ে ৪৮ বলে শতরানের পর গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

শতরানে নজির ম্যাক্সওয়েলের

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮ জুন : এবার আইপিএলে ব্যাট হাতে সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেননি। তবে মেজর লিগ ক্রিকেটে বিধ্বংসী মেজাজে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। এদিন ওয়াশিংটন ফ্রিডমের হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে দুরন্ত শতরানে নজির গড়লেন তারকা অজি ক্রিকেটার।

ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসের শুরুটা দেখে একবারের জন্যও মনে হয়নি কিছুক্ষণ পর ঝড় উঠবে বাইশ গজে। প্রথম ১৫ বলে মাত্র ১১ রান করেন। পরের ৩৩ বলে শতরান স্পর্শ করেন তিনি। তাঁর ৪৯ বলে করা ১০৬ রানের ইনিংসের সুবাদে স্কোরবোর্ডে ২০৮ রান তোলে ওয়াশিংটন ফ্রিডম। যে ম্যাচের একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল দেড়শো রানের গণ্ডিও পার করতে পারবে না, সেই ম্যাচ ১১৩ রানে জিতে নেয় ম্যাক্সওয়েলের দল।

এদিকে টি২০ ক্রিকেটে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের এটি অষ্টম শতরান। সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটের ক্রিকেটে শতরানের নিরিখে এদিন রোহিত শর্মাকে ছুঁলেন তিনি। টি২০-তে হিটম্যানের শতরানের সংখ্যাও ৮। ম্যাচটি দেখতে এদিন গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন ম্যাক্সওয়েলের মা ও বাবা। ম্যাচ শেষে অজি তারকা বলেছেন, 'মা, বাবা আমাকে খুব বেশি রান করতে দেখে না। তাই আজ আরও বেশি ভালো লাগছে।'

হার ভারতের

কলকাতা, ১৮ জুন : তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও পরাজয় ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দলের। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সুহেল আহমেদ বাট। সেই গোল শোধ করে দেন তাজিকিস্তানের আনসার কাবিভব।

৮৫ মিনিটে ফের ভারতকে এগিয়ে দেন পার্থিব গগৈ। কিন্তু ম্যাচের শেষলগ্নে ডাভলাটোভ ও আজিজবোয়েভ গোল করে তাজিকিস্তানের জয় নিশ্চিত করেন। এদিন ৫৬ মিনিটে আয়ুষ ছেত্রী লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় ভারতকে।

আসন্ন কলকাতা লিগ। তার আগে দলগুলির প্রস্তুতি কেমন? বিস্তারিত পড়ুন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ

বঙ্গ সন্তানরাই বাজি বিএসএস ও সুরুচির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুন : দুয়ারে কড়া নাড়ছে কলকাতা লিগ। সব দলের প্রস্তুতি তুঙ্গে। এবারের কলকাতা লিগে বিএসএস-এর বাজি বঙ্গসন্তানরাই। গ্রুপ 'এ'-তে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে রয়েছে বেহালার এই দলটি।

এবারের বিএসএস-এর কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীমন্ত দাস। তাঁর অধীনে কড়া অনুশীলন করছে গোটা দল। গতবারের ফুটবলারদের মধ্যে সাতজনকে রাখা হয়েছে। তাদের মূল শক্তি বঙ্গসন্তানরা। ৩০ জন ফুটবলারের মধ্যে ২৬ জনই বঙ্গসন্তান। দলে অভিনব বাগ, নবকুমার দাস, সুরজ মাহাতোর মতো পরিচিত মুখ রয়েছেন। আপাতত বিএসএস-এর লক্ষ্য সুপার সিক্সে জায়গা করে নেওয়া।

বিএসএস-এর সঙ্গে একই গ্রুপে রয়েছে সুরুচি সংঘ। গত মরশুমে সুপার সিক্সে খেলেছিল তারা। এবারই সেই ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া সুরুচি।

এই মরশুমে সুরুচির প্রধান শক্তি একঝাঁক বাঙালি ফুটবলার। এবার মোট ২৫ জন বঙ্গসন্তানকে নিয়েছে তারা। জয় বাজ, তন্ময় ঘোষ, বাবলু ওরাওঁয়ের মতো ফুটবলাররা দলে রয়েছেন। কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে তাদের লক্ষ্য সুপার সিক্স।

কলকাতা লিগে এবার চমক দিতে তৈরি রেলওয়ে এফসি। ২০২১ কলকাতা লিগে রানার্স হয়েছিল তারা। তবে তারপর অবশ্য সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি রেলের এই দলটি।

কোচ নীলাঞ্জন গুহর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতি নিচ্ছে রেলওয়ে এফসি। এবার দলে তারক হেমব্রম, সজল বাগ, জ্যোতি হেমব্রম, সাগর দত্তদের মতো ময়দানের পরিচিত ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় রয়েছে। কলকাতা লিগে চমক দিতে বড় দলগুলিকে চমক দিতে তৈরি রেল।

ইস্টবেঙ্গলে যোগ বিনোর

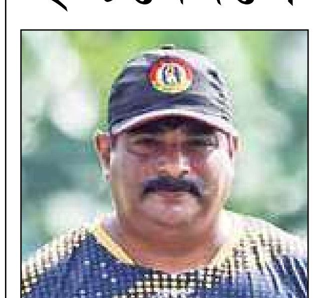

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ জুন : বুধবার ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে যোগ দিলেন রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। এদিন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অনুশীলন করালেন তিনি।

কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল অনুশীলন করছিল হাওড়া স্টেডিয়ামে। বুধবার থেকে যুবভারতীতে অনুশীলন করা শুরু করল। অনুশীলনের শুরুতে ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলেন বিনো। পরে কোচিং স্টাফদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা যায়।

এদিন অনুশীলনে সাইড লাইনে ছিলেন জেসিন টিকে ও বিক্রম প্রধান। তাঁরা এখনও ম্যাচ ফিট নন।

এদিকে, বসনিয়ার স্ট্রাইকার মেসানোভিচের সঙ্গে কথা বলছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট।

WALK-IN INTERVIEW
24th June 2025 | Accountant
Experience 2 yrs+ | Salary : 18k - 25k
25th June 2025 | Executive Admin (Female)
Experience 2 yrs+ | Salary : 35k - 50k
26th June 2025 | Financial Planner
Experience 1yr+ | Salary : 25k - 40k
Join our team and make an impact everyday!
TIMING 4:30PM TO 6:30PM
PRABIN AGARWAL
97330 73333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri-734001

৭ গোল কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার গ্রুপ 'এ'-তে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ৭-২ গোলে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নকে উড়িয়ে দিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ২০ মিনিটে প্রাণেশ প্রধান কিশোরকে এগিয়ে দেন। ২ মিনিট বাদে লিড ডাবল করেন বিভাস সাওয়ারিয়া। ২৫ মিনিটে সাগর মুন্ডা ব্যবধান কমিয়েছিলেন। কিন্তু ৪৪ মিনিটে বিভাগ দ্বিতীয়বার স্কোরশিটে নাম তোলেন। ম্যাচের সেরা বিভাস হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ৪৮ মিনিটে। ৬২ মিনিটে অভিনয় তামাং কিশোরকে ফের এগিয়ে দেন। ৭৫ মিনিটে মাইকেল খালকোর গোলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল স্পোর্টিং। কিন্তু ৮৫ ও ৮৭ মিনিটে যথাক্রমে আরিয়ান খাওয়াস ও প্রাণেশের গোলে কিশোর জয় নিশ্চিত করে। বৃহস্পতিবার গ্রুপ 'এ'-তে খেলবে এনআরআই ও নরেন্দ্রনাথ ক্লাব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন বিভাস সাওয়ারিয়া।

ইনালে তারা ১-০ গোলে ফাঁসিদেওয়া-বিধাননগর জোনকে হারিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন বাগডোগরা-মাটিগাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ জুন : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সিধো-ভানু গোল্ড কাপ ফুটবলে জেলা পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হল বাগডোগরা-মাটিগাড়া জোন। বুধবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ফাঁসিদেওয়া-বিধাননগর জোনকে হারিয়েছে। গোঁসাইপুর জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের মাঠে গোল করে রাহুল বর্মন। প্রথম সেমিফাইনালে ফাঁসিদেওয়া-বিধাননগর ২-০ গোলে শিলিগুড়ি উত্তরের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল রাজেশ টোপ্পোর। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বাগডোগরা-মাটিগাড়া টাইব্রেকারে ৪-০ গোলে নকশালবাড়ি-খড়িবাড়িকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা বাগডোগরা-মাটিগাড়ার শাহিদ বর্মন। প্রতিযোগিতার সেরা ফাঁসিদেওয়া-বিধাননগরের রাজ হেমব্রম। সেরা গোলকিপার সূর্য বর্মন। সর্বাধিক গোল স্কোরার রাহুল বর্মন। পুরস্কার তুলে দেন পর্ষদের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য, সচিব চঞ্চল মজুমদার প্রমুখ।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় প্রসাদ - কে 29.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86J 93227 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি সবসময় ডিয়ার লটারি জেতার গল্প শুনেছি কিন্তু কখনও ভাবিনি যে আমিও তাদের মধ্যে একজন হব। টিকিটের দাম খুব কম থাকায় একদিন আমি টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম আর এখন আমি একজন কোটিপতি। আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"
* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।